চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 64 Saturday, 3 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা ❋ ১৯ মাঘ, ১৪৩০, শনিবার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নির্বাচিত হন সেখ জুবের আলম। দলের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ...বিস্তারিত পাতা ২

গোরু পাচারের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি সহ দুজন। শুক্রবার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো বইপ্রেমীদের মন জয় করেছে। বইমেলায় সর্বোচ্চ যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে ৬৫,৮৫৪, যা গত মঙ্গলবার সর্বকালের সর্বোচ্চ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ছয় মেরে সেঞ্চুরি করেছিলেন। চার মেরে পার করেছেন ১৫০ রান। দিনের শেষ ১৭৯ রানে রয়েছেন ক্রিজে। শনিবারও ফোকাসে থাকবেন তিনিই! ...বিস্তারিত পাতা ৮

মামলা সরানোর জন্য অনেকে কালীঘাটে পুজো দিয়েছেন মনে হয়। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা তাঁর এজলাস থেকে সরে যাওয়ায় অনেকে কালীঘাটে পুজো দিয়ে এসেছেন। শুক্রবার এজলাসে এমনই মন্তব্য করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁর এজলাস থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা সরে যাওয়ার পর এদিনই প্রথম এজলাসে বসেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার পরই এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। এদিন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''মনে হয় জেলা স্কুল পরিদর্শক ও অন্যান্যরা কালীঘাটে পুজো দিয়েছেন। এর আগে আমি যখন শ্রম সংক্রান্ত মামলার শুনানি করতাম তখন আমাকে সরানোর জন্য অনেকে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়েছিলেন বলে শুনেছি। বলেছিলেন, মা, একে সরিয়ে দেও।'' এমবিবিএস-এ সংরক্ষিত আসনে ভুয়ো জাতি শংসাপত্রের ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির অভিযোগে দায়ের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই রায়ে মৌখিক আবেদনের ভিত্তিতে স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। এর পরই দুই বিচারপতির বেনজির সংঘাত দেখে কলকাতা হাইকোর্ট। যার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। গত শনিবার ৫ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করে জরুরি শুনানি করে দুই বিচারপতির রায়েও স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার ফের সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা সরানোর আবেদন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী। তবে বিষয়টি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এক্তিয়ারভুক্ত বলে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে সরিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি। তার পর বুধ ও বৃহস্পতিবার এজলাসে বসেননি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজেপি করায় তালিকায় নাম নেই! ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগে সরব শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৈধ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়ে এমনই অভিযোগ করলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। ভোটার হওয়া সত্ত্বেও তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে, এ রকম ২৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে কমিশনের অফিসে এসেছিলেন শুভেন্দু। ওই তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ারা সবাই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা। এবং এরা বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচিত। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই নাম বাদ দেওয়ার ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই কাজে বিডিও, এসডিও, এমনকি জেলাশাসকরাও জড়িত বলে অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর। নির্বাচনের কমিশনারকেও তোপ দেগেছেন শুভেন্দু। ভোটার তালিকায় কারচুরপির অভিযোগ তুলে শুভেন্দু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ডায়মন্ড হারবার, আলিপুর-সহ গোটা রাজ্যের অনেক এসডিও এই অপকর্মে সামিল হয়েছে। এটাতে মৌখিক সম্মতি দিয়েছেন জেলাশাসকরা। বেশ কয়েক জন জেলাশাসকের নাম নিয়েও আক্রমণ শানিয়েছেন শুভেন্দু। এরই মধ্যে কিছু জেলাশাসক তা আটকানোর চেষ্টা করেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ধরনায় বসতেই কেন্দ্রীয় সরকার পাঠাল টাকা, প্রায় ১ হাজার কোটি বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারিঃ একেবারে চেনা ছকে খেলা। একাধিক প্রকল্পের বকেয়ার দাবিতে আজ, শুক্রবার থেকে ধরনায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন সবার চোখ রেড রোডের মঞ্চে। আর ঠিক তখনই নরেন্দ্র মোদির সরকারের থেকে মিলল টাকা। জল জীবন মিশনে রাজ্যকে বড় অঙ্কের কয়েক কোটি টাকা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। আজ কালো শাড়ি পরে ধরনায় বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই আসে টাকা। তবে এটা একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা নয়। এটা অন্য খাতের টাকা পাঠানো হয়েছে। এটা কি কাকতালীয়? উঠছে প্রশ্ন। এদিকে রাজ্যের নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। তবে এটা

একেবারেই কাকতালীয় নয়। এই টাকা দিয়ে আসলে রাজ্য সরকারকে চাপে রাখতে চাইল কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ যে প্রকল্পের জন্য টাকাটা দেওয়া হচ্ছে সেটা ৫০:৫০ অনুপাতে বিভক্ত। সুতরাং ততটা টাকাই দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। অথচ দেখানো গেল, ভারত সরকার টাকা পাঠিয়েছে। এই সুন্দর কৌশলেই খেলে দিল কেন্দ্র। যা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা। কেন্দ্রীয় সরকার এবার যে অর্থ বরাদ্দ করেছে সেটা অবশ্য বাংলার বকেয়া পাওনা নয়। অন্যদিকে সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্প নেন। কলকাতায় যে সুবিধা আছে সেটা কিন্তু জেলায় নেই। তাই নলকূপের জল এখনও পানীয় হিসাবে মানুষজন ব্যবহার করেন। যদিও বাংলায় আর্সেনিকের সমস্যা প্রবল। তাই নদীর বা হ্রদের জল তথা সারফেস ওয়াটার পরিশ্রুত করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করার যোজনা নেওয়া হয়। এই প্রকল্পে সাহায্যের জন্য ইউপিএ সরকারের জমানা থেকেই একটি যোজনা ছিল। তার নাম জাতীয় রুরাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মিশন। এটাই নরেন্দ্র মোদি জমানায় নতুন নামকরণের মাধ্যমে হয়েছে জল জীবন মিশন। এবার এই প্রকল্পের খাতে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এছাড়া আজ, শুক্রবার সেই প্রকল্প খাতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক বাংলার জন্য ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। যা প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। তবে এই টাকা পাঠানোর নেপথ্যে আছে বিরাট অভিসন্ধি। যাতে রাজ্যের উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে। জলশক্তি মিশনের আওতায় কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারিত্বের অনুপাত হল ৫০:৫০। সুতরাং রাজ্য সরকারকেও এই প্রকল্প খাতে ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। এটা বাড়তি চাপ। জল জীবন মিশন খাতে কেন্দ্র টাকা রিলিজ করে জানিয়ে দিয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারকেও একই পরিমাণ টাকা এসক্রো অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, এই টাকা কোনওভাবেই অন্য খাতে ঘোরানো যাবে না।

টোটালটাই মিথ্যে কথা

ক্যাগ রিপোর্টকে উড়িয়ে দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূল যখন বেবি তখনকার কথা বলছে। অভিষেক যখন জন্মায়নি তখনকার কথা বলে এজেন্সি চিঠি পাঠিয়েছিল। ফাটাফাটি। ওরা বলে বেড়াচ্ছে, সব তৃণমূল চোর হ্যায়। ওরা কী! রেড রোডের ধর্নাস্থল থেকে তোপ দাগলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গেই ক্যাগ রিপোর্ট নিয়েও মুখ খুললেন মমতা। তিনি ধর্নাস্থল থেকে জানালেন, ''কোনওদিন এটা হয়নি। ২০০৩ সাল থেকে বলছে। আরে ২০০৩ সালে আমি ছিলাম? ২০১১ সাল থেকে দায়িত্ব নেব। সব ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট গেছে। টোটাল মিথ্যা কথা। চিঠিটা পড়ে নেবেন। তাতে লেখা আছে প্রতিটা সার্টিফিকেট সময় মতো পাঠিয়েছি। ২ লাখ কোটি টাকা যেটা বলছে পুরো মিথ্যে কথা। ক্যাগের কাছে কোনও তথ্যই ছিল না যে কোনটা লিখতে হবে। কী না লিখব! এটা পুরো বিকৃত তথ্য। এটা বিজেপি দল লিখেছে।'' এরপর তিনি ওই চিঠির কপি পড়ে শোনান। তিনি বলেন, ''ক্রশ চেক করেই আমি লিখেছি।'' তিনি চিঠিতে যে লেখা রয়েছে সেটা পড়ে শোনান। লেখা রয়েছে, 'আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি, এটা দেখা গিয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতর নির্দিষ্ট সময়ে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে। একেবারে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে এটা পাঠানো হয়েছে। সেই সার্টিফিকেট দেখেই আপনারা অনুদান পাঠিয়েছেন। কোথাও কোনও বকেয়া ইউটাইলেজেশন সার্টিফিকেট নেই। এটা খুব দুঃখজনক যে ক্যাগের মতো সংস্থা এমন কথা কী করে বলল!' কার্যত ক্যাগ রিপোর্টকে একেবারে তুলোধোনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে বিজেপির তরফ থেকে বার বারই দাবি করা হচ্ছিল ক্যাগ রিপোর্টের মাধ্যমে কার্যত রাজ্য সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। এনিয়ে টুইটও করেছিলেন বিজেপির আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্য। বিজেপির আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্য এর আগে তৃণমূলকে বিঁধে পোস্ট করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন চোর ধরো চোর। মমতা চোর। এরপরই তিনি ক্যাগ রিপোর্টের কিছু তথ্য তুলে ধরেন।

সেখানে তিনি উল্লেখ করেছিলেন কম্প্রোটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বিরাট অর্থনৈতিক অনিয়মের সন্ধান পেয়েছে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে এই দুর্নীতির অভিযোগ করে সরব হয়েছিলেন অমিত মালব্য। তিনি লিখেছিলেন টাকা কোথায় গেল? এমনকী এমার্জেন্সি ফান্ডের টাকার বিলও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জমা দেয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন অমিত মালব্য। তবে এবার রেড রোডের ধর্না মঞ্চ থেকে ক্যাগ নিয়ে বিজেপি সরকারকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গেই তিনি এনিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠিও দিয়েছেন বলে খবর। এদিন রাহুল গান্ধির উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় তাঁর দ্বিতীয় পর্বের যাত্রায় মুর্শিদাবাদের সুতিতে গিয়েছিলেন রাহুল। যাত্রার সময়ে তিনি বিড়ি শ্রমিকদের দাওয়ায় বসে বিড়ি বাঁধা শিখেছেন। কখনও বা চায়ের দোকানে বসেছেন। কখনও বা আদর করে কোনও শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছেন। সে প্রসঙ্গেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, ''ভোট এসেছে তাই বসন্তের কোকিলরা ফটোশ্যুট করতে এসেছে। যারা কোনওদিন চায়ের দোকানে বসেইনি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়.... বাব্বা বসন্তের কোকিলরা চলে এসেছে।'' লোকসভা ভোটে প্রস্তাবিত জোটের প্রসঙ্গে এদিন মমতা কংগ্রেস ও রাহুলের কথা তোলেন। তিনি বলেন, 'বাংলায় বিজেপিকে ঠেকাতে একমাত্র তৃণমূলই পারে। কংগ্রেস সারা দেশে চল্লিশটা আসনে জিতবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।'' মমতা এদিনও আরও বলেন, ''আমি দুটো সিট দিতে চেয়েছিলাম, বলেছিলাম আচ্ছা জিতিয়েও দেব। কিন্তু ওরা খারিজ করে দেয়। এত অহঙ্কার! তার পর থেকে আমার সঙ্গে কোনও কথা নেই, সম্পর্কও নেই।'' বাংলায় রাহুল গান্ধি যাত্রা করার আগে তাঁকে যে জানাননি, সেই কথাও এদিন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বাংলা যাত্রা করবে, আমাকে তো জানায়নি। আমি প্রশাসনের কাছ থেকে শুনেছি। ডেরেককে ফোন করে বলেছে, আমাদের গাড়িটা পাশ করে দাও।'' এর পরই মমতা বলেন, ''তুমি বাংলায় না এসে উত্তরপ্রদেশে যেতে পারতে, বুকে কত পাটা আছে দেখতাম! এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো।'' মমতা এভাবে রাহুলকে কটাক্ষ করলেও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা পাল্টা কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। এদিনও মমতাকে নিয়ে প্রশ্ন করায় রাহুল বলেছেন, ''আমরা ইন্ডিয়া জোটে রয়েছি। কেউ জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাইনি। আলোচনা চলছে।'' অনেকের মতে, রাহুলের যাত্রার উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয় সেই কারণেই তুতু ম্যাঁয় ম্যাঁয় ঝগড়ায় যেতে চাইছেন না জয়রামরা। কংগ্রেস নেতারা ঘরোয়া আলোচনায় এদিন বলেন, বিজেপির সঙ্গে যেখানে কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই সেখানে যত বেশি সম্ভব আসন জেতাই দলের লক্ষ্য। কংগ্রেস সেই লড়াইয়ে সফল হলে তখন আর কেউ বসন্তের কোকিল বলবে না। বরং এই আঞ্চলিক দলগুলিকেই তখন ফের কংগ্রেসের পাশে দেখা যাবে।

লখিমপুর ও ইংরেজবাজার থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রেস মিটে জানাল পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ এবারের মাধ্যমিকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দুর্নীতির মরসুমে আটঘাঁট বেঁধে ময়দানে নেমেছিল পর্ষদ। সেন্টার থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আসার মাধ্যম-সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল সর্বক্ষেত্রেই। তারপরও রোখা যায়নি প্রশ্নপত্র ফাঁস। এতকিছুর পরও মাধ্যমিকের প্রথম দিনে বেরিয়ে গেল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই ভাইরাল হয়েছিল প্রশ্নপ্রত্র। পরে মিলিয়ে দেখা যায়, আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে সেই ভাইরাল হওয়া প্রশ্নপত্রের! পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। পরীক্ষা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন পর্ষদ সভাপতি। তিনি সামনে আনলেন কোথা থেকে কোন ছাত্ররা এই প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছিল? পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, লখিমপুর ও ইংরেজবাজার দুই জায়গা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বেরিয়েছিল। এক জন ন'ঘরিয়া হাইস্কুলের ছাত্র। আরেকজন চামাগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র। এই দুই ছাত্র প্রশ্নপত্রের ছবি তুলেছিল। এক জনের সিট পড়েছিল ইংরেজবাজার ৩ এর রায়গ্রাম হাই স্কুল। আরেকজনের লখিমপুর ৬-এর বেদরাবাদ হাইস্কুলে সিট পড়েছিল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বেরিয়ে পড়ার ২৫ মিনিটের মধ্যেই দুই ছাত্রকে ট্র্যাক করা গিয়েছিল বলে পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন। এই বছর ওই দুই ছাত্রী আর পরীক্ষা দিতে পারবে না। সঙ্গে পর্ষদ সভাপতি এও বলেন, ''পরীক্ষা বাতিল করে আমরা আনন্দ পাই না। তবে এটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা।'' পর্ষদ সভাপতি এও বললেন, ''দয়া করে আর এমন কেউ করবেন না। শিক্ষকরা প্রফেসনাল নিরাপত্তার দায়িত্বে নন। তাদের হয়ে সাফাই গাইছি না। ১৬ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের বডি সার্চ ওইভাবে করা সম্ভব নয়। আমি শিক্ষকদের আরও কড়া নজরদারির আবেদন করব। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এত নিরাপত্তার পরও কীভাবে পরীক্ষার্থীদের কাছে মোবাইল ফোন থেকে গেল।''

'বাজার খুব খারাপ', মমতার ধরনাকে নাটক বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে কলকাতার রেড রোডে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনাকে 'নাটক' বলে কাটক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বললেন, ''বকেয়া বৈধ হলে আদালতে যাচ্ছেন না কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?'' শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, ''এসব নাটকবাজি করে আর লাভ হবে না। ১০০ দিনের টাকা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলে দিয়েছে যে কে চোর আর প্রকৃত প্রাপক সনাক্ত করবে ৪ জন। ক্যাগ, প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টস অফিসার, রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রতিনিধি। আমরা তো চাইব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুধ থেকে জল বার করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুন। সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিন। আর বাকি লোকের পাওনা থাকলে দিয়ে দিন। ভোটের জন্য এসব ড্রামাবাজি করছে। কারণ কোচবিহার থেকে ভাতজংলা পর্যন্ত হেঁটে দেখেছেন, বাজার খুব খারাপ।'' বিকাশবাবু বলেন, ''হিসাব করতে হবে কততম ধরনা তিনি করলেন, কতবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন, তার হিসাবটা দরকার। কেন্দ্রের থেকে বারবার বলছে টাকার হিসাব দিতে পারছো না, দুর্নীতি হয়েছে। সেই অভিযোগের জবাব না দিয়ে বা আদালতে না গিয়ে তিনি ধরনা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আরও সর্বনাশ করছেন।'' কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলে শুক্রবার থেকে ৪৮ ঘণ্টার ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, মমতার পর এই ধরনা চালিয়ে নিয়ে যাবেন অন্য তৃণমূল নেতারা। ওদিকে মমতা ধরনায় বসার কিছুক্ষণ আগে রাজ্যকে জল জীবন মিশনের অধীনে ১ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা জানায় মোদি সরকার।

'মুখ্যমন্ত্রীও বঞ্চনার দাবিতে পথে, আমরাও', পথে টেট উত্তীর্ণরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ আদালতের থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছেন চাকরি প্রার্থীরা। এরপরই বসেছেন ধরনায়। হকের দাবিতে ধরনামঞ্চে বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিন ২০২২ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ ডিএলএড ঐক্য মঞ্চের। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডের কাছে সৌরভ গাঙ্গুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পাশে ধরনায় বসেছেন চাকরি প্রার্থীরা। ২০২২ সালের টেট পাশ প্রার্থী পার্থজিৎ বণিক বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীও আজ ধরনায় বসেছেন। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরোধিতা করে উনি বসেছেন। আমরাও কিন্তু বঞ্চিতই। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাব, ৫০ হাজার শূন্যপদ কবে পাব সেটা একটু বলুন। পাশ করার পর এক বছর ধরে রাস্তায় রয়েছি। ৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমাদের বঞ্চনা থেকে আপনি মুক্ত করুন।'' চাকরি প্রার্থীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনায় বসতে চেয়েছিলেন। যদিও আদালত সে অনুমতি দেয়নি। বদলে চারদিন অবস্থানে বসার অনুমতি পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার থেকে ধরনায় বসেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। এদিকে গত দু'দিন ধরে রাতভর বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। চাকরিপ্রার্থীরা জানান, এই বৃষ্টি, কাদা-জলেও তাঁরা বসে আছেন নিয়োগের দাবিকে সামনে রেখে। শীত তো রয়েছেই। ২০১৭ সালের পর ২০২২ সালে প্রথম টেট হয়। এখনও ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি টেট উত্তীর্ণরা।এরপর কলকাতা হাইকোর্টে যান তাঁরা। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অনুমতিও দেন। সেইমতো বৃহস্পতিবার থেকে ধরনায় বসেছেন তাঁরা।

দিদির রাজ্যে ভাল সাড়া, দাবি রাহুলের, দিলেন প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার বাংলা দ্বিতীয় দফার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শেষে ঝাড়খণ্ডে প্রবেশ করলেন রাহুল গান্ধি। বীরভূমের রামপুরহাট হয়ে ঝাড়খণ্ডের পাকুরে প্রবেশ করে রাহুলের যাত্রা। তার আগে ঘরোয়া আলোচনায় কংগ্রেস নেতার দাবি, তিনি প্রত্যাশার অতিরিক্ত সাড়া পেয়েছেন বাংলায়। বিশেষ করে মহিলা ও তরুণদের মধ্যে তাঁর যাত্রা ঘিরে উদ্দীপনা তাঁকে স্পর্শ করেছে, বলেছেন রাহুল। বৃহস্পতিবার রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের কান্দির গোকর্ণ থেকে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে রাহুলকে যাত্রা শুরু করতে দেয়নি প্রশাসন। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় পুলিশ বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করে, যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। এর আগে রাহুলের কাটআউট, পোস্টার, ব্যানার নষ্ট করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাহুল একবারও মুখ খোলেননি। পুরো যাত্রায় বিজেপির

সংক্ষিপ্ত ভাষণেও সে কথা বলেছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। আসলে রাহুলের দ্বিতীয় ভারত জোড়ো যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য তরুণ ও মহিলাদের মনকাড়া। নরেন্দ্র মোদির ভোট ব্যাংকের বড় অংশ মহিলা ও তরুণ। বিগত সাড়ে নয় বছরের শাসনে মোদি সযত্নে এই ভোট ব্যাংক গড়ে তুলেছেন। রাহুলের দ্বিতীয় যাত্রায় রাজ্য কংগ্রেসকে বলা হয়েছিল, তরুণ তরুণীদের বেশি করে হাজির করতে। বাংলায় সেই উদ্দেশ্য সফল বলাই যায়। রাহুলের যাত্রা পথে কম বয়সিদের ভিড় ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। বাংলায় প্রথম দফায় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির মতো মালদহ, মুর্শিদাবাদেও রাহুলের যাত্রায় অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে বিরুদ্ধে সমালোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। শুক্রবার বাংলা ছাড়ার আগে কংগ্রেস নেতা ঘরোয়া আলোচনায় জানিয়ে গেলেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল। বৃহস্পতিবার রাহুল মুর্শিদাবাদের সুঁতিতে বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। শুক্রবার তিনি বলেন, ''বিড়ি বাঁধা এক অভাবনীয় শিল্পকর্ম। আমি অনেক চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি। তবে বিড়ি শিল্পীদের আরও বেশি মজুরি পাওয়া উচিত।'' রাহুল বলেন, ''এই ব্যাপারে আমার করণীয় আমি করব।'' রাহুল বাংলার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কংগ্রেস নেতা জানান, ভারত জোড়ো'র দ্বিতীয় যাত্রাপথও তিনি হেঁটে পেরোনোর পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে তা করা সম্ভব হল না।

সর্বদলীয় বৈঠক এড়িয়ে গেলেন শুভেন্দু-সহ বিজেপি বিধায়করা, ৮ তারিখ রাজ্য বাজেট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী সোমবার রাজ্য বিধানসভায় শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন। ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে অধিবেশন। তবে সূত্রের খবর, ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হতে পারে বাজেট। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য বাজেটে কোন কোন বিষয়গুলি উঠে আসছে সেদিকেই নজর সকলের। সংসদে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর এবার পেশ হতে চলেছে রাজ্য বাজেট। বিধানসভায় আজ, শুক্রবার সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিলেন নৌশাদ সিদ্দিকী। তবে বিজেপি বিধায়করা এড়িয়ে গিয়েছেন। এদিকে বিজেপি বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে বিধানসভা চত্বরে ফিসফাস হতে শোনা যায়। তবে এই বিষয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, হাউসে বিরোধীদের থাকা উচিত। বিরোধী ছাড়া রাজনীতি হয় না। পর পর দু'টি বৈঠক উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হয়নি প্রধান বিরোধী দলের। এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে ধরনায় বসেছেন। ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রেড রোডে ধরনা কর্মসূচি

চলবে বলে জানা গিয়েছে। আগামী সপ্তাহে নয়াদিল্লি যেতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিধানসভা অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সেদিন অধিবেশনে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে তিনি বৈঠকে বসবেন। অন্যদিকে বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই আনা হবে শোক প্রস্তাব। তারপরই শেষ হয়ে যাবে অধিবেশন। ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়া পুরসভা নিয়ে সংশোধনী বিল পেশ করা হবে রাজ্য বিধানসভায়। ৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বাজেট পেশ করা হবে। ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি পেশ করা বাজেট নিয়ে চলবে আলোচনা। এবার সামনে লোকসভা নির্বাচন। তাই তার আগে রাজ্যবাসীর জন্য নতুন কোনও খাতে অর্থ বরাদ্দ হয় কি না এবং অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় কি না, সে দিকেই তাকিয়ে সকলে। তবে এবারের বাজেটে চমক থাকবে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হওয়ার কথা বাজেট অধিবেশন বলে জানা যাচ্ছে। তবে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা আছে। এছাড়া আজ বিধানসভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়করা। সেটা নজরে পড়তেই বিমান বলেন, ''আমি অল ইন্ডিয়া স্পিকার কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলাম। কোনও রাজ্যের স্পিকাররা বলেননি যে, বিরোধীরা এভাবে এতদিন বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। এমন নজির নেই। আমি চাই বিরোধীরা থাকুন। প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, আমি সহমত। হাউসে বিরোধীদের থাকা উচিত। বিরোধী ছাড়া রাজনীতি হয় না। গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয় না। বিধানসভার মর্যাদা রাখার দায়িত্ব বিরোধীদেরও।'' ৩০ দিনের সাসপেনশন শেষ বলে জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''বিএ কমিটির বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিরোধী দলনেতাকে। তিনি আসেননি। বিরোধী দলনেতা আচরণ সঠিক করছেন না। তাঁর সংযত হওয়া উচিত। বিরোধী দলনেতা সৌজন্য দেখালে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসতে কোনও আপত্তি নেই।''

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন চম্পাই সোরেন, মন্ত্রী হলেন কংগ্রেস এবং আরজেডির দুই বিধায়ক

রাঁচি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা চম্পাই সোরেন। শুক্রবার রাঁচির রাজভবনে চম্পাইকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ। নয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা দলের পরিষদীয় নেতা আলমগির আলম এবং লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডির সত্যানন্দ ভোগতা।

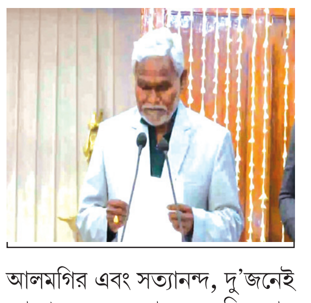

আলমগির এবং সত্যানন্দ, দু’জনেই আগে হেমন্ত সোরেন মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল রাধাকৃষ্ণণ বৃহস্পতিবারই চম্পাইকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বুধবার হেমন্ত ইডি-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক পটভূমিকা বদলে যায়। তাঁর পরে কে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। জেএমএম সূত্রে জানা যায়, হেমন্তের ইচ্ছা ছিল স্ত্রী কল্পনা সোরেনকে মুখ্যমন্ত্রী করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। জোট এবং সোরেন পরিবারের মধ্যেই কল্পনাকে নিয়ে আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত চম্পাই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যান। শাসক বিধায়কদের সকলেই তাঁকে সমর্থন দেওয়ার কথা জানান। অবশেষে শুক্রবার নতুন সোরেনকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেল ঝাড়খণ্ড।

দিল্লিতে এএপি-র দফতরের বাইরে পুলিশি নিরাপত্তা, বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ চণ্ডীগড়ের রাজনৈতিক উত্তাপের আঁচ এ বার এসে পড়ল দিল্লিতে। গত মঙ্গলবার চণ্ডীগড় পুরনিগমের মেয়র নির্বাচনে ‘ অভিযোগ তোলে বিরোধী এএপি এবং কংগ্রেস। নির্বাচনে জয়ী হন বিজেপির মেয়র পদপ্রার্থী। ‘ বিরুদ্ধে শুক্রবার পথে নামার সিদ্ধান্ত নেয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। তার আগেই শুক্রবার সকাল থেকেই দিল্লিতে আম আদমি পার্টির দফতরের বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।আর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন নিয়েই বিজেপিকে নিশানা করলেন কেজরিওয়াল। শুক্রবার কেজরিওয়াল এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, প্রথমে তাঁরা চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে ভোট লুট করেছে। এখন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে আসা মানুষজনকে দিল্লির সর্বত্র থামানো হচ্ছে। আবার দিল্লির মন্ত্রী অতিশী এক্স মাধ্যমেই জানিয়েছেন, সমগ্র দিল্লি জুড়ে ভারী ব্যারিকেড, এএপি কর্মীদের আটক করা হয়েছে, চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনের প্রতিবাদে বিজেপি কেন এত ভয় পাচ্ছে? অতিশী দাবি করেছেন, বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে দলীয় বিধায়ক এস কে বাগ্গাকে আটক করেছে পুলিশ।

পুনম পাণ্ডের মৃত্যু!মাত্র ৩২ বছর বয়সে মৃত্যু জরায়ু মুখ ক্যানসারে

দুরন্ত বার্তা,২ফেব্রুয়ারিঃপ্রয়াত পুনম পাণ্ডে। মাত্র ৩২ বছর বয়সে মৃত্যু বলিউড তারকার। পুনমের ম্যানেজার এই দু ঃসংবাদ দিয়েছেন।২-এর নায়িকা পুনম পাণ্ডের জরায়ুমুখের ক্যানসারে মৃত্যু হয়েছে। অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে এমনই এক পোস্ট জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নেটপাড়ায়। যদিও অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর আদৌ সত্য কি না, সেই নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা।ন্ড’ ‘ জার্নি অফ কর্মা’র মতো হিন্দি ছবিতেও তাঁকে দেখেছেন দর্শক। এ ছাড়াও ‘ ইজ. পয়জন’, ‘ অ্যান্ড কোং’-এর মতো দক্ষিণী ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে মূল ধারার ছবিতে সেই ভাবে দর্শকদের নজর কাড়তে ব্যর্থ হন পুনম। পরবর্তী সময়ে ছোট পর্দায় ‘ ফ্যাক্টর’ ও ‘ রিয়্যালিটি শোয়ে অংশগ্রহণ করেন তিনি।ন্ডবর্ণময় জীবন পুনমের। বরাবরই গোপন উন্মাদনা তাঁকে নিয়ে। পোশাক থেকে অঙ্গভঙ্গি- বিভিন্ন কারণে বার বার তিনি উঠে এসেছেন শিরোনামে। সাহসী পোশাকে লাইভে আসা, কিংবা মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীর নামে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ আনা- সব সময় চর্চায় ছিলেন পুনম। এ বার তাঁর মৃত্যুর খবরেও তোলপাড় নেটদুনিয়া। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে পোস্ট দিয়ে লেখা, ‘ সঙ্গে জানাচ্ছি জরায়ুর ক্যানসারে আমরা আমাদের প্রিয় পুনমকে হারিয়ে ফেললাম। দু ঃখের এই সময়ে, আমরা আপনাদের কাছে সব রকম গোপনীয়তার জন্য অনুরোধ করব। আমরা স্নেহের সঙ্গে ওকে স্মরণ করব।’’গত বছরের মাঝামাঝি সময় মুম্বইয়ের যে আবাসনে অভিনেত্রী থাকতেন আগুন লাগে সেখানে। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তাঁর ফ্ল্যাটের।

ফেব্রুয়ারিতে স্বাভাবিকই বৃষ্টি হবে উত্তর ভারতে, ধীরে ধীরে কমবে ঠান্ডাঃআইএমডি

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ডিসেম্বর ও জানুয়ারি, ২০২৩ সালের এই দুই মাস শুষ্কই কেটেছে উত্তর ভারতে। ফেব্রুয়ারিতেই বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর ভারতে স্বাভাবিক অথবা তার থেকে বেশি বৃষ্টি হবে। পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হরিযানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ এই রাজ্যগুলিতে স্বাভাবিকের চেয়ে. বেশি বৃষ্টিপাত হবে ফেব্রুয়ারি মাসে।ফেব্রুয়ারি মাসেই মধ্য ও উত্তর ভারতের কিছু অংশে স্বাভাবিকের উপরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শীতের দাপটও আগামী কিছু দিনে ধীরে ধীরে কমবে। শুক্রবারই নতুন করে তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে, তুষারপাত হয়েছে হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও। সর্বত্রই বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে।

শিয়ালদা মেন লাইনে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রেলের কাজের জন্য আজ রাত থেকে শিয়ালদা মেন লাইনে বন্ধ থাকবে একাধিক লোকাল পরিষেবা। পূর্ব রেলের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে, শিয়ালদা - নৈহাটি সেকশনের ব্যারাকপুর স্টেশন সীমায় ডাউন সাবারবান লাইনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য, ২ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ভোর ৫টা পর্যন্ত মোট ৩৬০ মিনিট ট্রাফিক ব্লক করা হবে। যার জেরে শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত বেশকিছু ট্রেন বাতিল থাকবে। একনজরে জেনে নেওয়া যাক এই ট্রাফিক ব্লকের কারণে কোন কোন ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে।এই ট্রাফিক ব্লকের কারণে শুক্রবার রাতে শিয়ালদা থেকে বাতিল ৩১৬৩১ ও ৩১৪৪৭ ট্রেন দু’টি। আবার রানাঘাট থেকে বাতিল থাকবে, ৩১৬৩৬ এবং নৈহাটি থেকে বাতিল থাকবে ৩১৪৫০ ট্রেন দু’টি। অন্যদিকে ৩ তারিখ শনিবার শিয়ালদা থেকে বাতিল থাকবে ৩১৩১১ এবং কল্যাণী সীমান্ত থেকে বাতিল থাকবে ৩১৩১৪ ট্রেন দু’টি। এর ফলে শিয়ালদা মেন লাইনের যাত্রীদের আরও একবার হয়রানির শিকার হতে হবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে

হেমন্ত সোরেন আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে,ফেরত পাঠানো হল ঝাড়খণ্ড হাই কোর্টে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেমন্ত সোরেন (Hemant Soren)। কিন্তু ঝা।খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সেই আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, হেমন্তের গ্রেপ্তারির মামলার শুনানি হবে হাই কোর্টে। এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করবে না শীর্ষ আদালত ।মামলাটি ঝাড়খণ্ড হাই কোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছে।ন্ড সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছিলেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি সঞ্জীব খন্না। এ ছাড়া, ওই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি এমএম সু ন্দরেশ এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী।সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, হাই কোর্টে আগে আবেদন জানাতে হবে হেমন্তকে। হাই কোর্টের এক্তিয়ার শীর্ষ আদালত লঙ্ঘন করবে না। হাই কোর্টের নির্দেশের পরে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা যাবে।ন্ডহেমন্ত সোরেনের আইনজীবী কপিল সিব্বল আদালতে জানান, হাই কোর্টে এর আগে একটি আবেদন করা হয়েছিল। পরে সেই মামলা প্রত্যাহার করা হয়। সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার যুক্তিও দিয়েছেন তিনি। হেমন্তের তরফে আইনজীবীর সওয়াল, ‘ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এক জন মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই আমরা সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাইছি।’’বিচারপতি খন্না বলেন, ‘ হয়েছে তো কী হয়েছে? আদালতের কাছে সবাই সমান। আজ আপনাকে কোনও সুবিধা দিলে আগামীকাল সবাইকে দিতে হবে। এটা তো হয় না। কেন আপনারা হাই কোর্টে আবেদন না করে সুপ্রিম কোর্টে আসবেন? নতুন করে আবার হাই কোর্টে আবেদন করুন।’’ উচ্চ আদালতের সাংবিধানিক ক্ষমতায় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানান তিনি।ন্ডজমি জালিয়াতি মামলায় এর আগে ইডির তলবের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেমন্ত। সে বারও মামলা ঝাড়খণ্ড হাই কোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। হাই কোর্ট হেমন্তের আবেদন খারিজ করে দেয়। তাঁকে ইডির তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। জমি জালিয়াতি মামলায় ৬০০ কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে হেমন্তের বিরুদ্ধে।ন্ডবুধবার দুপুরে হেমন্তের রাঁচীর বাসভবনে প্রায় সাত ঘণ্টা তল্লাশি চালায় ইডি। রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তার আগে রাজভবনে গিয়ে হেমন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। জেএমএম জানায়, তারা বিধানসভায় দলনেতা হিসাবে নির্বাচিত করেছে চম্পই সোরেনকে। শুক্রবার রাঁচীর রাজভবন থেকে ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে চলেছেন চম্পই। রাজ্যপাল ১০ দিনের মধ্যে তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে বলেছেন।

হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারি নিয়ে গর্জে উঠলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোরেনের গ্রেফতারির পর কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে লেলিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ফের বিজেপিকে আক্রমণ মমতার। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই অবিজেপি শাসিত রাজ্যে বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মত তাঁর।এক্স পোস্টে মমতা লিখেছেন, ‘ আদিবাসী নেতা হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা জানাই। বিজেপির কথায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি একটি নির্বচিত সরকারকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করছে। এটা প্রতিহিংসামূলক ষড়যন্ত্র।’’ মমতা আরও লিখেছেন, ‘ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই কঠিন সময়ে আমি তাঁর পাশে দাঁড়ানোর শপথ করছি। ঝাড়খণ্ডের মানুষ এর জবাব দেবে এবং হেমন্ত কঠিন যুদ্ধে জয়ী হবেন।’’হেমন্তকে গ্রেফতারের সময়ে মমতা ছিলেন জেলা সফরে। বৃহস্পতিবার অবিজেপি নেতাদের গ্রেফতারি নিয়ে মমতা সরব হন। তবে হেমন্তের নাম করেননি। শান্তিপুরের সভা থেকে তিনি বলেছিলেন, ‘ ভোটের আগে মাঠ ফাঁকা করবে বলে সবাইকে গ্রেফতার করছ। মনে রেখো, আমাকে জেলে পুরলেও আমি জেল ফুটো করে বেরিয়ে আসব!’’প্রায় ৬০০ কোটি টাকার জমি জালিয়াতি মামলায় নাম জড়িয়েছিল ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বুধবার তাঁর বাড়িতে হানা দেয়.ইডি। প্রায়.সাত ঘণ্টা ধরে তাঁকে এই মামলায়. জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপরেই তাঁকে গ্রেফতারির সিদ্ধান্ত নেয় ইডি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে রাজভবনে যান সোরেন। সেখানেই তাঁর ইস্তফাপত্র জমা দেন। তিনি ইস্তফা দেওয়ার পর ইডি তাঁকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারির পর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি কবিতা লিখে হেমন্ত বুঝিয়ে দেন, প্রতি মুহূর্ত তিনি লড়াই করছেন, আগামী দিনেও লড়াই করবেন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

পঞ্চম বার তলব এড়ালেন আপের প্রধান,এবার কি সোজা গ্রেফতার?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দিল্লির আবগারি নীতি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আজ, শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । কিন্তু হাজিরা দিতে নারাজ কেজরীবাল । ফের ইডির সমন এড়িয়ে গেলেন। এই নিয়ে পঞ্চমবার ইডির সমন এড়ালেন অরবিন্দ কেজরীবাল।শুক্রবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লির ইডি দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কেজরীওয়ালকে। আপ সূত্রে খবর, এ দিন চণ্ডীগড় পুরনিগমের মেয়র নির্বাচনে ‘ অভিযোগ তুলে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিক্ষোভ দেখাবে তারা। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেবেন কেজরীওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিংহ মান।ন্ডআপের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘ কারণে’ সম্পূর্ণ ‘ ভাবে’ কাজ করছে ইডি। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে দুষে ওই বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, মোদী চান অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে গ্রেফতার করে দিল্লির সরকারকে ফেলে দিতে। আমরা এটা কিছুতেই হতে দেব না।ন্ডএর আগে চার বার সমন পেয়েও যাননি কেজরীওয়াল। মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে থাকার কারণে প্রথম বার ইডির দফতরে হাজিরা দেননি তিনি। এর পর কখনও অন্য কাজ থাকার কথা, কখনও ১০ দিনের উপাসনায় যোগ দেওয়ার কথা জানিয়ে সমন এড়িয়ে গিয়েছেন আপ প্রধান। তিনি এ-ও অভিযোগ করেন যে, তাকে ‘ ভাবে’ সমন পাঠানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটা ‘ বলেও দাবি করেন তিনি। ইডির পদক্ষেপের নেপথ্যে ‘ প্ররোচনা’ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।গত বছর এপ্রিলে এই মামলায় কেজরীওয়ালকে ন’ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। যদিও এই মামলায় তিনি অভিযুক্ত নন। সে সময় কেজরীওয়াল বলেছিলেন, ‘ মোট ৫৬টি প্রশ্ন করেছে। সব কিছু ভুয়ো। ভুয়ো মামলা। আমি নিশ্চিত, আমাদের বিরুদ্ধে ওদের কোনও প্রমাণ নেই।’’ প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত আপের দুই প্রবীণ নেতা মণীশ সিসৌদিয়া এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংহ তিহাড়ে রয়েছেন। অভিযোগ, দিল্লি সরকারের ২০২১-২২ সালের আবগারি নীতি বেশ কিছু মদ ব্যবসায়ীকে সুবিধা করে দিচ্ছিল। এই নীতি প্রণয়নের জন্য যাঁরা ঘুষ দিয়েছিলেন, তাঁদের সুবিধা করে দিচ্ছিল। আপ সরকার সেই অভিযোগ মানেনি। সেই নীতি পরে খারিজ করা হয়।

দিল্লিতে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই আশ্বাস দিলেন রাজ্যপাল বোস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের ‘ আদায় নিয়ে শুক্রবার থেকে রেড রোডে ধর্নায় বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বকেয়া নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে ‘ দেখিয়ে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার দিনভর দিল্লিতে ছিলেন বোস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সঙ্গে দেখা করছেন তিনি। তার পরই রাজ্যপালের দাবি, দ্রুত রাজ্যের বকেয়া সমস্যা মিটবে। যোগ্যরা বঞ্চিত হবেন না।ঘটনাচক্রে, দু’দিনের ধর্না কর্মসূচি শেষ করে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতাও দিল্লি যাচ্ছেন।গত অক্টোবরে ‘ বিষয় নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোাপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকের পরে দিল্লি গিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, তখনও কেঃ দ্রর সঙ্গে তাঁর আলোচনায় বাংলার ‘ বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল জানান, ‘ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। যদিও সে সব কথা প্রকাশ্যে তিনি বলতে পারবেন না। তবে বাংলার মানুষের কথা ভেবে আলোচনার নির্যাসটুকু জানাতে পারেন। বোস বলেন, ‘ বকেয়া শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে, তা মানতে হবে। রাজ্যের কাছে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের জিজ্ঞাস্য ছিল। রাজ্য তার উত্তর দিচ্ছে। আমিও কিছু বিষয় পর্যালোচনা করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপন করেছি।’’বুধবার রাতেই দিল্লি গিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। দু’জনের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষণ কথাও হয়েছে। পরে সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন বোস। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে একটি ভিডিয়ো বার্তায় বাংলার মানুষের উদ্দেশে রাজ্যপাল বলেন, ‘ মানুষকে ন্যায় পাইয়ে দিতে যা যা করার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তা করছে।’’গত দু’বছর ধরেই তৃণমূল তথা রাজ্য সরকার বলে আসছে, ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। বাংলার শাসকদলের আরও অভিযোগ, কাজ করানোর পরেও ‘ কাজের মজুরি আটকে রেখেছে দিল্লি। পাল্টা বিজেপির বক্তব্য, বাংলায় বিপুল কারচুপি হয়েছে। নবান্ন হিসাব না-দিলে কেন্দ্র নতুন করে টাকা দেবে কেন? তবে এখন আর বঞ্চনার অভিযোগ শুধু ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে আটকে নেই। আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে তৃণমূল।

আরও শক্তি বাড়ছে ভারতের, ৩ ফেব্রুয়ারি নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আইএনএস সন্ধ্যায়ক

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ আরও শক্তি বা।তে চলেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর। ৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে রণতরী আইএনএস সন্ধ্যায়ক। ৩ ফেব্রুয়ারি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের নৌ ডকইয়ার্ডে আইএনএস সন্ধ্যায়ক-কে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরিকুমার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।রণতরীটি কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড

ইঞ্জিনিয়ার্স তৈরি করেছে। রণতরীটিতে ৮০ শতাংশের বেশি স্বদেশী সামগ্রী রয়েছে, যা যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে ভারতের দক্ষতাকে পুনর্ব্যক্ত করে। এই যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হলে নৌবাহিনীর শক্তি আরও বাড়বে। ভারতীয় নৌবাহিনীতে আইএনএস সন্ধ্যায়ক নামে একটি জাহাজ ছিল। সেটিও 'সার্ভে ভেসেল' ছিল। ১৯৮১ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীতে সেটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আর ২০২১ সালে 'অবসরগ্রহণ' করেছিল। এবার ১১০ মিটার দীর্ঘ এই রণতরী ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সমুদ্রের তলায় বিভিন্নরকমের সমীক্ষা চালাতে পারবে ‘ সন্ধ্যায়ক’। জাহাজ কোন পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে, সেটাও খুঁজে বের করতে পারবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সমুদ্র এবং ভৌগোলিক বিভিন্ন তথ্য বের করতে সক্ষম সন্ধ্যায়ক শ্রেণির জাহাজ। তার ফলে ভারতীয় নৌসেনার হাত মজবুত হবে।

ফের ইডি-র হাজিরা এড়িয়ে গেলেন কেজরিওয়াল, এএপি বলল এই সমন বেআইনি

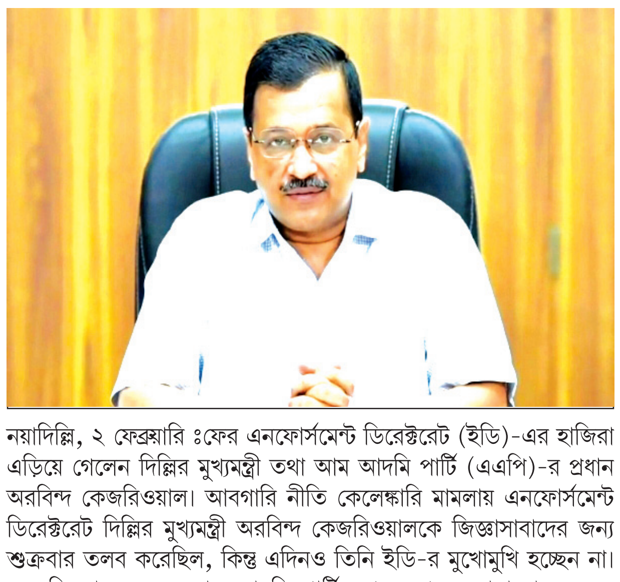

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর হাজিরা এড়িয়ে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুক্রবার তলব করেছিল, কিন্তু এদিনও তিনি ইডি-র মুখোমুখি হচ্ছেন না। কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইডি-র পাঠানো সমন বেআইনি।উল্লেখ্য, এর আগেও বেশ কয়েকবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে ইডি-র জারি করা সমন এড়িয়ে যান। কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি শুক্রবার জানিয়েছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুক্রবারও ইডি-র মুখোমুখি হবেন না। এই সমনকে ‘ বলে অভিহিত করেছে দল। আমরা আইনানুগ সমন মেনে চলব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর লক্ষ্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা এবং দিল্লি সরকারকে পতন করা। আমরা এটা হতে দেব না।

কুয়াশা থেকে নিস্তার নেই দিল্লিতে, দৃশ্যমানতার অভাবে রেল ও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃরাজধানী দিল্লিতে শীতের দাপট এখনও সেভাবে কমেনি, শীতের সঙ্গেই পিছু ছাড়ছে না কুয়াশাও। শুক্রবার সকালেও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকল দিল্লির আকাশ-বাতাস। কুয়াশার পরিমাণ বেশি থাকায় দৃশ্যমানতার অভাবে বিঘ্নিত হয়েছে রেল ও বিমান পরিষেবা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লিগামী বেশ কয়েকটি ট্রেন দেরিতে চলচল করেছে। ফলে দুর্ভোগে পড়েন বহু যাত্রী।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শুক্রবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত দিল্লির পাশাপাশি পূর্ব উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও ঝাড়খণ্ডে ঘন কুয়াশা ছিল। দিল্লিতে কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে ভোরের দিকে ইন্ডিয়া গেটে দৃশ্যমানতা শূন্যে চলে যায়। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিঘ্নিত হয়েছে বিমান পরিষেবা।

মুর্শিদাবাদে রাহুলের ন্যায় যাত্রায় বিলম্ব, প্রশাসনকে দুষলেন অধীর চৌধুরী

মুর্শিদাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃমুর্শিদাবাদে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জো।ো ন্যায় যাত্রায় বিলম্বের জন্য প্রশাসনকে দুষলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শুক্রবার সকালে অধীর বলেছেন, বিলম্ব (ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা) হওয়ার কারণ, স্থানীয় প্রশাসন বৃহস্পতিবার রাত থেকে আমাদের বলছে, যাত্রা হওয়া উচিত নয়। কেন? কারণ এখানে পরীক্ষা নির্ধারিত রয়েছে।এরপরই অধীর বলেছেন, এ বিষয়ে আমরা সম্মত, কিন্তু সরকারের নিজস্ব ঘোষণা অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের সকাল ৮.৩০ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে এবং পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ঝাড়খণ্ডে যেতে চাই, আমি প্রশাসনকে বলতে চাই যে রাহুল গান্ধীকে আরও ২-৪ ঘণ্টা বাংলায় থাকতে হবে। তাই তাঁকে ঝাড়খণ্ডে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

ডুয়ার্সে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন বনকর্মীরা, এই প্রয়াসে খুশি শিক্ষার্থীর

নাগরাকাটা, ২ ফেব্রুয়ারিঃডুয়ার্সের জঙ্গলপথের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিজেদের গাড়িতে করেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন বন দফতরের কর্মীরা। শুক্রবার সকাল থেকে বিভিন্ন রেঞ্জের বন কর্মীরা পরীক্ষার্থীদের পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেন। রেঞ্জগুলির কাছে নিজেদের পর্যাপ্ত গাড়ি না থাকায় বাইরে থেকে গাড়ি ভাড়া করতে দেখা যায়.বন দফতরকে। বন কর্মীদের এই প্রয়াসে খুশি প্রকাশ করেছেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা।শুক্রবার সকালে নাগরাকাটা ব্লকের ডায়না রেঞ্জের অন্তর্গত খেরকাটা গ্রাম থেকে মোট ১৭ জন পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রেপৌঁছে দেয় বন দফতরের দু’টি গাড়ি। নাগরাকাটার দু’টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন বন কর্মীরা। জঙ্গল লাগোয়া ওই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বনকর্মীদের কড়া নজরদারিও লক্ষ্য করা গিয়েছে। শুধু খেরকাটাই নয়, এদিন ডুয়ার্সের বামনডাঙ্গা, বড়দিঘি, খুংলুং বস্তি, আপার কলাবাড়ি, জ্বালাপাড়া, ডুডুমারি, আলেববস্তি, ডায়না বস্তি, গোসাইয়েরহাট, মোগলকাটার মতো বিভিন্ন হাতি উপদ্রুত এলাকার পড়ুয়াদেরও বন দফতর নিজেদের গাড়ি করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়।

দিল্লি পাবলিক স্কুলে বোমার হুমকি, তল্লাশিতে মেলেনি সন্দেহজনক কিছুই

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি পাবলিক স্কুলে বোমার হুমকি মেলায় দিল্লি পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে। শুক্রবার দিল্লির আর কে পুরম বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত দিল্লি পাবলিক স্কুল একটি বোমার হুমকি ফোন পাওয়ায় তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ।শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লির আর কে পুরম বিধানসভা কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত দিল্লি পাবলিক স্কুলে হুমকি ফোন আসে। তারপরই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ স্কুলের সমস্ত পড়ুয়াদের স্কুল থেকে নিরাপদে বের করে স্কুল চত্বর খালি করে দেয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, স্কুলে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত স্কুল থেকে কোনও কিছু সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার করা হয়নি।গত বছরের মে মাসে মথুরা রোডে অবস্থিত দিল্লি পাবলিক স্কুল একটি বোমার হুমকি মেল পেয়েছিল। পরে পুলিশ জানতে পেরেছিল যে কোনও এক

ফের আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস কাশ্মীরে, ৮টি জেলায় থাকছে তুষারধসের সতর্কতা

শ্রীনগর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে ফের আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া দফতর। আগামী ৫-১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে তার আগে জম্মু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৩-৪ ফেব্রুয়ারি সময়ের মধ্যে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। শুক্রবারই নতুন করে তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে। পীরপাঞ্জল পর্বতমালার উচ্চতর অঞ্চলে তুষারপাত হয.এদিন সকালে পর্যটক এবং স্থানীয়রা তুষারপাত উপভোগ করেন।জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় এখনও তুষারধসের সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীরের আটটি জেলায় মাঝারি পর্যায়ের তুষারধসের সতর্কতা জারি করেছে। বান্দিপোরা, বারামুল্লা, গান্দেরবাল, কুপওয়ারা, ডোডা, কিশতওয়ার, পুঞ্চ এবং রামবান জেলায় তুষারধসের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের তুষারধস প্রবণ স্থানে যেতে বারণ করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২ফেব্রুয়ারি ঃবৃহঃবার, ১৮মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১২মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৮মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্না পুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কারবার বাস্তবায়িত হবে এবং অবিশ্বাস্য লাভ এনে দেবে।

বৃষভ রাশিঃআপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা।।

মিথুন রাশিঃআপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ

কর্কট রাশিঃরক্তচাপের রোগীরা ভিড় বাসে চাপার সময় তাঁদের স্বাস্হ্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নশীল থাকবেন।

সিংহরাশিঃনিজে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন ওষুধ খাওয়ার আগে একজন চিকিসকের পরামর্শ নিন-অন্যথায় ওষুধ নির্ভরতার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।

কন্যারাশিঃবয়স্করা তাঁদের বাড়তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন।

তুলারাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে

ধনু রাশিঃ আপনার ঈর্ষাপরাযণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন

মকর রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে

কুম্ভ রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন

মীন রাশিঃখুশিতে ভরা ভালো দিন। যে ব্যবসায়ীরা কাজের জন্য বাসা থেকে বেরোচ্ছেন তাদের আজ তাদের অর্থ নিরাপদ জায়গায.সংরক্ষণ করা উচিত,

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের চন্দনের ফোঁটা, গোলাপ ফুল, পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হলো হাওড়ায়

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২৪ এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে হাওড়ার বেলুড় বয়েজ স্কুলের সামনে আগত পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান এলাকার প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি পল্টু বণিক। উপস্থিত ছিলেন বালির বিধায়ক ডা. রাণা চট্টোপাধ্যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গোলাপ ফুল এবং জলের বোতল। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রছাত্রীরা খুশিমনেই তা গ্রহণ করেন। পল্টুবাবু জানান, আগত ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু গোলাপ ফুল বা জলের বোতল দেওয়ার পাশাপাশি এদের শুভেচ্ছা জানালাম। এদের পাশে থাকার বার্তা দিলাম। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে যাতে না কোনও অসুবিধা হয়, এমনকি জি টি রোড পারাপারের যাতে না ছাত্রছাত্রীদের কোনও সমস্যা হয় সেই বিষয়টিও আমরা নজরে রেখেছি। বেলু. হাইস্কুলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। এই স্কুলে বিবেকানন্দের পদধূলি আছে। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের গোলাপ ফুল এবং জলের বোতল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। যাতে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্য হয়। যদি কোনও পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট ভুলে যায় বা কোন দরকারি জিনিস আনতে ভুলে যায় তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করার জন্য বাইকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত আমরা পরীক্ষার্থীদের পাশেই থাকব। এদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে শুক্রবার সকালে বালির বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় বালির বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেন। এর পাশাপাশি তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন গোলাপ ফুল এবং জলের বোতল। বালির বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছে বা অন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আনতে ভুলে গিয়েছে তা নিয়ে আসতে সাহায্য করা হচ্ছে। এছা।া পরীক্ষার্থীরা যাতে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। ফুল, জলের বোতল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের জন্য মেডিকেল টিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি হাওড়ার বেলু। লালবাবা কলেজের প্রিন্সিপাল সঞ্জয় কুমার

এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অন্যদিকে, এদিন শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির উদ্যোগে ২২নং ওয়ার্ড তৃণমূল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জিত মিশ্রর ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফুল, পেন ও জলের বোতল দিয়ে শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র হিন্দি সেলের সভাপতি অজিত মিশ্র, ২২নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সোমনাথ মুখার্জী, এসসিওবিসি সেলের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর দত্ত, হাওড়া জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক সরবজি যাদব সহ অন্যান্যরা। এর পাশাপাশি, এদিন ৪২নং ওয়ার্ড তৃণমূল ছাত্র-যুব'র উদ্যোগে চ্যাটার্জীহাট গার্লস স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়। দই চন্দনের ফোঁটা, গোলাপ ফুল, পেন আর জলের বোতল তুলে দেওয়া হলো পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্র ছাত্রীদের হাতে। অন্যতম উদ্যোক্তা পিন্টু মন্ডল জানান, আগেকার দিনে মায়েরা ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিতে যাবার আগে কপালে দই চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দিতেন। সেই পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হলো।

লোক সমাজে ছাত্রীর বদনাম, অপমানে আত্মহত্যা দশম শ্রেণীর ছাত্রীর

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ,২ ফেব্রুয়ারি ঃ হিঙ্গলগঞ্জ থানার লেবুখালীর ঘটনা জানাগেছে দুখে দাস নামে এক ব্যক্তি বছর পনেরোর ওই ছাত্রীর নামে বিভিন্ন জায়গায় বদনাম করত। ছাত্রীটি দুখে দাস কে বারণ করতে গেলে দুখে দাস তাকে কুপ্রস্তাব দেয় বলে অভিযোগ। রাজি না হলে আরো বদনাম করবে বলেও হুমকি দেয় দুখে দাস। এরপর ওই ছাত্রী বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে একটি সুইসাইড নোট লিখে আত্মহত্যা করে। সুইসাইড নোটে দুখে দাসকে মৃত্যুর জন্য দায়ী করে লিখে যায় ওই ছাত্রী। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ এবং ওই ছাত্রীর দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে হাসপাতালে। এবং ঘর থেকে উদ্ধার হয় তার সুইসাইড নোট। দুখে দাস এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তকে।

গ্রেপ্তার তিনজন বাংলাদেশী

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ তিন বাংলাদেশী নাগরিকসহ একজন দালালকে আটক করে স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে স্বরূপনগরের বিথারী সীমান্ত দিয়ে. দালাল এর সহযোগিতায় তিনজন বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশ করে ।

আর ফিরবে না জাঁকিয়ে শীত,আজ থেকে ঝলমলে হবে আকাশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ এই বছরের মতো জাঁকিয়ে শীত আর ফিরবে না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এবার শীতের বিদায়ের পালা। শনিবার থেকেই রোদ ঝলমলে হবে আকাশ। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হবে, বৃষ্টির ঘনঘটাও কেটে যাবে। তবে, শনিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হলেও নতুন করে ঠান্ডার আর ইঙ্গিত নেই। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শনিবারের পর থেকে কোথাও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। মেঘ-মুক্ত হয়ে উঠবে আকাশ। মহানগরী তিলোত্তমায় শীতের আমেজ একেবারেই উধাও হয়ে গিয়েছে, শুক্রবার সকালে গ্রাম বাংলাতেও তেমন ঠান্ডা ছিল না।

জল জীবন মিশন প্রকল্পে সাড়ে নয়শো কোটি টাকা বরাদ্দ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পে রাজ্যের জন্য আরও এক দফায় সাড়ে নয়শো কোটি টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের জন্য ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অর্থের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকেও সমপরিমাণ টাকা জমা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য জল জীবন মিশন প্রকল্পে মোট খরচ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সমান ভাগে ভাগ করে নেয়।

পরীক্ষাকেন্দ্রে পড়ে গিয়ে আহত শিক্ষিকা

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার সকালে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন হাওড়ার বেলুড় বয়েজ হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকেন্দ্রে এসে পা। গিয়ে আহত হন পেশায় শিক্ষিকা এক মহিলা। এদিন আচমকাই মাথা ঘুরে পড়ে যান মিনতি কর্মকার নামের ওই মহিলা। বালি ট্রাফিক পুলিশ এবং প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি পল্টু বণিক খবর পেয়ে সেখানে ছুটে আসেন। হাসপাতালে চিকিৎসা করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয় আহত শিক্ষিকাকে।

পুলিসের সহায়তায় হারিয়ে যাওয়া এডমিন কার্ড ফিরে পেল জয়নগরের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

উজ্জ্বল বংদ্যোপাধ্যায়,জয়নগর -ঃ জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় লোকাল ট্রেনে হারিয়ে যাওয়া এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর এডমিট ও রেজিট্রেশনের কার্ড ফিরে পেল ঐ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীটি। জয়নগর থানার অন্তর্গত খাকু।দহের বাসিঃদা শুভজি মন্ডল নামে এবছরের সরবেড়িয়া. টি এস সনাতন হাই স্কুলের ছাএ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা কেঃদ্র ছিলো বহু। হাই স্কুল।শুক্রবার সকাল ৮.১৫ মিনিটে গোচরন থেকে শিয়ালদা -নামখানা লোকালে উঠে বহু।তে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেঃদ্রে যাওয়ার সময় .ট্রেনের বাংকের ওপর স্কুল ব্যাগ ফেলে রেখে চলে যায়।ট্রেনটি চলে যাওয়ার পরে তার মনে পা। সে ব্যাগটি হারিয়ে এসেছে ট্রেনের ভেতর। এই ব্যাগের মধ্যেই ছিল অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশনের কার্ড।আর এই এডমিট কার্ড হারিয়ে. যাওয়ায় .কান্নায .ভেঙে পড়ে শুভজি ও তার পরিবার।শেষ পর্যন্ত বহু। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চম্পক মিশ্র, সেঃটার ইনচার্জ অবর স্কুল পরিদর্শক মোজ্জামল হক,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল ও জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায. জীবনের প্রথম ব। পরীক্ষায় দিতে পারে শুভজি। তাকে সাহায্য করে সরবেড়িয়া. টি এস সনাতন হাই স্কুলের শিক্ষকরা।এদিন বারুইপুর জিআরপি ও জয়নগর থানার উদ্যোগে তল্লাশি চালিয়ে. মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শুভজি এর এডমিট কার্ড সহ স্কুল ব্যাগ উদ্ধার করা হয় করঞ্জলী স্টেশন থেকে।আর বহু। হাইস্কুলের পরীক্ষা কেঃদ্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ পুলিশ কর্মীদের তরফ থেকে ঐ পরীক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া. হয .এডমিট কার্ড সহ হারিয়ে. যাওয়া. স্কুল ব্যাগটি।আর এই ব্যাগটি ফিরে পেয়ে .খুশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শুভজি সহ তাঁর পরিবার।তাঁরা ধন্যবাদ জানান জয়নগর থানার আই সি সহ স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে।

শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি

দুরন্ত বাতা৩, হাওড়া,২ ফেব্রুয়ারি ঃ শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ জুবের আলম। উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের রঘুদেবপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান ও বর্তমান রঘুদেবপুর পঞ্চায়েতের পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ, এবং রঘুদেবপুর অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদেও ছিলেন সেখ জুবের আলম বর্তমানে হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি নির্বাচিত হন, সভাপতি নির্বাচিত হবার পর তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষহতে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এক সাক্ষাৎকারে সেখ জুবের আলম বলেন যে তিনি আন্তরিকতার সহিত তৃণমূল কংগ্রেসের হযে.কাজ করে চলেছেন এবং তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত, দলীয় নির্দেশ তিনি যথযথ পালন করে আসছে এবং আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস তাকে সাংগঠনিকভাবে যা দায়িত্ব দেবেন তিনি আন্তরিকতার সহিত পালন করতে বদ্ধপরিকর। তিনি আরো বলেন সংখ্যালঘুদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় যা করেছেন ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের উন্নয়নকএ সামনে রেখে তিনি এগিয়ে যেতে চান।

যুব তৃণমূলের উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছাতে হাওড়ায় ফ্রি টোটো'র ব্যবস্থা

দুরন্ত বাতা৩, হাওড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য মধ্য হাও।ায় যুব তৃণমূলের উদ্যোগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হাওড়ায় ফ্রি টোটো'র ব্যবস্থা করা হলো। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক আজ থেকেই শুরু হচ্ছে। এদিন হাওড়া ময়দান, জি টি রোড, সন্ধ্যাবাজারে পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান মধ্য হাওড়ার যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা আমাদের ভবিষ্য। আমাদের সমাজের যারা প্রকৃত ভবিষ্য, এই সমাজ ব্যবস্থার কারিগর ছাত্রছাত্রীরা তাদের জন্য আমরা প্রতিবছরই যেসব স্কুলের সিট পড়ে সেখানে আমরা উপস্থিত হই গোলাপ ফুল নিয়ে। এই বছর আমরা অরূপ রায়ের নির্দেশে হাওড়া ময়দান - সন্ধ্যাবাজার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সেন্টারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ফ্রি টোটো সার্ভিস চালু হয়েছে। মধ্য হাও।া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে চালু হয়েছে। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেঃদ্রের যে সকল স্কুল রয়েছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথাও কারও অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা দেখা হচ্ছে। পরীক্ষা চলার সময় পর্যন্ত আমদের একটা হেল্প লাইন দেওয়া হয়েছে। কারও কোনও সমস্যা হলে এই হেল্প লাইনে ফোন করলে তাকে সাহায্য করা হবে।পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা প্রতিবছরই বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে. থাকি। এবছরেও পানীয় জল এবং হাতে গোলাপ ফুল দিযে. পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা থেকে পরীক্ষাকেঃদ্র পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি টোটো সার্ভিস এর ব্যবস্থা করেছি। এর পাশাপাশি এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে হেল্প ডেস্ক চালু হলো হাওড়া জেলা সদর

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে। কৈলাশ মিশ্র বলেন, আমরা ভোটের জন্য রাজনীতি করিনা। আমরা লোককে সেবা দেওয়ার জন্য রাজনীতি করি। সেই কারণে হাওড়া জেলার সব সেন্টারে অভিষেকের দূত নামে এই কাজ শুরু করেছি। হাওড়ার বালি, উত্তর হাওড়া, মধ্য হাওড়া,, শিবপুর, সাঁকরাইল সহ সকল জায়গায় অভিষেকের দূতেরা কাজ করছে পরীক্ষা কেঃদ্রের আশেপাশে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য জেলার বিভিন্ন জায়গায় হেল্প লাইন দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে। বাইক, টোটো, গা।রি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ২ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৪ এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই বছর মাধ্যমিকে বসছেন ৯ লক্ষ ২৩ হাজার পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা শুরু হয় সকাল পৌনে ১০টা থেকে। হাওড়া জেলায় এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮,৬৩২ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২৫,৫১৬ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩,১১৬। হাওড়া জেলায় এবছর মোট পরীক্ষা কেঃদ্র ১২৮টি। এরমধ্যে প্রধান পরীক্ষাকেন্দ্র ৩৮টি এবং উপ পরীক্ষাকেন্দ্র ৯০টি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া আটকাতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতির এক নির্দেশিকায় ব্যাপক আলো।ন রাজ্যে

আগরতলা, ২ ফেব্রয়ারী ঃ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষায় রোমান হরফে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পর্ষদ সভাপতির একটি নির্দেশিকাকে কেঃদ্র করে ব্যাপক আলো।ন তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে জনজাতি অংশের ককবরক ভাষাভাষী পা।য়াদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পর্ষদ সভাপতির ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। বিরোধী দলনেতা শুক্রবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, পর্ষদ সভাপতি যদি তিনি মৌখিক ঘোষণা থেকে পিছিযে.না আসেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে এবং ত্রিপুরা মধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্ট ার সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে মামলা করবে অভিভাবকরা। দেববর্মা আরও বলেন, ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ধনঞ্জয় গণচৌধুরি সম্প্রতি এক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যারা আগামী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায. সেঃটার সুপারভাইজার হবেন। বৈঠকে পর্ষদ সভাপতি বলেন, এবার যারা পরীক্ষায. বসবে তারা যাতে কোনভাবেই রোমান হরফে উত্তর না লেখে। এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বৈঠকে সেন্ট ার সুপারভাইজারদের নির্দেশ দিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি। তিনি আরও বলেছেন,সেন্ট ারে রোমান হরফে লেখা হয়।

বেলুড় মঠে স্বামীজীর ১৬২তম জন্মতিথি উৎসব পালিত

দুরন্ত বার্তা, হেলুর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ বেলুড় মঠে স্বামীজীর ১৬২তম জন্মতিথি উৎসব পালিত হলো। শুক্রবার সকাল থেকেই চলেছে নানা অনুষ্ঠান। ভক্তদের ঢল নামে মঠে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উসব উপলক্ষে এদিন বেলুড় মঠে নানা অনুষ্ঠানেরও অয়োজন করা হয়। ভোরে মঙ্গলারতি দিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর স্বামীজীর মন্দিরে বেদ পাঠ ও স্তবগান, বিশেষ পূজা এবং হোমের আয়োজন করা হয়। দিনভর ছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সবমিলিযে.প্রতিবছরের মতো বেলুড় মঠে এবারেও স্বামীজীর জন্মতিথি অত্যন্ত ভক্তি এবং নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয়। দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। মঠের মহারাজ বলেন, এদিন স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মতিথি পালন করা হয়েছে। এদিন ভোরবেলায় মঙ্গলারতির মাধ্যমে পুজার্চনার সুচনা হয়। সকালে প্রথমে মূল মদিরে মঙ্গলারতি, এরপর স্বামীজীর সমাধি মন্দিরে মঙ্গলারতি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু পুলিশ কর্মীর, বালিতে শোকের ছায়া

দুরন্ত বার্তা, বালি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ হাওড়ার বালির দেশবন্ধু ক্লাবের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। জি টি রোডে একটি ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় বালি ট্রাফিক গার্ডের ওই অস্থায়ী হোমগার্ডের। মৃত হোমগার্ডের নাম দেবব্রত চাঙ্কি (৩৫)। তাঁর বাড়ি হুগলির মশাটের কাছে জঙ্গলপাড়া বাজার এলাকায়। রাতে ওই ট্রাফিক হোমগার্ডের ডিউটি ছিল লিলুয়ার এমসিকেভি স্কুলের কাছে জি টি রোডে। ডিউটি শেষে বালি ট্রাফিক গার্ডের ব্যারাকে ফিরছিলেন ওই হোমগার্ড। পথে বালি দেশবন্ধু ক্লাবের কাছে আচমকাই একটি খালি ট্রাক পিছন দিক থেকে দেবব্রতকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনি। খবর পেয়ে বালি থানা সহ ট্রাফিকের আধিকারিক এবং ট্রাফিকের অন্যান্য কর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা শুরুর আগেই মৃত্যু হয় ওই ট্রাফিক গার্ডের। দেবব্রতর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে বালির ট্রাফিক ও পুলিশ কর্মীদের মধ্যে। জানা গেছে, অবিবাহিত দেবব্রতর পরিবারে মা, বাবা ও আর এক আত্মীয়া রয়েছেন। বাড়ির একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন মৃতের পরিবার।

ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। সোমবার মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী ৫১তম রাজ্যস্তরীয় বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্রছাত্রীদের উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোনও দেশ বা রাজ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম সোপান হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চা ও তার সঠিক ব্যবহার। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশাত্মবোধের ভাবনা তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। জনগণের কাজে আসে এমন উদ্ভাবনী কাজে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান ও তাদের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে রেখাপাত তৈরি করে যা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসসিইআরটি'র অধিকর্তা এন সি শর্মা, এলিমেন্টারি এডুকেশনের অধিকর্তা শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান ড. জওহরলাল সাহা প্রমুখ।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

সোনামুড়া, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধে সামিল হল ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনা সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর কলমক্ষেত পশ্চিম পাড়া নিম্ন বুনিযাদী বিদ্যালয়ে। ওই বিদ্যালয়ে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অথচ শিক্ষক রয়েছে মাত্র চার জন। তার মধ্যে একজনের বদলির নির্দেশ এসেছে। তাই তারা শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। জানা গিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের দাবি, শিক্ষক মিঠুন গোপকে অন্যত্র বদলি করা যাবে না। এদিকে সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মোহনভোগ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তথা ব্লক এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র দাস। তিনি কথা বলেন ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে। আশ্বাস দেন দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।

উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর

তেলিয়ামুড়া, ২ ফেব্রয়ারি ঃ ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের কর্ণরাম পাড়া পরিদর্শনে যায় রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সেখানে বিজেপি সরকার দ্বারা গৃহীত রূপান্তরমূলক পরিকল্পনাগুলির বর্তমান অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করেন। জানা গিয়েছে, কর্ণরাম পাড়ার বাসিন্দারা দীর্ঘবছর ধরেই পূর্ব শাসক দল দ্বারা অবহেলিত। সেখানে বসবাসকারী মোট ৫৫টি পরিবার রয়েছে। তারা পূর্বে প্রতিনিযত অনেক সমস্যার সম্মুখীন হযেছেন। বিশেষ করে বিদ্যু সরবরাহ থেকে শুরু করে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ অপরিপূর্ণ রাস্তা এবং আরও অনেক কিছু। এই সমস্যাগুলি বাসিঃদাদের জীবিকাকে একটি অবিরাম সংগ্রামে পরিণত করে দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি জোট সরকারের সক্রিয় .নেতৃত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রযোজনীয .পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারের সময় ভোটারদের প্রতি যে আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের সমস্ত উদ্বেগ এক বছরের মধ্যে সমাধান করা হবে এবং এলাকার প্রত্যেকের জীবনযাত্রার উন্নতমান নিশ্চিত করা হবে। সেই সকল প্রতিশ্রুতি পূরণে এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি, অফিসঃ ২৪০বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, ২য় তলা, কলকাতা-৭০০০২০

ফোন (০৩৩) ৭৯৬৬০৪৫৮, ইমেলঃ bansalrameshhotmail.com,

ওয়েবসাইট www.indianbasemetals.com,

CIN- L 27209WB 1971PLC 028015

ত্রৈমাসিক এবং নয়টির জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাসমাস শেষ হয়েছে, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং,	বিশেষ	কোয়ার্টার শেষ ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস শেষ আগের বছর ৩১.১২..২০২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষ হয়েছে ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত
১।	অপারেশন থেকে মোট আয়	৭.৩৭	৭.১৩	২১.৬৬
২।	নিট লাভ (লোকসান) সময়ের জন্য(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	৪.৩৫	৪.৬৯	৯.২১
৩।	নিট লাভ (লোকসান) সময়ের জন্য(ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে	৪.৩৫	৪.৬৯	৯.২১
৪।	নিট লাভ (লোকসান) সময়ের জন্য(কর পরে, ব্যতিক্রমী এবং পরে অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩.২২	৩.৪৭	৬.৮১
৫।	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় মুনাফা (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে)এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৪.০৬	৩.৪৭	৭.৯৩
৬।	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.১৩	৩০০.১৩	৩০০.১৩
৭।	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীতনিরীক্ষিত হিসাবে দেখানো হিসাবে রিজার্ভআগের বছরের ব্যালেন্স শীট) শেয়ার প্রতি	২৯৮.৪৮	২৮৭.৯০	২৯৮.৪৮
৮।	আয় (টাকাতে)(অন্তবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক নয়)(চলমান এবং বন্ধ করার জন্য ক্রিয়াকলাপ)(প্রতিটি ১০- টাকার এফভি) মৌলিক এবং পাতলা	০.১৪	০.১২	০.২৬

বিঃদ্র ঃ

১ ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল শেষ হয়েছে৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং তারপরে,পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত এবং বোর্ডে রেকর্ডে নেওয়া হয়েছিলএর রেগুলেশন ৩৩ অনয়রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত মিটিং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫(সংশোধিত হিসাবে)। সংবিধিবদ্ধ অডিটররা একটি সীমিত পর্যালোচনা চালিয়েছেশেষ প্রান্তিক এবং নয়াসের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল ৩১শে ডিসেম্বর,২০২৩।

২ উপরেরটি আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস স্টকের সাথে দায়ের করা হয়েছে সেবি-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবংপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫। এর সম্পূর্ণ বিন্যাস আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় (www.indianbasemetals.com)

৩ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য পরিসংখ্যান পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ পুনরায় সাজানো পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে,যেখানে প্রয়োজন, বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে প্রকাশ।

নির্দেশক বোর্ডের আদেশ দ্বারা

এসডি-

রমেশ বনসাল

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিএফও

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ০২.০২.২০২৪

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L01132WB1893PLC000742

রেজি,অফিস ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তলা, কলকাতা-৭০০০০১

ফোনঃ ২২৪৮-৭৬৮৫, ২২১০-০৫৪০ ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১

ই-মেইলঃ infotonganitea.com, ওয়েবসাইটঃwww.tonganitea.com

স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্টেটমেন্টের নির্যাস ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম. নং	বিশেষ	কোয়ার্টার শেষ ৩১-১২-২০২৩ অনিরীক্ষিত	বছরের শুরু থেকে এদিনের পরিসংখ্যান ৩১-১২-২০২৩ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস শেষ গত বছর ৩১-১২-২০২২ অনিরীক্ষিত
১।	অপারেশন থেকে মোট আয়	২২৬.৭৮	৭৮৫.৮১	২২৯.৩৬
২।	নিট লাভ(ক্ষতি)সময়ের জন্য(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৮৯	১৫১.৮৯	০.৫৬
৩।	নিট লাভ (লোকসান) সময়ের জন্যট্যাক্সের আগে (অসাধারণ এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে) সময়ের জন্য	০.৮৯	১৫১.৮৯	০.৫৬
৪।	নিট লাভ (লোকসান)ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ পরে এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৮৯	১৫১.৮৯	০.৫৬
৫।	মোট ব্যাপক আয়(ক্ষতি) সময়ের জন্য সমৃদ্ধ সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি)(কর পরে) এবং অন্যান্যব্যাপক আয় (কর পরে)	০.৮৯	১৫১.৮৯	০.৫৬
৬।	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন(প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০- টাকা)	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১৮.৫৮
৭।	অন্যান্য ইক্যুইটি (আইএনডি এএস অনুযায়ী)	১১৮৫.১০ হিসাবে উপরে ৩১.০৩.২০২৩	১১৮৫.১০ হিসাবে উপরে ৩১.০৩.২০২৩	১১৭৫.১৫ হিসাবে উপরে ৩১.০৩.২০২২
৮।	আয় (ভারিত) (প্রতিটি ১০- টাকা)			
	ক) মৌলিক	০.৪৮	৮১.৭৫	০.৩০
	খ) পাতলা	০.৪৮	৮১.৭৫	০.৩০

বিঃদ্র ঃ

ক) উপরেরটি অনিরীক্ষিত আর্থিক-এর বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস সেবি-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ফলাফল (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫। এর সম্পূর্ণ বিন্যাস অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ :www.cse-india.comú এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://tonganitea.com/ pdf/sqfr_dec_2023.pdf

খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত। ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য সীমিত পর্যালোচনা,২০২৩ সংবিধিবদ্ধ অডিটর দ্বারা বাহিত হয়েছে।

এসডি-

(মনোজ কুমার দাগা)

চেয়ারম্যান

DIN 00123386

তারিখঃ ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

স্থান ঃ কলকাতা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬৪ সংখ্যা, শনিবার, ১৯ মাঘ ১৪৩০

রফা চায় না চিন

অরুণাচল প্রদেশের এগারোটি স্থানের নাম বদল করে দেওয়ার ফলে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারা গিয়েছে যে চিন আদৌ রফা চাইছে না। উত্তর ভারত এলাকাকে চিন তাদের কব্জায় রাখার চেষ্টা করছে। চিন পাকিস্তান এখন প্রায় বলতে গেলে এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এবং পাকিস্তান ভারত বিরোধী দেশ এটা বলে দেওয়ার কাউকে প্রয়োজন হবে না। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তাঁর ক্ষমতাকে অটুটু রাখতে ভারত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। তিনি ক্ষমতায় এসেছে গালওয়ান উপত্যকাকে সমানে রেখে। ভারত সরকার থেকে বলা হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের বাধা দেওয়াকে ভারত একেবারে মানা হবে না। চিন কাশ্মীর নীতিতে অযথা নাক গলিয়ে বসে রয়েছে। আসলে চিন এখন ভারতকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। খুব কৌশল নিয়ে চিন পা ফেলতে শুরু করছে। ভারত চিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক এ হয়েছিল সীমান্ত মীমাংসার পথ রেখা চিহ্নিত করতে। কিন্তু তার পরও সেখানে হয়েছে দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে দুই দেশ সেনা সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়ন্ত্রণ রেখায়। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা মেনেই ভারত এবং চিন সেনারা থাকবে। কেউই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে অতিক্রম করে সেনা সমাবেশ করবে না। সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা কমাতে সেনা বাহিনীর সমাবেশ কমিয়ে ফেলা হবে। চিনা সেনারা এক ইঞ্চি সেনা সরাতে রাজি নেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদিও বলা হয়েছে যে আলোচনার পর ধীরে ধীরে সীমান্ত থেকে সেনা সরানোর কাজ শুরু হবে। এদিকে ভারতীয় সেনা সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ভারতীয় সেনা সীমান্ত থেকে কতখানি সেনা সরাবে তা নির্ভর করছে চিন সেনারা। ভারতীয় সেনারা কথামতো সেনা সরানোর কাজ শুরু করলো কিন্তু চিন সেনারা আগের মতো ভারতের অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করলো না। দুই তরফ থেকে সেনা সরানোর কাজ শুরু করতে হবে। চিন সেনা সরাতে শুরু করলে ভারত তাদের সেনা সরানোর কাজ শুরু করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সেখানে কোন রেখার ওপরে নির্ভর করে সেনা সরানোর কাজ শুরু করা হবে তা কিন্তু স্পষ্ট করে বলা নেই। ফলে কতখানি সেনা কমানো কাজ হবে তাও এখন বলা সম্ভব হচ্ছে না। যে অবস্থায় উভয় সেনারা ছিল সেখানেই ফিরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা তৈরি করতে দুই দেশের মধ্যে আরও আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। লাদাখ সীমান্ত এলাকাকে স্থায়ী সীমান্ত রেখা তৈরি করতে ভারত মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যেহেতু লাদাখ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সেই কারণে এখন লাদাখের একটি নির্দিষ্ট সীমান্ত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। লাদাখ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সেখানে নিয়োগ করার ব্যাপারটা চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় সেনারাও লাদাখ সীমান্ত এলাকা দেখভাল করবে বলে জানা যায়। চিন বৈঠক করার সময় সীমান্ত এলাকাগুলোতে বৃদ্ধি করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিচ্ছে। চিন বরাবরই আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা চিনের সহজাত ব্যবহার। যেখানে চিন সেনারা উপস্থিত থাকে তারা সেখানে থাকার চেষ্টা করে সীমান্ত এলাকা বৃদ্ধি করতে। অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে ভুটান সীমানা পর্যন্ত চিন তাদের অংশ বলে দাবি করছে। দার্জিলিংয়ে তারাই অঞ্চল চিন প্রভাবে সংঘাত সৃষ্টি। তবে বর্তমান মোদি সরকার চেষ্টা করছে সীমান্ত রেখা বা অঞ্চলকে একটি চিরস্থায়ী রূপ দিতে যা নিয়ে পরবর্তীকালে আর কোনও বিরোধ থাকবে না। চিন সব সময়ে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ার দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করে থাকে। তারা যেসব অঞ্চলে ঘাঁটি গড়ে রয়েছে সেখানেই শক্তিশালী শিবির তৈরি করেছে। বায়ু সেনা থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার পর্যন্ত যাতে নামতে পারে তার ব্যবস্থা করে।

ভারতের উদারনীতি

ভারত পাকিস্তানের ব্যাপারে উদার নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও পাকিস্তান ভারতকে প্যাচে ফেলতে কসুর করছে না। তবুও ভারত থেকে বলা হয়েছে যে ভারত যে কোনও সময়ে পাকিস্তানকে মানবিক সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। তবে পাকিস্তান ভারতের মানবিক সাহায্য গ্রহণ করছে না। এদিকে আফগান ভারতের মানবিক সাহায্য গ্রহণ করেছে এবং আফগান উন্নয়নে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছে। এই ব্যাপার নিয়ে ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত হয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন আফগান নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে। এতে পাকিস্তান বেশ ক্রুদ্ধ। পাকিস্তানে এত বেশি সঙ্কট তবুও তার মোকাবিলা করতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। সেখানে একটি শ্রেণি অত্যন্ত বড়লোক বা ধনী। এরাই পাকিস্তানের প্রশাসনের হর্তাকর্তা হয়ে বসে রয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্যরাই পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত করছে। গণতন্ত্র সেখানে নামে। বারবার পাকিস্তানের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেনারা অভ্যুত্থান করে পাক ক্ষমতা দখল করে। তার ফলে পাকিস্তানের গণতন্ত্র একটি জিজ্ঞাসার মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন পাকিস্তানে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানে। এই পরিস্থিতিতে হাতিয়ার করে ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ দল রাস্তায় নেমে পড়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারত প্রেমিক হয়ে পাক সরকারকে আক্রমণ করেছে। তার ফলে তাঁর চোদ্দ বছর জেল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারণ করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

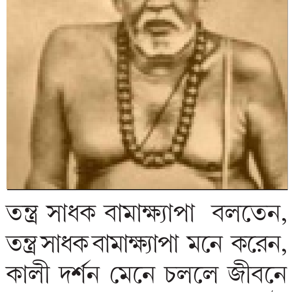

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, কালী দর্শন হলে তবে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয় বলে সকলেই বিশ্বাস করে। আসলে কালী যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে জীবন সত্যের দর্শন রয়েছে। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠী। তিনিই দেবী। তিনি মহামানবী। তার মতো মহান আর কেউই নেই। মানব জীবনকে পরিষেবা দিতে গেলে স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। মানব ইতিহাসে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যেখানে জীবন ধর্ম সুপথে পরিচালিত হয়েছে সেখানে সভ্যতার বিকাশ চরমভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে। মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। সঠিক পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই মানব সমাজ বিকাশ লাভ করবে। তবেই ভারত মহান হবে। স্বর্গীয় প্রভাব তাদের গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই সব মা কালী আশির্বাদ ছাড়া হবে না। কালী দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়

হিন্দুত্বের প্রতি বিশ্বাস আনতে তুলসীদাস রচনা করলেন ‘রামচরিতমানস’ ও ‘রামলীলা’

রবীন্দ্র কুমার শীল

কলকাতা হাওড়া থেকে দেরাদুন যাওয়ার সময়ে বারাণসী স্টেশন পড়ে। সেই স্টেশন যাওয়ার আগে ট্রেন থেকে দেখতে পাওয়া যায় বারাণসী গঙ্গার ঘাটগুলি। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনের যাত্রীরা হাত তুলে নমস্কার করে। তারা বেরাণসী নামবে না। কিন্তু তবুও একবার কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। **‘কাশীর রামলীলা এক ধর্মানুষ্ঠানিক লোকনাট্য পরম্পরা’** লেখক জয়দেব দাস-এর গ্রন্থটি পড়লে কাশী এবং বারাণসীর সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদে জানা যায়। তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হল। জানা গিয়েছে যে কাশী শরহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বয়ং মহাদেব। পুরাণ সেই কথা বলে থাকে। দিবোদাস প্রথম সংস্কার করেছিলেন। মহাভারত মহাকাব্যের নায়ক পাণ্ডব ভ্রাতারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজানিত পাপ থেকে উদ্ধার পেতে শিবের খোঁজ করতে এই শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে যে সাতটি শহর মোক্ষ প্রদান করতে পারে, শহরগুলির একটি হল বানারসী, অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী। এই সাতটি শহরকে মোক্ষদাতা বলা হয়ে থাকে। বারাণসী ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে বহু চর্চা হচ্ছে এবং আগামি দিনে হতে থাকবে। তবে পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই শহর স্থাপিত হয়েছিল। তবে তখন থেকেই এখানে বৈদিক দর্শন এবং শাস্ত্র চর্চা কেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল। বিশ্বের প্রাচীন তম শহরগুলির মধ্যে কাশী হচ্ছে একটি। বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা এখানে বেদ বেদান্ত চর্চা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। একটি শাস্ত্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক শহর হিসাবে তখন থেকেই গড়ে তোলা হয়েছিল কাশীকে। অর্থাৎ অর্থব বেদ থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে এই অঞ্চলে স্থানীয় উপজাতিরা বসবাস করতো। গৌতম বুদ্ধের সময় (জন্ম ৫৬৭ খ্রিস্টপূর্ব) সময় বেরাণসী ছিল কাশী রাজ্যর রাজধানি। ৬২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বারাণসীর কাছে সারনাথে বুদ্ধ প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বেরাণসী সেই সময় থেকে একটি ধর্মীয় স্থান হিসাবে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল। ৬৩৫ ক্রিস্টাব্দে ফা হিয়েন এই শহরে এসেছিলেন। তাঁর রচনা থেকে এই শহরের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচয় লাভ করে থাকি। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং বারাণসীতে এসেন। তিনি এই শহরকে ‘পোলোনিসি’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন যে এই শহরে ৩০টি মন্দির ছিল এবং প্রায় ত্রিশজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে বারাণসী ধর্মীয় স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করতে শুরু করে। যদিও তার আগেই সেখানে ধর্মীয় প্রস্তুতি ক্ষেত্র তৈরি হতে শুরু করেছিল। গঙ্গা বেরাণসীকে সমৃদ্ধ শহরে পরিণত করতে পেরেছিল। আদি শঙ্কর শিব উপাসকেরা বারাণসীর প্রধান সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মৌর্য যুগ তক্ষশীলা থেকে পাটুলীপুত্র পর্যন্ত প্রসারিত একটি রাস্তা বারাণসীকে দুই শহরর সঙ্গে যুক্ত করেছিল। ১১৯৪ সালে তুর্কি মুসলামান শাসক কুতুবদ্দিন আইবক বারাণসী জয় করে বেশ কয়েকটি হাজার মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আফগান অনুপ্রবেশের পর নতুন কিছু মন্দির তৈরি হয়। ১৩৭৬ সালে ফিরোজ শাহ বারাণসীর বেশ কিছু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। ১৪৯৬ সালে আফগান শাসক সিকন্দর লোদি হিন্দুদের ওপরে দমন নীতি প্রয়োগ করে মন্দিরও ধ্বংস করতে শুরু করেন। তবুও বারাণসী তার নিজস্বতা থেকে এক বিন্দুও সরে আসেনি। মধ্যযুগেও বারাণসী শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করতে থাকে। ভক্তিবাদী আন্দোলনে বেশ কয়েকজন এই বারাণসী শহরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবির। তিনি ১৩৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবিরকে ‘পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী সন্ত কবি ও অতীন্দ্রিয়বাদী’ বলা হয়ে থাকে। তিনি বারাণসীতেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধি তুলসীদাস তিনিও বারাণসীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্তকবি, ধর্মসংস্কারক ও দার্শনিক। তিনি রামানন্দের গুরু পরম্পরায় রামানন্দি সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তুলসীদাস তাঁর রাম ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে ভারতে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে তাঁর রচিত ‘রামচরিত মানস’ মহাকাব্য। এই গ্রন্থ হল সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্যের অওধি ভাষায়র ভাবানুবাদ। তুলসীদাসকে মূল রামায়ণের রচরিতা বাল্মীকির অবতার বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রামভক্ত

হনুমানের জনপ্রিয় স্তোত্র ‘হনুমান চল্লিশা’ তাঁরই রচনা। তুলসীদাস জীবনের অধিকাংশ সময় বারাণসীতে অতিবাহিত করেন। বারাণসীতে আজও তাঁর নামে একটি ঘাট রয়েছে তুলসী ঘাট। বারাণসীর সঙ্কট মোচন করতে তিনি সেখানে একটি হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথিত রয়েছে, যেখানে এই মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেই তিনি হনুমানের দর্শন লাভ করেন। রামলীলা রামায়ণ ভিত্তিক লোকনাট্যের প্রচলন তুলসীদাসই করে ছিলেন। তুলসীদাসের সহিত্য কর্মের প্রভাব সারা ভারত জড়ে বিস্তার লাভ করে। এমনকী আন্তর্জাতিক দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আজও তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় রামলীলা নাটকে। যদিও রামলীলা স্থনীয় ভাষায় রচিত। তবুও তা দেখতে ভারতের তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে থাকে। রামলীলা ভক্তি আন্দোলনের একটি মুখ্য রূপ বিশেষ। বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি মিলে মিশে এক গিয়েছিল। তবে ভারতের ইসলাম আক্রমণ এবং মন্দির ধ্বংসের ফলে হিন্দু ধর্ম প্রসারে ব্যাঘাত আসতে থাকে। সেই ব্যাঘাতকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রাম নামের প্রসার। রাম নাম প্রসারকে আরও সমৃদ্ধ করতে তুলসীদাস নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। আষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে বর্তমানে তামিলনাড়ু এবং কেরল রাজ্যে বিশিষ্ট ছিল এবং উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ শতাব্দীতে পূর্ব এবং উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টীয় ১৭ থেকে ১৭ শতাব্দীতে তার শীর্ষ স্থান লাভ করে। তুলসীদাসের ভক্তিবাদী আন্দোলন সংস্কারমুখী হয়ে পড়েছিল। তার ফলে সেই সময়ে যখন মুসলিম শাসকদের চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তখন তাকে প্রতিহত করতে তুলসীদাস রাম নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্মের একটি আইডেনটিটিকে প্রতিষ্ঠা করার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল অবিচল। ভাবতে অবাক লাগে যে সেই সময়ে যখন ভারতের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত এবং অন্ধকারে বসবাস করছে তখন তুলসীদাস এই সব হিন্দুদের রক্ষা করতে কলমের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বর্ণপ্রথা, ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে ভারতে রাম ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইসলামি আগ্রাসানকে খর্ব করতে সচেষ্ট হন। তুলসী দাসের ‘রামচরিতমানস’ এবং ‘রামলীলা’ সৃষ্টি হল সেই ভক্তি আন্দোলনের কারণেই। ‘শ্রীরামচরিতমানস’ রচিত হয়েছিল হিন্দু ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি করতে। কারণ সেই সময়ে ভারত যবনদের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্রাট আকবর সেই সময়ে ‘দীন-ই-ইলাহি’ ধর্ম স্থাপন করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসী মানুষকে সমতার তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছেন। ভারতীয় বর্ণাশ্রম, ধর্ম এবং রীতিনীতি ভুলে হিন্দুরা তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে হিন্দু ধর্মের অবক্ষয় হতে শুরু করে। তুলসীদাসের নজর সেই দিকে পড়ে। তিনি হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে শ্রীরামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীরামের আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি লিখে ফেললেন ‘রামচরিতমানস’ যা হিন্দুদের মানসিক শক্তির দিতে সক্ষম হল। তারপরে তিনি লিখলেন ‘হনুমান চল্লিশা’। কীভাবে রামের আশ্রয় গ্রহণ করে হনুমান শক্তিশালীতে পরিণত হয়েছিলেন তারই ভজনা। সমসাময়িক কালে পণ্ডিতেরা তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’কে অবহেলা করলেও ভাগবতের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তলুসীদাস এটিকে অসি, তাঁর বাসভবন তুলসীঘাটের কাছে শ্রীরামচরিতমানশরণী ‘রামলীলা’ জন্ম দিয়েছিলেন। এখান থেকে রামলীলার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যা আজও ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করা হয়ে থাকে। জানতে পারা গিয়েছে যে তুলসীদাস কাশী ও অযোধ্যায় দুই খেলেকে রঘুনায়কের লীলা করতে দেখেছিলেন যারা লীলা ও মহানাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিল। **তুলসীদাসের রামলীলা ঃ** ‘অসি রামলীলা’ নামে পরিচিত এই রামলীলা এবং এই লীলার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। রামরাজ্যের ঝাঁকির প্রথম উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে কৃষ্ণদত্ত মিশ্রের রচিত ‘গৌতমচন্দ্রিকা’য়। একানে উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থটি তুলসীদাসের প্রথম বাৎসরিক (১৬২৪) পূর্তি উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল। লেখক রামরাজ্যের ঝাঁকিসজ্জার পটভূমিসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মেঘা ভগতকে চিত্রকূট রামলীলা কমিটির দ্বারা পরিচালিত ‘চিত্রকূট রামলীলা’র প্রবর্তক বলা হয়। লাটভৈরব মন্দিরে বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে একটি ছোট রাললীলা মঞ্চস্থ হতো। পরবর্তীকালে তুলসীদাসের রামলীলা সেখানে বিস্তৃত লাভ করে। ১৮৮৫ সালে জেমস প্রিন্সেপ কাশীর যেসব লীলার কথা উল্লেখ করেছেন তার মধে লাটভৈরবের নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ দিকে গঙ্গা নদীর ওপারে একটি উপকাশী রয়েছে। যার ভিত্তি অঘোরদানী শিব নয়, অয়োধ্যাপতি প্রভু রাম। এই নগরই রামনগর। কাশীর রামনগর। সমগ্র উত্তর ভারতের রামলীলার ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। রামনগরের রামলীলার সংস্কল্প বাক্য রয়েছে-‘‘ যত্ কৃত্বা চাথ দৃষচব্য হি মুচ্যতে পাত কৈর্নরেঃ’ অর্থাৎ এই কাজটি করে এবং দেখে মানুষ পাপ মুক্ত হয়। রামলীলা স্পষ্টতই একটি ধর্মীয় আচার এবং বারাণসীতে বিশেষ করে সব লীলাই এই চেতনাকে সুসম্পন্ন করে। বর্তমানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী শ্রীনারায়ণ দাস শ্রীরামকৃষ্ণ লীলানুকরণ সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাল্মীকি রামায়ণের ভিত্তিতে লীলা শুরু করেছিলেন। পরে ‘রামচরিতমানস’ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লীলার সাথে মানস-আবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আজও কোপ ভবন থেকে সিংহাসন পর্ব পর্যন্ত লীলা রয়েছে। স্বয়ং তুলসীদাস স্থাপিত অসি ও লাট ভৈরবের রামলীলাতে এই প্রথা দেখত পাওয়া যায়। বর্তমান এগুলোর সঙ্গে ধনুষ যজ্ঞ ও পূজনোপদেশের লীলা যোগ হয়েছে। রামলীলা সম্ভবত রামায়ণ ও মহাভারত যুগেও ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। বাল্মীকি রামায়ণে বিভিন্ন জায়গায় লীলা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে লীলা শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। বিশিষ্ট শিল্পী অধ্যাপক আনন্দকৃষ্ণ বিশ্বাস করেন যে তুলসীদাস লীলার জন্যই মানস রচনা করেছিলেন।

স্বাধীনতার শতবর্ষ দিবসের পানে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা

ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ পালিত হবে ২০৪৭ সালে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার এখন থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে এবারে দেখতে পাওয়া গেল যে লোকসভার ভোটের আগে অন্তবর্তী বাজেটে কোনও চমক নেই। যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থাকে বজায় রেখে শুধু মাত্র নামমাত্র পরিবর্তন করা হলো। লোকসভার ভোটের আগে বাজেটে কোনও রকম টানাপোড়েন দেখতে পাওয়া গেল না। লোকসভার ভোট হয়ে যাওয়ার পরে জুলাই মাসে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তখন নতুন সরকার নতুন করে ভারতকে নির্মাণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সেই কারণে এবারে অন্তবর্তী বাজেটে কোনও রকম জনমোহনী ঘোষণাই করলেন না অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সব বিরোধী দলেক একবারে সাসপেন্সে রেখে দিয়ে বাজেট পেশ করলেন। তার ফলে বিরোধীরা বাজেট নিয়ে সাংসদে কোনও রকম বক্তব্য পেশ করেনি। তবে বাজেটকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক হবে তাতে বিরোধী দলের সাংসদেরা নিশ্চয় অংশ গ্রহণ করবেন। এদিকে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে জানতে পারা গিছে যে বিকশিত ভারত নির্মাণ করতে বিজেপি সরকার এখন থেকেই মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। লোকসভার ভোটের পর বিজেপি সরকার গঠন করবে বলে দলের নেতারা আগাম বলতে শুরু করে দিয়েছেন। আগামি পাঁচ বছর ভারতকে আরও উন্নতি করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগিয়ে চলতে শুরু করবে। তবে এবারে বাজেটে এমন কিছু বলা হল না বা করা হল না যা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে পারে এবং বিরোধী দলের নেতারা যাতে তা নিয়ে চিৎকার করতে না পারে। বিজেপি দল বিরোধীদের মুখকে বন্ধ করতে এবারে বাজেটে কোনও চমক নিয়ে আসলো না। তবে জুলাই মাসে পূর্ণাঙ্গ বাজেটে পেশ করা সময়ে বলা যেতে পারে যে সেখানে জনমোহনী সিদ্ধান্ত থাকবে। নিশ্চয় সেখানে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অথমন্ত্রী সীতারামন বলেছেন যে দেশের মানুষ বর্তমান নিয়ে গর্বিত এবং আশাবাদী। আত্মবিশ্বাসে ভরপূর। সরকার তার কাজের ভিত্তিতে বিপুল সমর্থন নিয়ে আবার সরকারের আসন গ্রহণ করবে। এই বাজেট সরকারের ধারাবাহিকতা আত্মবিশ্বাসের বাজেট বলে উল্লেখ করেছেন অর্থমন্ত্রী সীতারামন। তিনি বলেছেন যে ২০৪৭ সালের উন্নত ভারত নির্মাণ করার এটা হল একটি গ্যারান্টি বাজেট। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে সরকার ২০৪৭ সালের শতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসের কথা এখন থেকেই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ২২ বছর পরে ভারতের সেই সময়কার অবস্থা কী রকমে হবে তা কেউই আগাম বলতে পারে না। বর্তমানকে সব সময়ে বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। সেই অগ্রাধিকারকে দেখতে পাওয়া গেল না। আসলে সরকার সাহসী বাজেট প্রস্তুত করত ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে হাতে সময় রেখে জুলাই

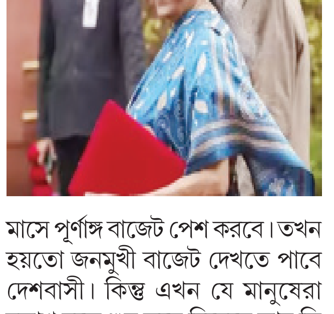

মাসে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে। তখন হয়তো জনমুখী বাজেট দেখতে পাবে দেশবাসী। কিন্তু এখন যে মানুষেরা হতাশ হতে শুর করে দিয়েছে তার কি খরব রেখেছে সরকার? খতিয়ে রেখেছে। তা দেখেনি। আসলে বর্তমান সরকারের বাজেট হচ্ছে শিল্পপতিদের বাজেট। ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাজেট। রিপাবলিক বাজেট নয়। রিপাবলিক বাজেট তৈরি করতে বিজেপি দল এখন করতে পারছে না। তারা এখন শিল্পপতিদের স্বার্থ দেখতে শুরু করে দিয়েছে। শিল্পপতিদের তোয়াজ করতেই সব জনমুখী পরিকল্পনাকে আপাতত হিম ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লোসভার নির্বাচন কোন দিকে প্রবাহিত হয় তা দেখেই আগামি দিনে বাজেট পেশ করা হবে। আসলে বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে না। তাদের কথা ভাবে না। তারা কোথায় থাকবে, কোথা থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে তার কোনও দিশা দেখাতে পারছে না। সাধারণ মানুষের আর্থিক দেনদেন বলতে গেলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। করোনায় সময় থেকে সরকার জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা ভুলে গিয়েছে। সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল সাধারণ জনগণের গতিতে স্তব্ধ করে দেওয়া সেটা এখনও চলতে শুরু করেছে। এবারে বাজেটে কাদের লাভ হলো তা যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে শিল্পপতি এবং ধনিক শ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করতে বাজেট পেশ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে কোনও বাজেট পেশ করা হল না। শিক্ষা, চাকরি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য এবং সবচেয়ে বড় কথা জনসেবা কথা এবারে বাজেটে উল্লেখ নেই বলা যেতে পারে। জনসেবা করাটা সরকারের একটি বড় ভূমিকা। জনসেবা কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। একটা সাদামাটা বাজেট পেশ করা হল যা দিয়ে সরকার এখন নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। জনগণের আত্মবিশ্বাসের চেয়ে নতুন সরকার গঠন দিকে বিজেপি দল বেশি করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে শুরু করে

কংগ্রেসকে বাঁচাতে ‘ন্যায় যাত্রা’র খুবই প্রয়োজন

সনিয়া বুঝতে পেরে গিয়েছেন। কংগ্রেস এখনও একটি জাতীয় দল। বিজেপি এবং কংগ্রেস জাতীয় দলের তকমা ধরে রেখেছে। তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় দল হওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কৌশল গ্রহণ করা ফলে তারা তা সফল করতে পারলো না। তৃণমূল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল কংগ্রেস ভেঙে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তৃণমূলকে দাঁড় করাবে সেটা হল না। তার একটি মাত্র কারণ বাংলায় কংগ্রেসের দীন দশা থাকলেও অন্য রাজ্যে কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। তার ফলে সেই সব রাজ্যে কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল তৈরি করা একেবারে অসম্ভব ছিল। যার ফলে তৃণমূলকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল যে কংগ্রেসের জোটের সঙ্গে তারা থাকবে। রাহুল এল্যার্জি আর তাদের নেই। এদিকে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা না থাকলেও তারা যে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে পিছিয়ে নেই সেটা প্রমাণ করে দিল রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। রাহুলের এই পদযাত্রা কুবই প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসকে রাজনৈতিক অস্তিত্বরে টিকিয়ে রাখার। এটা না করতে পারলে কংগ্রেস লোকসভায় বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে একেবারে সক্ষম হতো না। বিজেপি দল যেভবে সারা ভারত জুড়ে রাজনীতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে তাকে রুখতে অঞ্চলিক দল গুলি ব্যর্থ সেটা প্রমনিত হয়ে গিয়েছে। একমাত্র কংগ্রেস দলই সর্বভারতীয় ক্ষেত্র বিজেপির সঙ্গে এখনও মোকাবিলা করতে পারছে। সেটা শরদ পাওয়ার এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। বাম দল এবারে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় কংগ্রেস সিপিএম জোট হলে তৃণমূলের কাছে একটি বড় চালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে সেটা ক্রমশ স্পষ্ট। তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাব বা মমতা ঝড় আগের মতো বইছে না। উত্তরবঙ্গে মমতা ঝড় নেই। অতীতে যে রাজনৈতিক ঝড় নিয়ে নেত্রী বাংলায় উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে গ্রামীন লোকের সহানুভূতির প্রাধান্য ছিল। গ্রামের সর্বস্তরের লোকেরা তৃণমূলের পাশে এসে দঁড়িয়েছিল বলে নেত্রী মমতা দিল্লির মসনদ পযন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। আজকে সেই ঝড়ে ভাগ বসাতে শুরু করে দিয়েছে সিপিএম-কংগ্রেস জোট। ভারত ন্যায় যাত্রা করে রাহুল কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রচারকে একবারে তুঙ্গে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন তার প্রভাব নিশ্চয় আসন্ন লেকসভার নির্বাচনে গিয়ে পড়বে। কংগ্রেস দলকে বিজেপি বিরুদ্ধ শক্তিতে পরিণত করতে গেলে যে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার প্রয়োজন রয়েছে সেটা রাহুল সনিয়া উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে সেখানে বাম দলের নেতারা উপস্থিত থেকে ন্যায় যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করে দিচ্ছে। অখিলেশ যাদব কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে উত্তর প্রদেশের নিজের আসন রক্ষা করতে চান।

হেরিটেজ কথা ঃ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা হেরিটেজ তকমা আগেই পেয়ে গিয়েছিল। শুধু ছিল তা প্রকাশের অপেক্ষায়। কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ কমিশন থেকে এবারে একটি ব্লু প্ল্যাক লাগিয়ে দিয়ে গেল। তার মধ্যে দিয়ে সবাই বুঝতে পেরে গিয়েছে যে কলকাতার বহু বাজার বো ব্যারাক অঞ্চলে যে বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯২ সালে। বৌদ্ধ ভিক্ষুক কৃপাশরণ মহাস্থবির এই

প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা একটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে তার নাম ‘জগজ্জ্যোতি’(দ্য লাইট অব দ্য ওয়ার্ল্ড)। বর্তমানে এই সংস্থাটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে দেখভাল করছেন অমলেন্দু চৌধুরী ও সংস্থার সম্পাদক দীপক বড়ুয়া। প্রয়াত সম্পাদক এবং সংস্থার সভাপতি হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর নামে মেধাবী ছাত্রদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে। যারা বৌদ্ধ গবেষণা রত রয়েছেন তাঁদের জন্য একটি মূল্যবান গ্রন্থাগারও রয়েছে

অ্যান্টি র‍্যাগিং মিটিং আইএমআই’তে

কলকাতার ‘ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট’-এর পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এ বছরও অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ জানুয়ারি সকালে। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মহুয়া ব্যানার্জি, ড. অভিষেক কুমার শ্রীবাস্তব, অধ্যাপক রচনা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক তীর্থঙ্কর নাগ, ড. অনিস আহমেদ, ড. রুচি শর্মা, বিষ্ণুপ্রিয়া রাজোরিয়া,

অভিষিক্তা চক্রবর্তী, হৈমন্তী সাহা (অভিভাবক পক্ষ), আলিপুর থানার ওসি মুকেশ সিং, রবীন্দ্রকুমার শীল (দুরন্তবার্তা), অর্জুন দত্ত, সোহেল দাস, সন্দীপন দে, শ্রেষ্ঠা সাহা, দেবদত্ত বাসু, হরিশতা দুগার, সোহম হালদার, মানসী গুপ্তা, রীতায়ন জানা ও করবী ভট্টাচার্য রাও। সভায় সিদ্ধান্ত ছিল ছাত্র সমাজের মধ্যে সৌভ্রাত্ব পরিধি বৃদ্ধি করে র‍্যাগিং বন্ধ করা উদ্যোগ নেওয়া।

প্রতিটি কেন্দ্রে জোর নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো মাধ্যমিকের প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, মালদা ও জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতে শুরু আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল থেকে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন। সেই মতো মালদা শহরের মালঞ্চ পল্লী মিনুয়া বয়েজ হাইস্কুলে সকাল থেকে ছাত্রেরা আসতে শুরু করেছে পরীক্ষা কেন্দ্রে। এইবারে মালঞ্চ পল্লী মিনুয়া বয়েজ হাইস্কুলে সিট পড়েছে মালদা শহরের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্কুল ও জহরাতলা হাই স্কুল। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা শুরু ৯.৪৫ থেকে ১টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। এ বছর মালদা জেলায় মোট ছাত্রের সংখ্যা ১৯৪২৪ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২৫৪৬৬ জন সর্বমোট পরীক্ষার্থী প্রায় ৪৫০০০। গত কয়েকদিন আগে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় মালদায় আসেন এবং জেলার প্রায় শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রশ্নপত্র যাতে না ফাঁস হয় তার জন্য এবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে যেমন স্বতন্ত্র কোড প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে ই সেই ইউনিট কোড দেখে পরীক্ষার্থীকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে। তার সাথে সাথে প্রতিটি স্কুলে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা। এমনকি পরীক্ষার্থীর কোলের শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর ক্ষেত্রেও এবার কড়াকড়ি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার শিলিগুড়ি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৭০ জন। শুক্রবার সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে যেতে দেখা যায়। এবার শিলিগুড়িতে মূল কেন্দ্রের সংখ্যা ২৬ টি। এবং সাব ভেনুর সংখ্যা ৭৮ টি। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারে ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের যাতে কেন্দ্রে পৌঁছাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য শহরের প্রত্যেকটি রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। মাধ্যমিক পরীক্ষা উপলক্ষ্যে প্রশাসনের কড়া নজরদারি। শুক্রবার সদ্য ধূপগুড়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত এইচডি পিও ও ধূপগুড়ি থানার আইসি কে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন। এবং পরীক্ষার্থীরা যেন সুস্থভাবে সঠিক সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে তার জন্য যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এমনটাই জানালেন ধূপগুড়ি থানার নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত আইসি অনিন্দ ভট্টাচার্য। নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো মাধ্যমিকের প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু আগে থেকেই মালদার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিল জোরদার নিরাপত্তা। প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অনেকের সহজ হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু পরীক্ষার সময়সীমা এগিয়ে দেওয়ার কারণে অনেকেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সাত সকালেই তাড়াহুড়া করতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে হচ্ছে। এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্রকে ঘিরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ কড়া নজরদারি চালানো হয়। সকাল পৌনে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে পৌঁছানোর জন্য বিনামূল্যে ই-রিক্সা পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিশ্রুতি অনুসারে আইএনটিটিইউসি ব্লক-২ এর সভাপতি রাকেশ পালের উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঠিক সময় নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য বিনামূল্যে ই-রিক্সা পরিসেবা শুরু হলো চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ পর্যন্ত। অরবিন্দপল্লীর ইউনিয়ন কার্যালয়ের সামনে থেকে মহিলারা শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে ও দলীয় পতাকা নারিয়ে এই যাত্রা শুরু করেন। সভাপতি রাকেশ পাল আগেই জানিয়েছিলেন ২০০টি ই-রিক্সা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে যাবে। এক ঝাঁক তৃণমূলের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে শুরু হোল এই যাত্রা। আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার শিলিগুড়ি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৭০ জন। শুক্রবার সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে যেতে দেখা যায়। এবার শিলিগুড়িতে মূল কেন্দ্রের সংখ্যা ২৬ টি। এবং সাব ভেনুর সংখ্যা ৭৮ টি। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের ১০০ মিটারে ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের যাতে কেন্দ্রে পৌঁছাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য শহরের প্রত্যেকটি রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট।

রমেশের মিথ্যাভাষণ ন্যায় যাত্রায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত জোড়ো যাত্রায় সার্থকতা বোঝাতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিলেন কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ। তাঁকে সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁদের তাঁবুতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রচুর লাল ফ্ল্যাগ দেখা যায় কংগ্রেসের তেরঙার সঙ্গে। উত্তরে জয়রাম রমেশ বলেন, আমরা মহম্মদ সেলিমকে স্বাগত জানিয়েছি। সবাইকে স্বাগত জানিয়েছি। তারপর তিনি বলেন, এই যাত্রায় শুধু সিপিএমের লাল ফ্ল্যাগ নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরাও ছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁদের হাতে কি তৃণমূলের পতাকা ছিল? উত্তরে বলেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মানেই এই ন্যায় যাত্রার পাশে ছিল। তখন তাঁকে বলা হয়, ওই ছবির নিচে কী লেখা ছিল জানেন?- লেখা ছিল, আপনাকে নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী চাই। সে প্রসঙ্গ চালাকির সঙ্গে এড়িয়ে যান রমেশ। একইভাবে অধীরবাবুর মন্তব্যের উপর ক্ষিপ্ত সাধারণ মানুষ। সেই কারণে মানুষ কংগ্রেসকে বিক্ষোভ দেখায় কোচবিহারে। সেই প্রশ্নের উত্তরও এড়িয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্রে কোনো বাধা নেই। বলার স্বাধীনতা সবার আছে। তবে এদিন, কোথাও কোনো বাধা পেয়েছেন মানতে চান নি রমেশ। কোথাও গাড়ির কাঁচ ভাঙা বা ফেস্টুন, ফ্লেক্স ছেঁড়ার ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, এটা কোথাও কোথাও ছিঁ।ে থাকতে পারে। এটা সামান্য ব্যাপার। এদিন মুর্শিদাবাদের পারুলিয়া হয়ে তারাপীঠে ঢোকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। হুড খোলা গাড়িতে রাহুল গান্ধী মানুষকে শুভেচ্ছা জানান। তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট ডিপিএস মোড়ে তাঁবুতে তিনি যান। সেখানে জয়রাম রমেশ, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, মিল্টন রসিদ ছিলেন। সাংবাদিক বৈঠক করেন জয়রাম রমেশ। তারপর সেখান থেকে ঝাড়খণ্ড সীমান্তের নসিপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। রাতটা তাঁরা তাঁবুতে কাটিয়ে ঝাড়খণ্ড প্রবেশ করবেন। এদিন সকাল এগারোটা থেকে দাঁড়িয়েও দেখা পান নি রামপুরহাটের ভোল্লা গ্রামের ওসমান আলী জনি। তিনি বলেন, আমরা সকাল ১১ টা থেকে অপেক্ষা করেও রাহুল গান্ধীকে দেখতে পেলাম না।

নির্বাচনের আগে ফের পাট্টা নিয়ে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর- অশোক ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শহরবাসীকে রেলের জমিতে পাট্টা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তা রেলের আইনি জটিলতায় থমকে রয়েছে। আবার ২০২৪ সালের লোকসভার ভোটের আগে পাট্টা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর তার দায়িত্বে রয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও দার্জিলিং জেলা শাসক। পাট্টা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তারা। তবে মানুষকে ভোটের আগে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এবং তাদের কাছ থেকে ভোট আদায় করায় মূল লক্ষ্য রাজ্যর শাসক দলের, এমনটাই অভিযোগ করেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এই ভূও প্রতিশ্রুতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। পাশাপাশি জেলাশাসকের ভূমিকায় খুব প্রকাশ করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনে জেলাশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানান অশোক ভট্টাচার্য্য। অন্যদিকে অশোক ভট্টাচার্য্য কথায় গুরুত্ব দিতে নারাজ মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, সমস্ত বিষয়.আইনি প্রক্রিয়া মেনেই সম্পন্ন করতে চাইছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।কে কি বললো তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন তিনি বলেও জানান।

মেখলিগঞ্জে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে গ্রেফতার বাংলাদেশি সহ দুজন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ গরু পাচারের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকে গ্রেফতার এক বাংলাদেশি সহ দুজন। শুক্রবার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম আব্দুল রহিম (২৩)। বাংলাদেশের লালমনিরহাটের পাট গ্রাম এলাকার বাসিন্দা সে। এছাড়াও অপর ধৃত ব্যক্তির নাম প্রফুল্ল বিশ্বাস। মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৭৭ নিজতরফ এলাকার বাসিন্দা সে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য বলেন, 'জিজ্ঞাসাবাদের পর ধৃত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা মেখলিগঞ্জ ব্লকের লোথামারীর উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিল। বাংলাদেশি ব্যক্তি ভারতে প্রবেশের সমর্থনে পাসপোর্ট বা ভিসার মতো কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হবে।'

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Cons. Of Boundary Wall under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: 17/02/24 up to 11.00 am. Tender ID No 2024_ZPHD_659515_1 to 04. Wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

SAGRAI GRAM PANCHAYAT
(Khandaghosh Panchayat Samity)
Burdwan
Burdwan, PIN: 713424

NIeT No. WB/ Khandaghosh /SGP/ eNIT-17(2022-23) Inviting Electronic Tender are invited by the "Pradhan, Sagrai Gram Panchayat Khandaghosh Panchayat Samity for total 4(Four) nos. different works. Last date of submission of Bid(online) 06/02/2024 up to 18.00 Hrs. Date of Opening of Bid(online) 08/02/2024 at 12:00 Hrs. For details please visit Website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Sagrai Gram Panchayat

Govt. of WB

N.I.Q. No.:-WBPWD/AE/ BNWSD-III/NIQ_11/2023-2024 AE, PWD, Bidhannagar West Sub Division III, Purta Bhavan, invites quotation, D.O.P: 01.02.24. Last date of Application: 09.02.24 up to 12 P.M. and Date of Tender Submission: 12.02.24 at 2 P.M.

Sd/- AE/Bidhannagar West Sub Division-III, P.W.Dte.

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 12/MGP/5th SFC /2024 (6 nos of Solar Street Light), NIT No.: 13/MGP/XVFC /2024 (4 Nos of PCC Road), & NIT No.: 13 MGP/XVFC /2024 Dated 01.02.2024. Bid Submission Start Date (Online)- 02.02.2024 (15.00 hrs), Closing Date (Online): 10.02.2024 (15.00 hrs). Bid Opening Date (Online): 10.02.2024 (15.00 hrs). Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Thanking You.

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

এনএফআর এইচকিউ কমপ্লেক্সে অফিসগুলির জন্য এয়ার কন্ডিশনিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াই. সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/১২/২৩-২৪, তারিখঃ ৩১-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ডিওয়াই সিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-১২-২৩-২৪, **কাজের নামঃ** এনএফআর এইচকিউ কমপ্লেক্সে - ফেজ-II-এ সেন্ট্রাল বিল্ডিং (গ্রাউন্ড ফ্লোর), সিএমডি এবং সিনি. ডিএসটিই অফিস বিল্ডিঙের অফিসগুলির জন্য এয়ার কন্ডিশনিং-এর ব্যবস্থা করা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২,২৯,১০,৮৩১.৮৬/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৬৪,৬০০.০০/- টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৩-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৪৪৫-জিআরসি-সিই-সি-এসও-০৭-২০২৪, তারিখ ০১.০২.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার(কন)/সাউথ/গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে বেলা ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/সাউথ এর অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন প্রোজেক্টের জন্য বর্তমান/প্রস্তাবিত ইয়ার্ডগুলির ইএসপি-এর উন্নতিবিধান ও ড্রোন/আনম্যানড্ এরিয়াল সিস্টেম (ইউএএস) ও স্টিরিও ফোটোগ্র্যামেট্রি টেকনোলজি ব্যবহার করে এরিয়াল সার্ভে দ্বারা প্রয়োজনানুযায়ী রেলওয়ে লাইন শাখা ও ইয়ার্ডের টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে করা। **আনুমানিক ব্যয়** ঃ ২.১০ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি** ঃ ২,৫৫,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ ০৬ মাস। **বন্ধের তারিখ** ঃ ২৩.০২.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশন জানতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও অবস্থায় এই আইটেমের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.** ঃ অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1092)**

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com
Website : www.aucklandjute.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday**, the **12th day of February, 2024** at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended on **31st December, 2023**, amongst other businesses.

Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. January 01, 2024 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended on 31st December, 2023.

For Auckland International Limited
Sd/-
Place: Kolkata **Sangeeta Ghose**
Date : 02.02.2024 **Company Secretary**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৬২, তারিখ ঃ ০১.০২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৭৯। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে এবং কার্যালয় ভবনে এনার্জি এফিসিয়েন্ট বিএলডিসি সিলিং ফ্যান দ্বারা হাই ওয়াটেজ এসি সিলিং ফ্যানের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য:** ১০,০৩,০০০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ২০,১০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৩.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে।টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-478/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIT No-11/HirGP/2023-24(2nd Call)

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of different works in Hirbandh GP area details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.

Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Porjects	Bid submission Start Date	Last Date of bid submission
166/GPW/ WBFDC/2023-24	Supply of Seedlings at Jodhpur Park Nursery under Calcutta South Range.	03.02.2024	19.02.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশন এন্ড সার্ভিস লিমিটেড
CIN: L51109WB1982PLC035565
রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ডঃ. মেঘনাথ সাহা সরণী,
রুম নং. ২, দ্বিতীয় তল, সাউর্দান এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০২৯, ভারত
ই-মেলঃ **info@goldencrest.in**, ওয়েবসাইট ঃ **www.goldencrest.in**

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল
[সেবি (এলওডিআর) রেগুলশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৩.৪০৮	১৬.৬০৮	১.৪১২
২	মোট লাভ / (ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	০.৪২১	২.০১৬	(৫.৩৬৫)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পূর্বে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	০.৪২১	২.০১৬	(৫.৩৬৫)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	০.৪২১	২.০১৬	(৫.৩৬৫)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	০.৪২১	২.০১৬	(৫.৩৬৫)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০	৫২৪.৫০০
৭	রিসার্ভস(রেভালুয়েশান রিসার্ভস পূর্ব বছরের নিরিখে)	--	--	--
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০টাকা প্রতি) (অতিরিক্ত আইটেমের পরে) মূল ও মিশ্র	০.০০৮	০.০৩৮	(০.১০২)

বিঃদ্র ঃ উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষ হওয়া অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস উপলব্ধ রয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেমন- www.bseindia.com এবং www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.goldencreët.in।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
গোল্ডেন ক্রেস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
যোগেশ লামা
সবসময়ের পরিচালক
DIN- 0779909
তারিখ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala- II Dev block, janai, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Si no 1:-NIT no-80/JGP dt 02.02.2024 Tender id- 2024_ZPHD_659052_1 Publish Date-02.02.2024 10.00 AM; Name of The Work- Repair and Maintenance of Janai Bazar SN 6 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT;Fund- 15TH FC Untied ; Tender Amount-Rs. 323524.00 Date of Closing of Technical and Financial Bid 09.02.2024, 11.30 AM.Date of Open-12.02.2024 (11.30AM) NIT no-80/JGP dt 02.02.2024 Tenderid-2024_ZPHD_659052_2 Publish Date- 02.02.2024 10.00 AM; Name of The Work- Construction of Concrete Road Somnath Mukherjee to Mitali Nandi SN 5 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT;Fund- 15TH FC Untied ;Tender Amount-Rs. 149778.00 Date of Closing of Technical and Financial Bid- 09.02.2024, 11.30 AM Date of Open-12.02.2024(11.30AM) NIT no-63/JGP (2 nd Call) dt 29.01.2024 Tender id- 2024_ZPHD_641374_2 Publish Date-29.01.2024 6.00 PM; Name of The Work- U C Pilling Near Barasat Kabarsthan Under Janai Gram Panchayat; Fund- 5 th SFC Tied ;Tender Amount-Rs. 200295.00.Date of Closing of Technical and Financial Bid-05.02.2024 (11.30 AM).Date of Open-07.02.2024 (11.30AM) For details visit website https://wbtenders.gov.in

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-25/EO/23-24 Dt. 01/02/ 2024 for 02 nos schemes within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity, Tender ID - 2024_ZPHD_659114_1 & 2024_ZPHD_659114_2. Detail information will be available from the website https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No-5181/WS/SD **Dated-02/02/2024**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT01/2e/24 and Tender Id No-2024_MAD_659305_1 to 3 for supply of pipe & etc. and Installation of fidder pillar for sinking of tube well at w-8 & 23 under 15 th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: 21/02/2024 at 11:00 hrs. For more details and bidding online please visit website-https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

e-TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender Pradhan-on behalf of Santipur-I No. Gram Panchayat through online vide **NIT NO-14/2023-24 /15 th FC Fund Dtd. 31.01.2024 & NIT NO- 15/2023-24 / 15 th FC Fund Dtd 31.01.2024 NIT NO-16 /2023-24 / 15 th FC Fund Dtd 31.01.2024.** For details visit website **http://wbtenders.gov.in** & see other details of our office notice board during office hours.

Sd/- Pradhan
Santipur-1 No. Gram Panchayat
Santipur : Mechada, Purba Medinipur

সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিপাল, হুগলি
দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং.
083/JGP/2024 তারিখঃ ৩১।০১।২০২৪

অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত **15 th CFC** তহবিল হইতে পাকা ড্রেন নির্মাণের উদ্দেশ্যে **Online** দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখঃ ১২।০২।২০২৪ ১২.০০ টা পর্যন্ত। **Website: https:// wbtenders.gov.in**

প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

NANDIGRAM - II PANCHAYAT SAMITY
Reapara :::: Purba Medinipur
TENDER NOTICE

Block Development officer, Nandigram-II Dev. Block, Purba Medinipur invites online Tender Notice agains Tender **Memo no-294, Dt- 31.01.2024 (2nd Call) for the 4(Four) Nos Scheme out of SSM Scheme 2023-24. Last Date of application for Tender is on 15.02.2024 up to 11:00 P.M.**

Block Development officer, Nandigram-II Dev. Block, Purba Medinipur invites online Tender Notice agains Tender **Memo no-302, Dt-01/02/2024(2nd Call) for the 3(Three)nos Scheme out of SSM Scheme 2023-24. Last Date of application for Tender is on 09/02/24 up to 15.00 P.M.** Details of Tender are available in WB Govt.tender site.

Sd/- Block Development Officer,
Nandigram- II Dev. Block

শ্রী তুলসি অনলাইন. কম লিমিটেড
CIN: L99999 WB1982PLC035576
রেজি. অফিস ঃ ৪ এন. এস. রোড, প্রথম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১
ই-মেলঃ **investors@shreetulsionline.com,**
ওয়েবসাইট ঃ **www.shreetulsionline.com**

৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল
[সেবি (এলওডিআর) রেগুলশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	১.১২০	০.৩৬০	০.১২০
২	মোট লাভ / (ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পূর্বে)	(৩.১১১)	(১১.৯৯৪)	(২.৭২৩)
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পূর্বে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৩.১১১)	(১১.৯৯৪)	(২.৭২৩)
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি)করের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৩.১১১)	(১১.৯৯৪)	(২.৭২৩)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	(৩.১১১)	(১১.৯৯৪)	(২.৭২৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৩৩৬.২৫৬	২,৩৩৬.২৫৬	২,৩৩৬.২৫৬
৭	রিসার্ভস(রেভালুয়েশান রিসার্ভস পূর্ব বছরের নিরিখে)	--	--	--
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০টাকা প্রতি) (অতিরিক্ত আইটেমের পরে) মূল ও মিশ্র	(০.০১৩)	(০.০৫১)	(০.০১২)

বিঃদ্রঃ
উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষ হওয়া অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস উপলব্ধ রয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেমন. www.cse-india.com এবং www.msei.in। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায় www.shreetulsionline.com

বোর্ডের আদেশানুসারে
শ্রী তুলসী অনলাইনের জন্য কম লিমিটেড
বিনোদ কুমার বোথরা
সবসময়ের পরিচালক
DIN- 00780848
তারিখঃ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender on line, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/256/23-24
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at West Chowbagha, Gulsun Colony etc. areas in Ward-108, Br-XII**. Estimated Amount : **Rs. 3,95,844.61**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of completion of bid: **12.02.2024** up to **3 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-IV/Br-X, KMC** invites tender on line, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/123-R/23-24
Name of work : **Development of lighting arrangement at N.R. Avenue (Southern Side) and Majherhat areas in Ward No. 81, Borough-X**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,915.76**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of completion of bid: **12.02.2024** up to **12 noon**. The bid form and other details are available on and from **02.02.2024** at **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Elec.), (Lighting/ Crematorium), KMC** invites tender online, two bid system for the following work:
NIT No. : LTG/CRM/GAM/21/23-24
Name of work : **Supply and installation of poles, L.E.D. Strip, lighting fittings of various places inside the crematorium with allied works at Garia Adi Mahasmashan.** Estimated Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 5,400.00** (lump sum). Period of Completion: **12 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.02.2024** at **5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Zone-V/Br-XIII), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTGV/SSU/23-24/WC
Name of work : **Installation of 4 nos new water cooler cum purifier machine with allied electrical and sanitary works at Taratala Assessment Office under Br-XIII**. Estimated Amount : **To be Quoted by Participating Bidder**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date & time of submission of bid: **12.02.2024** at **4 p.m**. The bid forms and other details are available on & from **02.02.2024** at **4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting Z-III, KMC** invites tender online percentage two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/671
Name of work : **Replacement of damaged under ground cable at Gobra Burial Ground No. 2 in Ward No. 59 under Br-VII**. Estimate Amount : **Rs. 1,77,985.10**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.02.2024** at **12 noon**. Technical bid open on: **12.02.2024** at **2 p.m.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/673 (1st call)
Name of the work : **Supply and delivery of trident fittings, LED lamp for decorative lighting system at Ashutosh Mukherjee Road both sides (from Exide Crossing to Jadu Babu Bazar Crossing) under Br-VIII & IX**. Estimated Amount : **Rs. 2,39,668.00**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date & time of submission of bid: **12.02.2024** at **12 noon**. Bid opening date for technical proposals (online): **12.02.2024** at **4 p.m**.
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/672
Name of work : **Renovation of decorative lighting system at Baker Road & others in Ward No.-74**. Estimated Amount : **Rs. 2,98,825.67**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of completion of bid: **09.02.2024** up to **12 noon**. Tender (technical) opening date: **09.02.2024** at **4 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **02.02.2024** at **5 p.m. (for sl. no. 1) / 02.02.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 2) and **02.02.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 3). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 3). Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (for sl. no. 3).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone I / Borough-III, KMC** invites E-tender online percentage bid system for the following works:
1. NIT No. : LTG/432/WD-31/BR-III/Z-1/23-24
Name of work : **Installation of LED signage board 'Amar Bhalobasar Ward-31' at APC Park Ramkrishna Samdahi Rd. in Ward No. 31 under Br-III**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,952.30**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : LTG/462/WD-35/BR-III/Z-1/23-24
Name of work : **Improvement of LED street lighting arrangement at different bustee areas in Wd No. 35**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,432.41**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
3. NIT No. : LTG/433/WD-33/BR-III/Z-1/23-24
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at Hemchandra Naskar Road, Radhamadhab Dutta Garden Lane & other places in Ward No. 33**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,960.91**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
4. NIT No. : LTG/436/WD-31/BR-III/Z-1/23-24
Name of work : **Improvement of LED street lighting arrangement at Kankurgachi 2nd Lane in Wd No. 31 under Br-III**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,638.95**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**.
5. NIT No. : LTG/438/WD-31/BR-III/Z-1/23-24
Name of work : **Repairing & replacement of lighting arrangement at Ramkrishna Samadhi Rd. (Children Park under APC Park) in Wd No. 31.** Estimated Amount: **Rs.1,99,893.14**. Earnest Money: **Rs.4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
6. NIT No. : LTG/435/WD-33/BR-III/Z-1/23-24
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at B.M. Road (Sarkar Math) in Wd No. 33 under Br-III**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,866.32**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date & time of submission of bid: **10.02.2024** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 6). The bid forms and other details are available on & from **01.02.2024** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 6) The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 to 6).

CORRIGENDUM

Corrigendum NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/ SU11R/23-24 published in this Newspaper on **16.01.2024 (Key No. 1275/23-24)** of **S&D (BDPS) Deptt.** the last date and time submission of bid will be read as **17.02.2024** up to **1 p.m.** instead of 31.01.2024 up to 1 p.m. Other terms and condition remain unchanged.

1380/23-24

রেলওয়ের জন্য বাজেট অনুদানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায়

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৪-২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় রেলের জন্য বাজেট

অনুদানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। নয়াদিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতা করে মাননীয় রেলমন্ত্রী, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন যে গত ১০ বছরে রেলের সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে এবং বর্তমান অর্থের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে রেলের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অনুদান তুলে ধরেছেন। বছরএই বাজেটে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গড় বরাদ্দের ৪,৩৮০ কোটি টাকার বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৩,৮১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ৩ গুণ (প্রায়) বেশি। ২০০৯-১৪ সালের গড় বাজেট বরাদ্দ। এই বর্তমান বাজেটে, ঝাড়খণ্ডে রেলওয়ের জন্য মোট ব্যয় হল ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৪৫৭ কোটি টাকা গড় ব্যয়ের বিপরীতে ৭,৩০২ কোটি। ২০২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দ ২০০৯-১৪ সালের গড় বাজেটের বরাদ্দের ১৫ গুণ (প্রায়) বেশি। ওড়িশার জন্য ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৮৩৮ কোটি টাকা গড় ব্যয়ের বিপরীতে ২০২৪-২৫ এর জন্য মোট ১০,৫৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ সালের বাজেট বরাদ্দ গড় বাজেটের চেয়ে ১২ গুণ বেশি (প্রায়) ২০০৯-১৪ এর বরাদ্দ। মাননীয় রেলমন্ত্রী আরও জানান, তিনটি বড় রেল করিডর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এইগুলো - শক্তি, খনিজ এবং সিমেন্ট করিডোর- পোর্ট-কানেকটিভিটি করিডোর-উচ্চ-ট্রাফিক ঘনত্ব করিডোর। এই রেলওয়ে করিডোরগুলি লজিস্টিক দক্ষতা উন্নত করবে, খরচ কমাবে এবং যাত্রী ট্রেনের নিরাপত্তাও উন্নত করবে। তদুপরি, ৪০,০০০ সাধারণ রেল বগিকে বন্দে ভারতে স্ট্যান্ডার্ডে রূপান্তরিত করা হবে তিনি যোগ করেছেন। শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, মহাব্যবস্থাপক, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, মাননীয় রেলমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সের সময় গার্ডেন রিচের এসইআর সদর দফতরে উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক চলতি অর্থবছরে এসইআর-এর অর্জনগুলি তুলে ধরেন এবং বাজেট প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে মিডিয়াকে ব্রিফ করেন। তিনি বলেন যে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অনুদান ২০২৪-২৫ সালে ৫৫০৮ কোটি টাকা।

নবদ্বীপে সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ এক মহিলার

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়া,২ ফেব্রুয়ারি ঃ একটা সময়ের রাজ্য তথা গোটা দেশ তোলপাড় হয়েছিলো চিটফান্ড কান্ডে। ঘটনায় আর্থিক ভাবে প্রতারিত হয়েছিল কয়েক লক্ষ মানুষ, সর্বশান্ত হয়ে পথে বসেছিলো

অসংখ্য পরিবার, তার সাক্ষী থেকেছে সমগ্র রাজ্যও। তারপর থেকেই মানুষ আরও বেশি সরকারি ব্যাংক সহ সমবায় সমিতির দিকে ঝুকেছে সঞ্চয় করতে। কিন্তু আরও বেশি করে।আর সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছে রাজ্য রাজনীতি, আর এই দুর্নীতির মধ্যেও সমবায় সমিতির উল্লেখও পাওয়া গেছে রাজ্যের বিরোধী দল তথা বিজেপি নেতৃত্ব দের গলায়।এবার আবারও নবদ্বীপ বিধান সভা এলাকায় এক সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে আমানত কারীর সই জাল করে কয়েক লক্ষ টাকার প্রতারনার অভিযোগ উঠলো সমবায় সমিতির ম্যানেজার সহ আধিকারিক দের বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ টি উঠেছে নবদ্বীপ বিধান সভা এলাকার ব্রহ্মনগর সমবায় সমিতির ম্যানেজার সহ একাধিক আধিকারিক দের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ এনেছে নবদ্বীপ ব্লকের মায়াপুর এলাকার মমতা বিশ্বাস নামে এক মহিলা। মায়াপুর ঘাট তথা হুলোর ঘাট পার হয়ে মায়াপুর ইস্কন মন্দিরের দিকে এগোলেই নজরে পরে রাস্তার ওপর ফুটপাতে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান, যার মালিক অভিযোগ কারী মমতা বিশ্বাস। যার দোকানের নাম দিদির চায়ের দোকান আর এই চায়ের দোকান চালিয়ে চলে তার সংসার, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রোদ, ঝড়, জল বৃষ্টিকে মাথায় নিয়ে এই চায়ের দোকান চালিয়ে আসছেন তিনি। দোকানের থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই চলে সংসার আর দিন গুজরান।মমতা বিশ্বাস জানান এই চায়ের দোকানের অর্থে সংসার খরচ কিছুটা বাচিয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গত দশ বছর আগে ব্রহ্মনগরের সমবায় ব্যাংকে একটি খাতা খোলে ও দৈনিক হিসেবে অর্থ জমাতে থাকে।বর্তমানে ব্যাক্তিগত কাজের জন্য তার সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকের থেকে তুলতে গেলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে জানায় তিনি তার টাকা ব্যাংকের থেকে তুলে নিয়েছেন, এই কথা শুনে কার্যত আকাশ থেকে পারে মতো পরিস্থিতি হয় মমতা বিশ্বাসের, প্রতারিত হতে হয়েছে তাকে, তিনি দীর্ঘ দশ বছরের কষ্টার্জিত জমানো অর্থের থেকেমমতা বিশ্বাস আরও জানান এই ঘটনার অভিযোগ জানাতে মায়াপুর পুলিশ ফাঁরিতে গেলে সেখান থেকে অভিযোগ না নিয়ে তাকে জানায় কোর্টের দারস্থ হতে, পরবর্তী সময়ে গত ১৮ই জানুয়ারি মানবাধিকার কর্মী সঙ্গিতা চৌধুরীর সহায়তায় কোলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। আর মঙ্গলবার দুপুরে মায়াপুর পুলিশ ফাঁরিতে আসেন মানবাধিকার কর্মী সঙ্গিতা চৌধুরীর সহ মমতা বিশ্বাস, সঙ্গিতা চৌধুরীর জানান কোর্টে করা অভিযোগ তথা FIR এর কপি সহ এই কেসে ৪২০ সহ প্রতারনার আরও বেশ কিছু সেকশন যুক্ত করে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় যাতে তদন্তের গতি এগোয় ও দোষীদের শাস্তি হয়। সেই কাডটাই এদিন করা হলো, পাশাপাশি তিনি আরও জানান এই সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে আগেও বহু মানুষের সাথে প্রতারনার অভিযোগ উঠেছিল, আর এবার একজন দীন দরিদ্র চায়ের দোকান চালিয়ে খান মমতা বিশ্বাস, তার দীর্ঘদিনের জমানো আমানত তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ঐ সমবায় সমিতির ম্যানেজার সহ একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে। মূল অভিযোগ কারী মমতা বিশ্বাস জানায় আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে ঐ সমবায় ব্যাংকে টাকা জমিয়েছিলাম, কিন্তু প্রয়োজনে টাকা তুলতে গেলে ম্যানেজার সহ আধিকারিক রা জানায় আমি নাকি টাকা তুলে নিয়েছি, যা সম্পূর্ন মিথ্যা, আর আমার টাকা ফেরত সহ এই চক্রান্তের দোষীদের শাস্তির জন্য মঙ্গলবার মায়াপুর ফাঁরিতে এসে আইনের দারস্থ হলাম উল্লেখ থাকে গত ৩০ই জুলাই ২০২২ এও এই সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপ, সমবায় সমিতির জমির মাটি বিক্রি সহ গ্রাহকদের লোন না দেওয়া ও অবৈধ ভাবে কর্মী নিয়োগ ও ছাটাই এরও অভিযোগ উঠেছিল। প্রতারনা সহ দুর্নীতির অভিযোগে সরব হতে দেখা গেছে বিজেপি সহ বিরোধী দল গুলোকেও।

কার্তিককে উড়ন্ত চুমু সারার! তবে কী আবার জোড়া লাগছে ভাঙ্গা সম্পর্ক?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে সারা

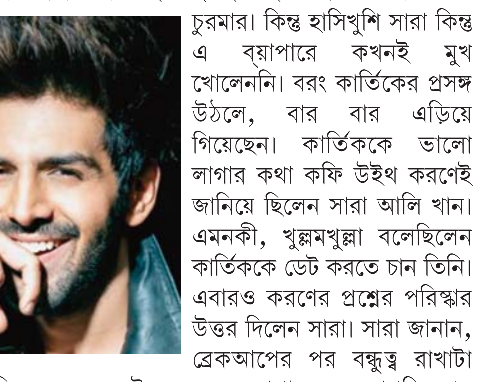

আলি খান তার সম্পর্ক নিয়ে ‘উইথ করণে’ এসে কোনো রাখঢাক না রেখেই দর্শকদের সামনে তার মতামত তুলে ধরেন। এমনকী, করণের প্রশ্নে সারা এটাও জানিয়ে ছিলেন ব্রেক আপের ব্যথা তাঁর জীবনকে কীভাবে বদলে দিয়েছিল। আর এবার সেই প্রাক্তন কার্তিককেই ফের সামনে দেখে, সারা মুখ ফেরাননি, বরং উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিলেন কার্তিককে!সোশাল মিডিয়ায় এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, করিনা ও করিশ্মার সামনেই কার্তিককে আলিঙ্গন করলেন সইফ আলি কন্যা। আর শুধুই আলিঙ্গন নয়, সুযোগ পেয়ে কার্তিকের দিকে ছুড়লেন চুমু। সারা আলি খান ও কার্তিক আরিয়ানের প্রেম নিয়ে একসময় বলিপাড়ায় গুঞ্জন ছিল তুঙ্গে। এই গুঞ্জনের উপর ভর করেই পরিচালক ইমতিয়াজ আলি, সারা ও কার্তিককে কাস্ট করে তৈরি করেছিলেন ‘লাভ আজ কাল ২’। ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবরে পড়লেও, সারা ও কার্তিক প্রেম ছিল জমজমাট! তবে হঠাই সেই প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে চুরমার। কিন্তু হাসিখুশি সারা কিন্তু এ ব্যাপারে কখনই মুখ খোলেননি। বরং কার্তিকের প্রসঙ্গ উঠলে, বার বার এড়িয়ে গিয়েছেন। কার্তিককে ভালো লাগার কথা কফি উইথ করণেই জানিয়ে ছিলেন সারা আলি খান। এমনকী, খুল্লমখুল্লা বলেছিলেন কার্তিককে ডেট করতে চান তিনি। এবারও করণের প্রশ্নের পরিস্কার উত্তর দিলেন সারা। সারা জানান, ব্রেকআপের পর বন্ধুত্ব রাখাটা সহজ ব্যাপার নয়। আপনি যখন কারও সঙ্গে জড়িয়ে যান, সে আপনার বন্ধু হোক কিংবা কোনও সহকর্মী বা প্রেমিক। বিশেষ করে যদি এই পরিস্থিতিতে আমি থাকি, আমি জড়িত হই, যদি অনেকটা জড়িত থাকে আমার। তাই এটা বলব না, যে এটা আমার জন্য কোনও ব্যাপার নয়। সারা আরও বলেন, আমার মনে হয়, কাজের জগতে কেউ বন্ধু হয় না, কর্মক্ষেত্রে ছেলেমানুষি চলে না।

উন্নত রেল পরিষেবা পেতে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করুন

কলকাতা , ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে গোটা দেশ জুড়ে যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে তাতে রেলমন্ত্রকের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে রেল পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ৬২ টি স্টেশন কে পুনরুন্নয়ন করে আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা দেবার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি স্টেশনের প্রবেশ ও বাহিরপথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। বড় স্টেশন গুলিতে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য সুবন্দোবস্ত করা হচ্ছে, এছাড়াও ফুডকোর্ট, লাউঞ্জ, রেস্টুরেন্ট সহ বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য প্রচুর নতুন ট্রেন চালানো হচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি যাত্রী যাতে নিরাপদ, দ্রুত এবং আরামদায়ক সফর করতে পারে সেজন্য পূর্ব রেল সদাই তৎপর। এ বিষয়ে উল্লেখনীয় যে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করছে, ইদানিং কালে সাবারবান এরিয়ার বেশ কিছু স্টেশনে এবং প্লাটফর্মে

যত্রতত্র রেল কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত দোকান গড়ে উঠেছে। কোন কোন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বিকেলের পর থেকেই সাময়িক সবজি বাজারে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে যাত্রীদের ট্রেনে ওঠানামা করতে যেমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তেমনি ব্যস্ত সময়ে জায়গার অভাবে স্বল্প পরিসরের মধ্যে অযথাই ঠেলাঠেলির সৃষ্টি হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা দুর্ঘটনায় পরিণত হচ্ছে, যা কোনোভাবেই অভিপ্রেত নয়। যত্রতত্র গড়ে ওঠা এই দোকানগুলিতে বিক্রি হওয়া পণ্যের গুণগত মান যথেষ্ট নয় এছাড়াও অনৈতিকভাবে স্টেশন প্লাটফর্মে বিক্রিত হওয়া সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ প্ল্যাটফর্ম এবং রেল ট্র্যাক অপরিচ্ছন্ন করে রাখছে যা যাত্রীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকতে বাধ্য করছে। ইতিমধ্যে পূর্ব রেল বিভিন্ন স্টেশনে জনসংযোগকারি প্রচারের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে মুক্তির চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই সকলের কাছে অনুরোধ একটি সুস্থ, স্বাভাবিক এবং উন্নত রেল পরিষেবা পাওয়ার জন্য পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করুন।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ের জিএম মিসেস সৌম্য মাথুর আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আদিত্য যাদবকে শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন

গোরখপুর ২ ফেব্রুয়ারীঃ জেনারেল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে এবং পৃষ্ঠপোষক উত্তর পূর্ব রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, মিসেস সৌম্য মাথুর ৩১ জানয়ারী, ২০২৪-এ

জেনারেল ম্যানেজার রুমে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আদিত্য যাদবকে প্রশংসার শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন। অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আদিত্য যাদব অনেক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত পারফর্ম করে দেশ তথা রেলওয়েকে গর্বিত করেছেন। আদিত্য যাদবের উজ্জ্বল পারফরম্যান্স দেখে, রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৬ জানুয়ারী, ২০২৪-এ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় শিশু পুরস্কারে তাকে সম্মানিত করেন। রেল পরিবারের কন্যা আদিত্য যাদব ১০ থেকে ২৫ তারিখে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব যুব বধির ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ৬ তম বিশ্ব বধির চ্যাম্পিয়নশিপের সিনিয়র দলে সিনিয়র একক, জুনিয়র একক এবং জুনিয়র ডাবলসে সোনা, রৌপ্য পদক জিতেছেন। জুলাই, ২০২৩. করেছিল। আদিত্য যাদব ১ থেকে ১৫ মে, ২০২২ পর্যন্ত ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ২৪ তম বধির অলিম্পিকের দলগত ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। এছাড়াও, আদিত্য যাদব ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২য় এশিয়া প্যাসিফিক যুব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ৬ তম এশিয়া প্যাসিফিক ডেফ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন এবং ০২টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য এবং ০২টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। আদিত্য যাদবের এই কৃতিত্বে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব, সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং, সহকারী ক্রীড়া আধিকারিক শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং এবং নার্সের সাথে যুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বইমেলা চলাকালীন পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো ৭.১৪ লাখের বেশি যাত্রী বহন করে

কলকাতা,২ ফেব্রুয়ারি ঃ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো বইপ্রেমীদের মন জয় করেছে। সদ্য সমাপ্ত ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলার সময়, কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন ছিল কলকাতায় পরিবহনের সবচেয়ে চাওয়া মোড। এই বইমেলায় সর্বোচ্চ যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে ৬৫,৮৫৪, যা ৩০.০১.২০২৪ (মঙ্গলবার) সর্বকালের সর্বোচ্চ। ১৮.০১.২০২৪ থেকে ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত, বইমেলার সময় পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো মোট ৭,১৪,৮২০ জন যাত্রী বহন করেছিল। গত বছর ৪৬তম আন্তর্জাতিক বইমেলা ৩১.০১.২০২৩ থেকে ১২.০২.২০২৩ পর্যন্ত, পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো মোট ৬,৫৬,২০৮ যাত্রী বহন করেছিল। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর শিয়ালদহ স্টেশনে মোট ২,৯১,০৮২ যাত্রী সংখ্যা নথিভুক্ত করা হয়েছে। করুণাময়ীর রেকর্ড ১,৬৩,৮৩৭ যাত্রী। সল্টলেক সেক্টর-৫ স্টেশনের মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৮৫,১৬৩ জন। অতিরিক্ত কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে বইপ্রেমীদের প্রত্যাশিত ভিড় মেটাতে এই স্টেশনগুলিতে পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হয়েছিল। মেট্রো অফিসার এবং কর্মীরা মসৃণ, দ্রুত এবং ঝামেলামুক্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য একযোগে কাজ করেছেন। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, বই মেলা চলাকালীন অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য মোটরম্যান, আরপিএফ কর্মী, স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট, বুকিং ক্লার্ক এবং অন্যান্য কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, শ্রী রেড্ডি বলেছেন যে মেট্রো অফিসার এবং কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টা কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে একটি নতুন ইতিহাস তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল স্পেল বি -র রিজিওনাল ফিনাল

২ ফেব্রুয়ারি ঃ এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স মিরচি-এর সহযোগিতায় কলকাতায় স্পেল বি-এর ১৩তম সংস্করণের রিজিওনাল ফিনালে হলো গ্র্যান্ড ফিনালে অংশগ্রহণকারীদের বাছাই করার জন্য সারা দেশে রিজিওনাল ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে ৩১ জানুয়ারী ২০২৪ - এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রাইভেট লাইফ ইন্স্যুরেন্সগুলির মধ্যে একটি, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো স্পেল বি - 'স্পেলমাস্টারস অফ ইন্ডিয়া' এর ১৩ তম সংস্করণের রিজিওনাল ফিনালে। দিল্লি পাবলিক স্কুল, নিউ টাউন আইসিএসই - এর পড়ুয়া ১২ বছর বয়সী ষষ্ঠ শ্রেণীর ঋষিক চক্রবর্তী এসবিআই লাইফ স্পেল বি ২০২৩ সংস্করণের কলকাতার রিজিওনাল ফাইনাল জিতেছে। তার অসামান্য স্পেলিং ক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার সাথে, সে এখন অন্যান্য শহর থেকে শর্টলিস্টেড বাকী অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ফেব্রুয়ারি '২৪-এ গ্র্যান্ড ফিনালেতে যোগ দেবে। রিজিওনাল ফিনালেতে ৪৬ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল যারা কলকাতার ১২টি স্কুলের ৪২০১ জন ছাত্রের মধ্যে থেকে বাছাই করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র স্পেলিং স্কিল বৃদ্ধি করা নয় বরং ৫ম থেকে ৯ম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বিকাশ এবং তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে উৎসাহিত করা। শ্রী জয়ন্ত পান্ডে, রিজিওনাল ম্যানেজার, বেঙ্গল রিজিওন, এস বি আই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে কলকাতা রিজিওনাল ফিনালের বিজয়ীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই সহযোগিতার মাধ্যমে, এসবিআই লাইফ তাদের প্রিয়জনদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা সুরক্ষিত করার মাধ্যমে ব্যক্তিদের তাদের স্বপ্নকে সফল করার জন্য মুক্ত করা. - একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান, যা ব্র্যান্ডের উদ্দেশ্য।

Name Change

(Old Name) CHITTA RANJAN ROY S/o- LATE SUREN ROY, Residing at Vill- Kendpukur (rajarampur), Post- Kendpukur, Ps-Habibpur, Dist-Malda, Pin-732122, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from CHITTARANJAN ROY To CHITTA ROY (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) CHITTAROY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, CHITTA ROY and CHITTARANJAN ROY both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) CHANDRANI KUNDU W/o- SUBHRA KUNDU, Residing at, Sunny park simultola, Malda,Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from CHANDRANI KUNDU To CHANDRANI KUNDU RAKSHIT (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) CHANDRANI KUNDU RAKSHIT in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, CHANDRANI KUNDU RAKSHIT and CHANDRANI KUNDU both are Same and one identical person.

Name Change

I, Previously Called SABIR HUSSAIN (old name) S/o,Late Abdul Hafiz R/o,34/F, Ekbalpore Lane P.S.Ekbalpore, Kolkata-700023.Have Changed My Name as SABIR HOSSAIN (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-02/02/2024. Therefore, SABIR HUSSAIN and SABIR HOSSAIN are same identical persons.

Name Change

I, Samarjit Chaudhuri S/o Sukhendu Bikash Chowdhury R/o Flat-3, 1st Floor, 231, Dum Dum Park, P.O.- Bangur Avenue, P.S.- Lake Town, Kolkata- 700055, Dist. 24 Pgs (N) shall henceforth be known as Samarjit Chowdhury. I declare that Samarjit Chowdhury and Samarjit Chaudhuri is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, Lazmy Haque W/o Vijay Shekhar Parsha R/o 63, Karaya Road, P.O.- Karaya, P.S.- Karaya, Kolkata-700019, W.B., India shall henceforth be known as Lajmy Haque. I declare that Lajmy Haqueand Lazmy Haque is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, (Old Name) NAGEN CHOUDHURY S/o- LATE KHOKA CHOWDHURY, Residing at Vill- Najrul bag (charch para), Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAGEN CHOUDHURY To NAGEN CHANDRA CHOWDHURY (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) NAGEN CHANDRA CHOWDHURY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, NAGEN CHANDRA CHOWDHURY and NAGEN CHOUDHURY both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) HIRA SK S/o- SAMSER SK, Residing at, Khuniapukur, Begamnagar, Dist- Murshidabad, Pin-742302, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HIRASK To HIRABAKSH SK (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) HIRABAKSH SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, HIRABAKSH SK and HIRA SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) BABU SEKH S/o- ABUL KASHEM SEKH,Residing at, Vill- Sayad para, Post- Ekpaharia, Ps- Burwan, Dist-Murshidabad, Pin-742132, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BABU SEKH To BABU SEIKH (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) BABU SEIKH in all purpose Vide an affidavit Swornbefore the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, BABU SEIKH and BABU SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MOHAMMED SYRUM ALI S/o- BAITULLA SEIKH, Residing at, Vill- Solepara, Post- Kumarsanda, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED SYRUM ALI To MD SAIRUM ALI (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) MD SAIRUM ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, MD SAIRUM ALI and MOHAMMED SYRUM ALI both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি রাকেশ কুমার মুরারকা, পিতা-প্রেম চাঁদ মুরারকা, নূতনগঞ্জ,বাঁকুড়া নিবাসী। আমার ছেলের পাসপোর্টে রাকেশ মুরারকা লেখা হয়েছে। রাকেশ মুরারকা এবং রাকেশ কুমার মুরারকা এক এবং অভিন্ন ব্যাক্তি সেটিই আমি রাকেশ মুরারকা যে রাকেশ কুমার মুরারকা সেটির একটি আদালতের মুচলেকা আমার কাছে আছে।

Name Change

I, Habibullah TarafderS/o Md Tarafder R/o Vill. – Panchpara, P.O. – Radhadasi, P.S. – Sankrail, Howrah-711317 shall henceforth be known as Habibulla Tarafdar. I declare that Habibulla Tarafdarand Habibullah Tarafder is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-02-2024.

Name Change

I, (Old Name) UJJAL CHOUDHURY S/o- NAGEN CHANDRA CHOWDHURY, Residing at Vill- Najrulbag (charch para), Post-Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from UJJAL CHOUDHURY To UJJAL CHOWDHURY (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) UJJAL CHOWDHURY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 25/01/2024, UJJAL CHOWDHURY and UJJAL CHOUDHURY both are Same and one identical person.

Name Change

I, Jitesh K GolaniS/o Gopal Jethanand Golani R/o 20C, 7th Floor, Flat-703, Convent Road, Opp Entally Police Station, P.O.- Entally, Kolkata- 700014, W.B., India shall henceforth be known as Jitesh Golani. I declare that Jitesh Golaniand Jitesh K Golani is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, Mohammad Fahim S/o – Md SalimR/o- Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas, W.B Pin-700145 shall henceforth be known as Md Fahim. I declare that Mohammad Fahim and Md Fahim is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, Sajida Dhali W/o Hannan Dhali &D/o Abul Basar Munshi R/oTeagharia Paschim Patharghata, Teagharia F.P. School, P.S- Newtown, Kalikapur, North 24 Parganas, W.B, Pin-700135shall henceforth be known as Sajeda Bibi. I declare that Sajida Dhali and Sajeda Bibiis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, Chandrika Das W/o Sayan Srimani&D/o Animesh Chandra Das R/oFlat 1202, Tower 1, Mallika Malancha Housing Complex, Action Area 2b, Opp Eco Urban Village, New Town, VTC+ P.O.: - New Town Action Area II, North 24 Parganas, W.B, Pin-700161shall henceforth be known as Chandrika Srimani. I declare that Chandrika Das and Chandrika Srimaniis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-02-2024.

Name Change

I, Arun Roy S/O Narayan Roy, declare that my son said name Suva Roy (old name), Residing at NPA-378, Nazrul Pally, Nayapatty, Bidhannagar, Dist- North 24 Pgs, Pin-700102, West Bengal, India, have changed my son name to (shall henceforth be known as) Suvo Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/02/2024. Suvo Roy (new name) and Suva Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Vikash Kumar Agarwal (old name) S/O Prem Chand Agarwal, Presently residing at AI-72, Street No-25, Action Area-1C, P.S.- New Town, Bidhannagar, Pin- 700156, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vikash Agarwal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/02/2024. Vikash Agarwal (new name) and Vikash Kumar Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change

I , SEKH ABDUL AZIZ S/O – SEKH MOHAMMAD ZINNA @ SK MOHAMMAD ZINNA @ SK MOHAMMAD JINNA resident of Vill-Simnori, P.O.- Nurkona, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713403, shall henceforth be known as ‘SK ABDUL AZIZ’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/02/2024.That SEKH ABDUL AZIZ and SK ABDUL AZIZ both are same and one identical person.

Name Change

I , SEKH MOHAMMAD ZINNA @ SK MOHAMMAD ZINNA S/O- SK NOORISLAM resident of Vill- Simnori, P.O.- Nurkona, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713403, shall henceforth be known as ‘SK MOHAMMAD JINNA’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 02/02/2024.That SEKH MOHAMMAD ZINNA, SK MOHAMMAD ZINNA and SK MOHAMMAD JINNA all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Rahul Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Alok Kumar Gupta, ঠিকানা-P 35, National Place, P.O.- Baksara,P.S.- Santragachi, Dist-Howrah, Pin-711110, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 02.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rahul Kumar Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rahul Kumar Gupta নতুন নাম)এবং Rahul Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি,Anurupa Kanjilal (পুরাতন নাম) স্বামী Shuvamoy Kanjilal, ঠিকানা-A1 Bharat Apt, Nishikanan, P.S.- Eco Park, Bidhannagar, Dist-North 24 Pgs, Pin- 700157, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ০২০২২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anurupa Acharya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anurupa Acharya (নতুন নাম) এবং Anurupa Kanjilal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Dharma Narayan Kumar previously called as Darma Narayan Kumar, S/o Vijay Pandey, residing at Godrej Prakriti, Alak Nanda, Flat No. 302, 187F/1, B.T. Road, Sodepur, North 24 Parganas-700115 have changed my name from Darma Narayan Kumar to Dharma Narayan Kumar. That Dharma Narayan Kumar and Darma Narayan Kumar is the same and one identical person vide Affidavit dated 02.02.24 sworn before the Notary Public, Kolkata

Name Change

I, Previously Called FIRDAUSUN NESA (old name)D/o,Late Ali Raza w/o, Mohammad Shahid R/o, Mondal Ganthi, Peter Bagan,P.O.Airport, P.S.Baguiati, Kolkata-700052.(North 24 Parganas) .Have Changed My Name as FIRDOUS SHAHID (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-02/02/2024. Therefore FIRDAUSUN NESA and FIRDOUS SHAHID are same identical persons.

Name Change

I, Previously Called RIKI DEBNATH (old name) D/o, Sunil Debnath W/o, Noorul Islam R/o,48/H/7, Zakaria Street , P.O. Chittaranjan Avenue,P.S. Jorasanko Kolkata-700073.Have Changed My Name as ZOHA ISLAM (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on-02/02/2024. Therefore RIKI DEBNATH and ZOHA ISLAM are same identical persons.

Name Change

I, MOHAMMED ZAHID ALI S/o, MOHAMMED SHOUKAT ALI R/o, 24/H/10,Dent Mission Road, P.S.Ekbalpore, Kolkata -700023. Declare that I have an indian passport, being No-P-7232106-issued on-23/01/2017.From Kolkata,that in the above mentioned passport my full name which is MOHAMMED ZAHID ALI has been written in the "Given name" Section While Surname section is empty.That my surname is "ALI" which has been written along with my first name and middle name in the "Given name section" so, I want to inserting my surname in the surname section.surname is ALI" Given name is "MOHAMMED ZAHID" by the Notary public affidavit Kolkata on-02/02/2024.

নবদ্বীপে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল প্রথম দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা

দেবাশীষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিকের প্রথম দিন পরীক্ষা ছিল বাংলা ভাষা। প্রথমদিন চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপের ১০টি কেন্দ্রে একেবারে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি নদীয়া জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার সঙ্গে একযোগে নবদ্বীপেও শুরু হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে প্রথম হার্ডল মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম দিন পরীক্ষার বিষয় ছিল বাংলা। দুপুর একটা বাজতেই পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। নবদ্বীপ শহর ও ব্লক মিলিয়ে দশটি পরীক্ষা কেন্দ্রে এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৯৩ জন। তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৮৮৯ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১১০৪ জন। সেখানে রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ১৩ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৯৯৪ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯ জন। রাজ্যজুড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২৬৭৫টি। শুক্রবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই নদীয়ার চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহর ও ব্লকজুড়ে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘন কুয়াশার জেরে অন্যান্য যানবাহনের পাশাপাশি প্রভাব পড়ে নদীপথেও। নবদ্বীপ ঘাট থেকে মন্দির নগরী মায়াপুর কিংবা স্বরুপগঞ্জ ঘাট, সমস্ত রকম যাত্রী পারাপার বন্ধ করে দেয় নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন সমিতি। বিপাকে পড়েন অসংখ্য পর্যটকের পাশাপাশি কয়েকশো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও সাধারণ যাত্রী। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যথা সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আসরে নামতে দেখা যায় পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ ও পৌরসভার পৌর প্রধান বিমান কৃষ্ণ সাহা। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ নবদ্বীপের অন্যতম ব্যস্ততম খেয়াঘাট এলাকায় পৌঁছে যান বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তেওয়ারি। পরীক্ষার্থীদের যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেন অটো সহ অন্যান্য যানবাহন। সকাল দশটার কিছু পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক কিছুটা হতেই এক এক করে ভাগীরথী নদীতে শুরু হয় যাত্রী পারাপার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন অভিভাবক থেকে শুরু করে পুলিশ ও প্রশাসন।

টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সোলার লাইট, সহ সোলার পাম্প সেট, ঢালাই রাস্তা সহ হাইড্রেন কাজের টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ পঞ্চায়েত

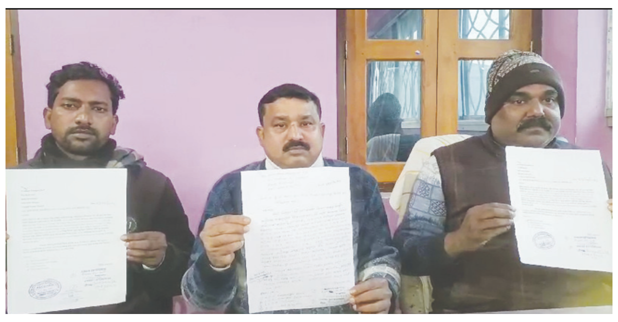

প্রধানের বিরুদ্ধে। লিখিত অভিযোগ করণদিঘি ব্লক বিডিও অফিসে, জেলাশাসক দপ্তরে, মহাকুমা শাসকের দপ্তর, সহ রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাছে। অভিযোগকারী সুরজ ঘোষ , রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ শে জানুয়ারি ৪ টি কাজের জন্য অনলাইন টেন্ডার মাধ্যমে কয়েকজন ঠিকাদার ভুয়ো কাগজ পত্র দেখিয়ে অনলাইন নাম নথিভুক্ত করে। তার বক্তব্য অনলাইনের মাধ্যমে রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের টেন্ডার ফর্ম জমা করেছে, তারা কেউ সরকারি নিয়মবিধি মেনে করেনি ভুয়ো কাগজ পত্র তৈরি করে , সরকারি কাজ নেওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করছেন। যাতে তারা এই ভুয়ো কাগজ পত্র মাধমে কোনো টেন্ডার কাজ না পায়, তাই অভিযোগ করেছি। অভিযোগ কারী এক ঠিকাদার দিপক কুমার সিংহ জানিয়েছেন রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান আজিজুর রহমান টাকার বিনিময়ে ভুয়ো কাগজ পত্র তৈরি করে নিজের বোন জামাই সহ ভাইকে অনলাইন টেন্ডার করার সহযোগিতা করছে। যেভাবেই অনিয়ম ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করেছে তাদের ঠিকাদার লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। এছাড়াও উক্ত কাজের জন্য অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সব গুলি টেন্ডার বাতিল করে নতুন ভাবে আবার টেন্ডার প্রক্রিয়া করতে হবে। রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেখ সাহানাওয়াজ বলেন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি কাজের জন্য অনলাইন মাধ্যমে টেন্ডার জমা করছে ঠিকাদার সংস্থার লোকজন, পুরো বিষয়টি অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে যদি কেউ ভুয়ো কাগজ পত্র তৈরি করে অনলাইন ফর্ম ফিলাপ করে থাকে সেইসব কাগজপত্র ক্ষতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্পেশাল ট্রেনের চলাচলের সময়সীমা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ০২ ফেব্রুয়ারি ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে, ট্রেন নং. ০৭০৪৭ / ০৭০৪৬ (ডিব্রুগড় - সেকেন্দ্রাবাদ - ডিব্রুগড়) স্পেশাল ও ট্রেন নং. ০৭০২৯ / ০৭০৩০ (আগরতলা - সেকেন্দ্রাবাদ - আগরতলা) স্পেশাল-এর পরিষেবা মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান দিন, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে চলাচল করবে। সেই অনুযায়ী, ডিব্রুগড় থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে চলাচল করা ট্রেন নং. ০৭০৪৭ (ডিব্রুগড় - সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল-এর পরিষেবা ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ফের যাত্রার সময় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে প্রত্যেক সোমবারে চলাচল করা ট্রেন নং. ০৭০৪৬ (সেকেন্দ্রাবাদ - ডিব্রুগড়) স্পেশাল-এর পরিষেবা ০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইভাবে, আগরতলা থেকে প্রত্যেক শুক্রবারে চলাচল করা ট্রেন নং. ০৭০২৯ (আগরতলা - সেকেন্দ্রাবাদ) স্পেশাল-এর পরিষেবা ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে ২৯ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ফের যাত্রার সময় সেকেন্দ্রাবাদ থেকে প্রত্যেক সোমবারে চলাচল করা ট্রেন নং. ০৭০৩০ (সেকেন্দ্রাবাদ - আগরতলা) স্পেশাল-এর পরিষেবা ০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

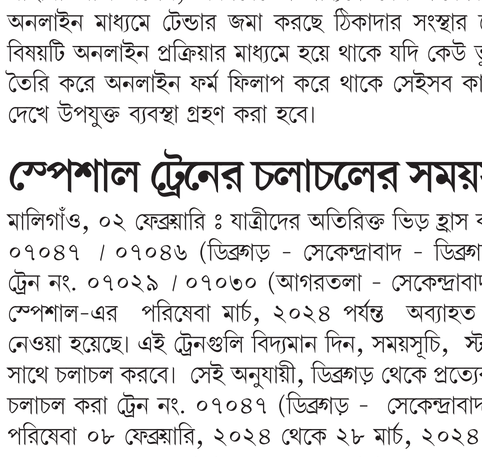

তদুপরি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ও লামডিং ডিভিশনের চাংসারি এবং আগিয়াঠুরি স্টেশনগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে পোস্ট-নন ইন্টারলকিং যানজটের ফলে কয়েকটি ট্রেনেরে পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ০৩, ০৫, ০৬ এবং ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৪ (নিউ দিল্লী - ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ০৩ থেকে ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৪২৪ (নিউ দিল্লী - ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেসকে নিউ বঙাইগাঁও - গোয়ালপাড়া টাউন - কামাখ্যা সেকশন দিয়ে পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ০৩, ০৪, ০৬ এবং ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৩ (ডিব্রুগড় - নিউ দিল্লী) রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ০৩ থেকে ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১২৪২৩ (ডিব্রুগড় - নিউ দিল্লী) রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০১৬৬৬ (আগরতলা - রানী কমলাপতি) স্পেশালটিকে কামাখ্যা - গোয়ালপাড়া টাউন - নিউ বঙাইগাঁও সেকশন দিয়ে পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আইসিএআর-সিফরী তে পালন করা হল বিশ্ব জলাভূমি দিবস

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ জলাভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ভূমিকা পালন করে, পরিবেশ এবং মানব সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করে। শুধু মাত্র গ্রামীণ জনসংখ্যার জীবিকাকে সমর্থন করা নয় এই জলাভূমি বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতেও অবদান রাখে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপের কারণে অনেক জলাভূমির দুরবস্থা দেখা দিয়েছে যা সংরক্ষণের প্রয়োজন। আইসিএআর- সিফরী ভারতে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলের মৎস্য চাষের উন্নযনে নিবেদিত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চএর একটি সংস্থা। সিফরী দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয়ভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নীতি সহায়তা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে জলাভূমি মৎস্য চাষের অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলেছে। আজ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে সিফরীর অধিকর্তা ডাঃ বি.কে. দাস, এর উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার উদ্বোধনী ভাষণে ড. দাস জলাভূমি মৎস্য উন্নয়নে ইনস্টিটিউটের কার্যগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। ডঃ সন্দীপ বেহেরা, সিনিয়র কনসালটেন্ট, বায়োডাইভারসিটি, এনএমসিজি, জলাভূমি দিবস উদযাপনেরএই অনুষ্ঠানে উদ্ভব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং জলাভূমির গুরুত্ব সবাই কে বোঝান। তিনি জলাভূমি মৎস্য উন্নযয়ন ও সংরক্ষণে সিফরীর প্রশংসা করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়র প্রোফেসর(ড.) বি.বি. জানা, জলাভূমি উন্নয়নে সিফরীর কাজ এর প্রশংসা করেন এবং মানুষের মঙ্গলকামনায় জলাভূমির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। প্রফেসর (ডঃ) আশিস কুমার পানিগ্রাহী, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের, জলাভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং জলাভূমি উন্নয়নে সিফরীর ভূমিকার প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রফেসর সোমা মুখার্জি, পরিবেশ বিজ্ঞান এর বিভাগীয় প্রধান, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মানুষের সুস্থতার জন্য জলাভূমির গুরুত্ব তুলে ধরেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে, একটি প্রযুক্তিগত অধিবেশন উন্মোচিত হয় যেখানে এনএমসিজি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, মৎস্য বিভাগ এবং সিফরীর বিজ্ঞানীরা জলাভূমি সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। একটি প্যানেল আলোচনার ও আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা জলাভূমির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং প্রস্তাবিত কৌশল নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় নিযুক্ত হন। ধারণা ও অভিজ্ঞতার এই আদান-প্রদান জলাভূমির সহাবস্থান এবং মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল ভারসাম্যের একটি বিস্তৃত বোঝার ভিত্তি স্থাপন করবে বলে আশা করা যায়। অনুষ্ঠানের একটি গুরুতপূর্ণ অংশ ছিল পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জলাভূমির মৎস্য চাষীদের সাথে বিজ্ঞানীদের ব্যবহারিক জ্ঞান বিনিময়করা। এই অনুষ্ঠানেসিফরীর অধিকর্তা ড. দাস নতুন দশটি জলাভূমিকে ইনপুট দিয়ে সহায়তা করার ঘোষণা করেন। বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষ্যে চারটি জলাভূমির মৎস্য চাষীদের সিফরীর তরফ থেকে জলাভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আউটবোর্ড ইঞ্জিন সহ এফআরপি ফিশিং বোট এবং সিফরী এইচডিপিই পেন প্রধান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধুমাত্র মানুষের মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে জলাভূমির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়নি বরং বিশেষজ্ঞ এবং জেলেদের মধ্যে আলোচনা এবং সহযোগিতার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এটি কাজ করেছে। মাছ ধরার সরঞ্জাম বিতরণ জলাভূমি ব্যবস্থাপনার প্রতি প্রতিশ্রুতি আরো জোরদার করেছে।

রাস্তা খারাপ, পায়ে হেঁটে মাসির বাড়ি গেলেন মন্ত্রী!

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাসির বাড়ি বেড়াতে এসে গাড়ি নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে পারলেন না রাজ্যের মন্ত্রী। একপকার বাধ্য হয়েই গাড়ি ছেড়ে টোটো, আবার পায়ে হেঁটে যেতে হল মাসির বাড়ি। রায়না ১ ব্লকের পলাশন গ্রামে রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি এসেছিলেন, রাস্তা খারাপের জন্য কখনো টোটো , কখনো পায়ে হেটে যেতে হল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামে ঢোকার ঢালাই রাস্তা থাকলেও রাস্তাই শেষের দিকে বেহাল দশা। বৃষ্টি হলে আরও খারাপ অবস্থা হয়। গ্রামে কেউ অসুস্থ হলেও চারচাকা গাড়ি ঢোকে না। সব রাজনৈতিক দলগুলো আশ্বাস দিলেও কাজ হয়না। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন ''দেখলাম কিছুটা রাস্তা বাকি আছে, আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো। তবে আমার বিধানসভা এলাকায় জঙ্গল মহলে এভাবেই আমরা টোটো, পায়ে হেঁটেই ঘুরি''। যদিও পলাশন গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান বলেন, আগের বোর্ড তৃণমূল ছিল তারা কেন করেনি জানিনা। আমরা এসেছি কয়েক মাস হয়েছে, রাস্তা দুটোর ট্রেন্ডার হয়ে গেছে বৃষ্টির জন্য আটকে আছে, বৃষ্টি কমে গেলে কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পলাশন পঞ্চায়েত দখল করে সিপিএম।

দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি ঃ রাতের শহরে গতির বলি। প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডে একটি বেপরোয়া গাড়ির নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল মুকেশ মিত্তল নামে এক ব্যবসায়ীর। গুরুতর জখম এক ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে। উল্টে যায়। গাড়ির নীচে চাপা পড়েন দুজন। এদিকে গাড়িতে ছিলেন তিনজন। দুর্ঘটনার পর তিনজনই পালিয়ে যায়। পরে ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

South Dum Dum Municipality

Nager Bazaar, Kolkata - 700 074
NOTICE INVITING E-TENDER
Tender Notice No. 805 Tender Notice Date: 2/2/2024

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 805/2/2023-2024 dated 02/02/2024 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. Last date of E-Submission: 21/2/2023. Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Sd/- Executive Officer
South Dum Dum Municipality

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT

Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, CHANDITALA Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Si no 1:-NIT no-62/CGP dt 02.02.2024 Tenderid-2024_ZPHD_659059_1 Publish Date-02.02.2024 10.00 AM; Name of The Work- CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM HO SUDIR GHOSH TO HO SHYAMALI GHOSH AT SAN 9 ;Fund- 15TH FC Tied ;Tender Amount-Rs. 271658.00 NIT no-62/CGP dt 02.02.2024 Tenderid-2024_ZPHD_659059_2 Publish Date-02.02.2024 10.00 AM; Name of The Work- UC Bullah Piling at Kalachara Kalitala;Fund- 15TH FC Tied ; Tender Amount-Rs199850.00 NIT no-62/CGP dt 02.02.2024 Tenderid-2024_ZPHD_659059_3 Publish Date-02.02.2024 10.00 AM; Name of The Work-Renovation of Meeting Hall at Chanditala Gram Panchayat ;Fund- 15TH FC Tied ; Tender Amount-Rs 169548.00 SL NO -2 NIT no-63/JGP dt 02.02.2024 Tenderid-2024_ZPHD_659061_1 Publish Date- 02.02.2024 10.00 AM; Construction of Pucca drain from Panchayet road to HO Bikash Baral at SN 2;Fund- 15TH FC Tied ; Tender Amount-Rs. 198656.00 NIT no-63/JGP dt 02.02.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_659061_2 Publish Date-02.02.2024 10.00 AM; INSTALLATION OF DRINKING WATER ATM NEAR PAIRAGACHA FOOTBALL GROUND ;Fund- 15TH FC Tied ; Tender Amount-Rs. 340685.00 NIT no-63/JGP dt 02.02.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_659061_3 Publish Date-02.02.2024 10.00 AM; INSTALLATION OF SUBMERSIBBLE PUMP AT SWM ;Fund- 15TH FC Tied ; Tender Amount-Rs. 121810.00 Completion Time-15 days .Late Date of Online Submission of technical & Financial BID upto:- 10.02.2024, 11.00 AM, Date of opening technical & Financial BID 12.02.2024 11.00AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

Notice Inviting E-Tender

E-Tender is here by invited by the Assistant Director of Agriculture, NayagramBlock,Jhargram& PIA (WDC-2.0/04/2021-2022) on behalf of the Governor Of West Bengal for the work of NRM activity. Tender Reference No:05/PMKSY-WDC2.0/08/2023-24/NGM& Ref. Memo No-55/PMKSY-WDC2.0 For Details visit website- www.wbetenders.gov.in

Sd/Assistant Director of Agriculture,
NayagramBlock,Jhargram& PIA
(WDC-2.0/04/2021-2022)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** বিমানবন্দর (জয় হিন্দ) স্টেশন এবং এনএসসিবিআই এয়ারপোর্ট টার্মিনাল সংযোগকারী সাবওয়ে-তে ট্রাভেলেটর-এর ডিজাইন, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৫,০৪,৩৪,৬৩৪.৮৮ টাকা মাত্র। **প্রি-বিড মিটিং-এর স্থান, তারিখ ও সময়ঃ** ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট-এর চেম্বার, প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, ৭ম তল, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১-এর অফিস। **তারিখ-১২.০২.২০২৪ সকাল ১১টা (প্র.ভা.স.)। বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**।
টেন্ডার নং.ঃ ইএলপি_৯৭_টিআরএভি_বিবি_ডিটি২৫-১১-২৩

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

CSB Bank

Trusted Heritage Smart Future

PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS

The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Bank's dues by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank,the gold ornaments pledged with the bank as security by the respective borrowers for the loans availed by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net on 13th February 2024 at 10.30 AM The auction may be adjourned to any other later date at the discretion of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are hereby further informed that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank.

S.No.	Branch Name	Account Name	Client ID	No. of Acc.	Bal. Outstanding as on 30-01-2024	Weight (grams)
1	KOLKATA - BURRA BAZAR	DINESH KESHARWANI	436870	1	399062.44	100.9
2	KOLKATA - BURRA BAZAR	SHIVA SONI	438464	1	237140.21	57
3	KOLKATA - BURRA BAZAR	OMPRAKASH KESHARWANI	2671361	2	604479.88	152.4
4	KOLKATA - BURRA BAZAR	NEHA NIGAR	4581128	1	71071.14	18.3
5	KOLKATA - BURRA BAZAR	OMAR ALI MOLLA	7234403	1	662437.35	134.2
6	SALT LAKE CITY	BHANU BISWAS	4342499	1	1083246.78	219.1
7	SALT LAKE CITY	ANJALI BISWAS	4652043	1	205858.5	41.5
8	SALT LAKE CITY	RINA GANGULY	4659330	1	172138.16	42.04
9	SALT LAKE CITY	ANITA CHOURASIA	4662986	1	201854.09	43.3
10	SALT LAKE CITY	ANIRBAN SINHA	7279462	1	2182630.06	444.72
11	SALT LAKE CITY	SANDEEP AGARWAL	7413632	1	847436.35	172.62
12	SALT LAKE CITY	SAJJAN AGARWAL	7438322	1	737344.65	150

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please visit/login to the e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net

Authorised Officer
CSB Bank

Kolkata | 03 February 2024

E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing memo nos are- 90/RGP/24, 91/RGP/24, 92/RGP/24 ,dated-03/02/2024 of the undermentioned for"CONSTRUCTION OF DRAIN, SINKING OF SUBMERSIBLE PUMP, UPGRADATION OF BUILDING" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: 12/02/2024, 11:00 am, Date of Opening 15/02/2024, 11:00 am. For details, please see www.etender.com. And office Notice Board

Sd/-
Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

রেজি . অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, পি.এস.শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭,
টেল নম্বরঃ ০৩৩ ৪০৬৬ ৮০৭২
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.in
ই-মেইল আইডি ঃ foundryfuel@gmail.com
CIN: L50500WB1964PLC026053

নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল প্রবিধান ২৯(১) (এ) এবং ৪৭(১)(এ) পঠিত SEBI এর রেগুলেশন ৩৩ সহ (তালিকা বাধ্যবাধকতা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ যে সভা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ করবে ৮৪, মেকার মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে চেম্বার III, নরিমান পয়েন্ট, সোমবার মুম্বাই ৪০০০২১, ফেব্রুয়ারী ১২, ২০২৪ বেলা ০৩.০০ পর্যন্ত আন্তঃ-আলিয়া, বিবেচনা, অনুমোদন এবং গ্রহণ স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত রেকর্ড জন্য কোম্পানির আর্থিক ফলাফল ৩১.১২.২০২৩ ত্রৈমাসিক শেষ হয়েছে। এই তথ্য এছাড়াও পাওয়া যায় কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.foundryfuel.in এর ওয়েবসাইটে স্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড www.bseindia.com।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা /- (সুনীল বিশ্বম্ভরন)
ডিরেক্টর
DIN: 02831247

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ০১.০২.২০২৪

Namkhana Gram Panchayat

Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E- tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 07/NAMGP/24 (2023-2024), dt: 02/02/2024(Fund-5 th 1 ST inst. Tied & Un-Tied/(23-24). Last Date of Bid Submission: 12/02/2024, 15:00 Hrs. Date of Opening: 15/02/2024, 11:30 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS. or Visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Namkhana Gram Panchayat

Jiaganj-Azimganj Municipality

P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad
West Bengal; PIN-742122.
e-mail – jamunicipality@gmail.com
Phone: 03483-253222

Sl.	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1.	Preparation of Detailed Project Report including technical vetting from competent authority for "Renovation &; Upgradation of Bhagawan Mahavir 25th Centenary Building, Nahar Public Cultural Hall at Ward No – 17	NIeQ No – 03 2024, Sl - 01	12.02.2024
2.	Improvement of Road from Burning Ghat to Town Entrance Gate via Bharat Seba Ashram &Hunuman Mandir at Ward No – 01	NIeT No – 04/ 2024, Sl - 01	19.02.2024
3.	Improvement of road from Netajee Moor to St. Joshep School via S.S Colege & Girls School covering Ward No - 01, 02 & 05 under Jiaganj - Azimganj Municipality.	NIeT No – 04/ 2024, Sl - 02	19.02.2024
4.	Improvement of road from Rabindra Statue to PWD Road via R.B.S.V.M School and Girl's Hostel Moor to Toll Gate Via RDK College covering Ward No - 03 & 04 under Jiaganj - Azimganj Municipality.	NIeT No – 04/ 2024, Sl - 03	19.02.2024
5.	Improvement of road from High School Para Moor to Sultan Sk house via DAV School at Ward No - 04 under Jiaganj - Azimganj Municipality.	NIeT No – 04/ 2024, Sl - 04	19.02.2024
6.	Comprehensive Renovation / Refurbishment of the Ganga River Banks at Ward No - 17 under Jiaganj - Azimganj Municipality	NIeT No – 04/ 2024, Sl - 05	19.02.2024
7.	Renovation of existing pond namely "Gakul Kundo" just behind of Azimganj Municipality's Office Building vide Plot No -R.S - 243, L.R - 330, in Mansurganj Mouza, J.L. No - 238, at Guripara, Ward No -13 under Jiaganj - Azimganj Municipality	NIeT No – 04/ 2024, Sl - 05	19.02.2024
8.	Survey, Geo-technical Investigation, Design & Drawing along with Vetting from competent Authority as per nature of work for construction of Development projects within Jiaganj - Azimganj Municipality complete in all respect as per direction of EIC.	NIeT No – 05/ 2024, Sl - 01	19.02.2024
9.	Laying of Conveying pipe line (D.I. Pipes All types & Class) along with Permanent restoration of roads as stated under "Scope of Work" for Water Supply Scheme within Jiaganj-Azimganj Municipality area in the District Murshidabad Under State Special Infrastructure Fund.	NIeT No – 06/ 2024, Sl - 01	19.02.2024

Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

Government Of the Block Dev. Officer

Sankaril Dev. Block, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender Sl No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	BDO/SNK/e-NIT-29/ 2023-24	2024_ZPHD_ 659800	01 to 02	10/02/2024	12/02/2024

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Block Dev. Officer
Sankaril Dev. Block, Howrah

NIT No-13/MoshGP/2023-24(2nd Call)

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for few Works, within Moshiara GP details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (WS)/Br-XI, KMC invites e-tender for the following works. (Submission of Bid through online).

1. NIT NO. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/88/2023-24 Date 30.01.2024
Name of work **: Water Supply leak repair with re-laying of 200 and 450 MM Dia pipe at Bandipur Road Junction near Khasmahal Math in Ward No.113.** Estimated Amount (including GST & Cess) **: Rs.2,14,886.73.** Earnest Money **: Rs.4,300.00.**

2. NIT NO. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/86/2023-24 Date 30.01.2024
Name of work **: Link connection of newly installed Big Dia T/Well and Pipe laying with ancillary works at Vidyasagar Park near Youth Club in Ward No.113, Br.-XI.** Estimated Amount (including GST & Cess) **: Rs.1,50,710.83.** Earnest Money **: Rs.3,100.00.**

3. NIT NO. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/87/2023-24 Date 30.01.2024
Name of work **: Link connection of newly installed Big Dia T/Well with Pipe laying with ancillary works at Inside Bansdroni Police Station in Ward No.113, Br.-XI.** Estimated Amount (including GST & Cess) **: Rs.1,25,161.24.** Earnest Money **: Rs.2,600.00.** Time of Completion **: 28 Days (for Sl.No. 1 to 3).** Last Date and Time of Online Submission of Tender **: 12.02.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** Technical Bid Open Date and Time (Online) **: 15.02.2024 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** For full and further details, please visit the websites **http://www.etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/ reject any/all tenders without showing any reason. **(for Sl.No. 1 to 3).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/W/73/T-05/2023-24
Name of work **: Laying of 100 MM Dia D.I.F. W service main along Kalighat Road from 39/1 Kalighat Road to 17 Kalighat Road (Charak Danga More) in Ward No.73.** Estimated Amount **: Rs.2,07,107.00.** Earnest Money **: Rs.4,200.00.** Period of Completion **: 10 Days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/W/74/T-06/2023-24
Name of work **: Laying of 100 MM Dia F. W . Main at 42/2A Raja Santosh Road to 42C Raja Santosh Road, all 40C Raja Santosh Road Bustee Gali in Ward No.74.** Estimated Amount **: Rs.4,69,974.00.** Earnest Money **: Rs.9,400.00.** Period of Completion **: 12 Days.** Last Date of receipt/ opening of Tender (Online) **: 17.02.2024 at 5 p.m./ 20.02.2024 at 12 noon (for Sl.No.1) and 17.02.2024 at 5 p.m./21.02.2024 at 12 noon (for Sl.No.2).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Ex.Eng.(WS)/ N, KMC invites Tender online in two Bid system for following works :-

1. E-NIT NO. : KMC/WS/N/23-24/20/102
Name of work **: Development of Filter Water Supply at 72 M.D. Road, 23/1 Kashi dutta Street and surrounding areas in Ward No.20.** Estimated Cost **: Rs.4,88,140.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**

2. E-NIT NO. : KMC/WS/N/23-24/18/101
Name of work **: Providing water connection at 10 No. Bathroom in Ward No.18.** Estimated Cost **: Rs.2,49,360.00.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Time of Completion **: 15 days (for Sl.No. 1 & 2).** Last date and time of submission of Bid **: 10.02.2024 upto 9 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The tender will be opened on **: 12.02.2024 at 9 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available on and from **02.02.2024 after 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The website **wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Ex.Eng.(WS)/(ARSM SQ.BPS) invites tender online in two-bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/ARSM/54/2023-24
Name of work **: Replacement of 600 mm dia butterfly valve for pump no.4 at Jorabagan WTP cum BPS.** Estimated Amount **: Rs.2,17,494.00.** Earnest Money **: Rs.4,400.00.** Period of Completion **: 30 days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/ARSM/53/2023-24
Name of work **: Restoration of pipeing system for inlet, delivery, overflow and cleaning line of alum vats at Jorabagan WTP cum BPS.** Estimated Amount **: Rs.1,19,249.00.** Earnest Money **: Rs.2,400.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last date and time of submission of bid **: 19.02.2024 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** For detailed information please visit website **: https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/195
Name of work **: Installation of Three Nos. 450 MM Dia sluice valve on 450 MM Dia interconnection pipeline between 1050 MM Dia Gandhi Maidan BPS Feeding Line and 600 MM Dia Budge Budge PS delivery line opposite Central Godown of GRWW.** Estimated Amount **: Rs.1,96,218.00.** Earnest Money **: Rs.3,924.00.** Period of Competion **: 7 Days.**

2. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/145
Name of work **: Dewatering arrangement on urgent basis to facilitate Rehabilitation Work of damaged 'Y' Junction of M.S. 1500 MM and MS 1050 MM filtered water pipeline opposite 25 MGD WTP on Santoshpur Road.** Estimated Amount **: Rs.2,52,829.00.** Earnest Money **: Rs.5,057.00.** Period of Competion **: 25 Days.**

3. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/197
Name of work **: Installation of 600 MM Dia Sluice Valve on extended portion of 600 MM Dia Budge Budge BPS Feeding Line inside Garden Reach STP.** Estimated Amount **: Rs.2,67,779.00.** Earnest Money **: Rs.5,356.00.** Period of Competion **: 8 Days.** Last Date and Time of receipt/ opening of Tender (Online) **: 15.02.2024 at 2 p.m./ 17.02.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The O.S.D. & E.O. Director General (WS), KMC invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).

NIT NO. : KMC/WS/C/BR-VI/SEC-G/MPLAD/01/23-24
Name of work **: Development of filtered water supply by laying new 100 MM Dia DI Pipe from 39A, Nirmal Ch. Street to 6/1, Arkur Dutta Lane, under Ward-51.** Estimated Amount (Including GST & CESS) **: Rs.4,99,932.64.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Time of Completion **: 45 days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender **: 16.02.2024 at 5 p.m.** Tender Open Date and Time **: 19.02.2024 at 1 p.m.** For full and further details, please visit the websites **http:// www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (E)/MGPS & WPS, Water Supply, KMC invites Tender online in two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/WPS/05/2023-24 (1st Call)
Name of work **: Improvement of Ceiling and its allied works for the Old Staff Room at Ground Floor of Two Storied Office Building under Watgunge Pumping Station.** Estimated Amount **: Rs.2,84,114.03.** Earnest Money **: Rs.5,700.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time for Submission of Bid (Online) **: 20.02.2024 upto 12 noon.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://etender.wb.nic.in**

The Ex.Eng.(W.S)/(TPS) invites tender online in two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/TPS/70(RT)/2023-2024
Name of work **: Installation of 1500 MM Dia. Butterfly Valve for Isolation of Station-1 and Overhead Tank of TPS.** Estimated Amount **: Rs.4,78,914.80.** Earnest Money **: Rs.9,600.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last date and time of submission of bid **: 17.02.2024 upto 2 p.m.** For detail information please visit website **: https://wbtenders.gov.in**

1378 / 23-24

সুরজের তেজে কামাল, পৃথ্বী শ'র কামব্যাক রঙিন হল না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ দিন পর চোট সারিয়ে ২২ গজে ফিরলেন মুম্বইয়ের তারকা ওপেনার পৃথ্বী শ। কিন্তু কামব্যাক ম্যাচটা রঙিন হল না পৃথ্বীর। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে ফিট সার্টিফিকেট পাওয়ার পর তিনি বাংলার বিরুদ্ধে ইডেনে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নেমেছিলেন। মাত্র ৩৫ রান করেই মাঠ ছাড়লেন। চলতি রঞ্জি মরসুমে অভিষেক হওয়া সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল তুলে নিয়েছেন পৃথ্বীর উইকেট। আজ, শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে শুরু লালওয়ানির সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমে প্রথম উইকেটে পৃথ্বী তোলেন ৫০ রান। অঙ্কিত মিশ্র তুলে নেন ভুপেনের (১৮) উইকেট। তিনি ফিরলে হার্দিক তোমারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন পৃথ্বী। ১৮.৩ ওভারে তাঁর উইকেট তুলে নেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। চলতি রঞ্জিতে আপাতত চার ম্যাচে বাংলার ঝুলিতে ১২ পয়েন্ট। আ রবোনাস সহ মুম্বইয়ের ঝুলিতে রয়েছে ২০ পয়েন্ট। এ বারের রঞ্জিতে বাংলার নকআউটের রাস্তা খোলা রাখতে হলে মুম্বইকে হারাতেই হবে

হয়েছে বাংলা বনাম মুম্বইয়ের রঞ্জি ম্যাচ। টস জিতে মুম্বইকে ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলার ক্যাপ্টেন মনোজ তিওয়ারি। গত কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে ওঠেননি পৃথ্বী শ। ফলে এই রঞ্জি মরসুমে তাঁকে মাঠে দেখা যাবে না। শোনা গিয়েছিল, তাঁর ২২ গজে প্রত্যাবর্তন হবে আইপিএলে। অবশ্য তার আগেই মাঠে ফিরলেন পৃথ্বী। বাংলার বিরুদ্ধে ওপেনিংয়ে নেমে ৮৩.৩৩ স্ট্রাইকরেটে ৪২ বলে ৩৫ রান করেন পৃথ্বী শ। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার। কোনও ছয় মারেননি তিনি। ভুপেন মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলাকে। পৃথ্বী দীর্ঘদিন জাতীয় দলে ব্রাত্য। আইপিএলে খেলেন। এবং এ বার ঘরোয়া ক্রিকেটেও ফিরলেন। গত বছরের আগস্টে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে পৃথ্বী শ চারটি ম্যাচ খেলেছিলেন। তাতে একটি ডাবল সেঞ্চুরি ও একটি সেঞ্চুরিও করেছিলেন। হাঁটুর চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে রিহ্যাবে ছিলেন। এনসিএতে দিনরাত এক করে পরিশ্রম করেছিলেন পৃথ্বী। তারপর পুরো ফিট হয়ে উঠেছেন।

কুম্ভের মতো একা লড়ছেন যশস্বী

১৭৯ করে ভারতকে ৩৩৬-এ নিয়ে গেলেন

বিশাখাপত্তনম, ২ ফেব্রুয়ারিঃ ছয় মেরে সেঞ্চুরি করেছিলেন। চার মেরে পার করেছেন ১৫০ রান। দিনের শেষ ১৭৯ রানে রয়েছেন ক্রিজে। এই তিনিই যে বিশাখাপত্তনমে শনিবারও ফোকাসে থাকবেন, তাতে আর সন্দেহ কী! ২২ বছর মাত্র বয়স। তাতেই ডাবল সেঞ্চুরির গল্প শোনাচ্ছেন যশস্বী জয়সওয়াল। বাঁ হাতি ওপেনারের অনবদ্য সেঞ্চুরি দেখে কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর পর্যন্ত টুইটারে লিখেছেন, 'যশস্বী ভব!' হায়দরাবাদ টেস্টেও সেঞ্চুরি করে ফেলছিলেন প্রায়। কিন্তু ৮০ রানে থেমে যেতে হয়েছিল। বিশাখাপত্তনমে সেই স্বপ্নপূরণ করে ফেললেন। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় টেস্টেই অনবদ্য পারফরম্যান্স যশস্বীর। কার মন্ত্র নিয়ে এল সাফল্য? ম্যাচের পর বলে দিলেন, ''উইকেট শুরুতে একটু ড্যাম্প ছিল। বল থমকে আসছিল। দুপুরের পর থেকে উইকেট সহজ হয়েছিল অনেকটা। তবে স্পিন ধরতে শুরু করেছিল। রোহিত ভাই আর রাহুল স্যার আমাকে মেসেজ পাঠাচ্ছিল শেষ পর্যন্ত খেলতে হবে। আমিও ঠিক করে নিয়েছিলাম, সেশন বাই সেশন খেলব। শেষ পর্যন্ত থাকব উইকেটে।'' ২০১১ সাল থেকে দেশের মাঠে টেস্ট সিরিজ ধরলে বড় রেকর্ড করে ফেললেন উত্তরপ্রদেশের ছেলে। টেস্টের প্রথম দিন সবচেয়ে রান করলেন যশস্বী। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৫৬ নট আউট করেছিলেন বিরাট কোহলি। ২০২১ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মার ছিল ১৬১। দুই সুপারস্টারকে টপকে ২২ বছরেই ১৭৯ রানের দুরন্ত পারফরম্যান্স। দিনের শেষে নট আউটও আছেন। ২৫৭ বল খেলে ১৭৯ নট আউট করেছেন। স্ট্রাইকরেট ৭০। কিন্তু স্পিনের বিরুদ্ধে অনেক বেশি আগ্রাসী ছিলেন। ইংল্যান্ডের স্পিনারদের বিরুদ্ধে ৮১ স্ট্রাইকরেট ছিল যশস্বীর। কমেন্ট্রিতে পার্থিব প্যাটেল বলছিলেন, ''শটের নিয়ন্ত্রণ এত ভালো যে, খুব সহজে যে কোনও বল সামলাতে পারছে। ড্রাইভের ক্ষেত্রে শরীরের ভারসাম্য থাকাটা দরকার। যশস্বী কিন্তু ব্যালান্স ধরে রেখে নিজের ইনিংসটা খেলে গিয়েছে।'' এক দিকে তিনি যখন খেলে যাচ্ছেন, উল্টো দিকে একের পর এক উইকেট পড়েছে। রোহিত (১৪), শুভমন গিল (৩৪), শ্রেয়স আইয়ার (২৭), রজত পাতিদার (৩২), অক্ষর প্যাটেল (২৭), শ্রীকর ভরত (১৭) কেউই টিমকে বেশি দূর টানতে পারেননি। কিন্তু যশস্বীকে থামানো যায়নি। দিনের শেষে ৩৩৬-৬ তোলার পিছনেও যশস্বীর ইনিংস। দিনের শুরুটা দুটো টিমের কাছেই ধীরে চলো নীতি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সেশনে যশস্বী পাল্টা আক্রমণের পথে হেঁটেছেন। তৃতীয় সেশন আবার ইংল্যান্ডের। প্রশ্ন একটা থেকেই যাচ্ছে, শুভমন, শ্রেয়সরা আর কবে খেলবেন? দুই ক্রিকেটারই আবার ব্যর্থ। অভিষেক হওয়া রজতের আউটটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু অক্ষর, শ্রীকররা কেন ধৈর্য দেখাবেন না? লেগস্পিনার রেহান আহমেদ, অভিষেক হওয়া শোয়েব বশির নিয়েছেন দুটো করে উইকেট। ৪২ বছরের জেমস অ্যান্ডারসনও নিয়ে গেলেন একটা উইকেট। ম্যাচের শেষে যশস্বী কিন্তু বলে গেলেন, ''ঠিক করেছিলাম, মারার বল পেলে তবেই মারব। শেষ পর্যন্ত থাকার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছিলাম। কাল নামব আবার। ডাবল সেঞ্চুরির জন্য চেষ্টা করব।'' যশস্বীর দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে ভারত। বেন স্টোকসের ইংল্যান্ডকে হারাতে হলে বড় রান চাই। যশস্বী ছাড়া আর কে দেবেন?

'মেসির জন্য সৌদি আরব অভিশাপ হয়ে উঠেছে'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সৌদি আরব-মরুর দেশটি লিওনেল মেসির জন্য সৌভাগ্যের নাকি দুর্ভাগ্যের? আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক এমনিতে সৌদি আরবের পর্যটনদূত। আরব দেশটির সঙ্গে সেদিক থেকে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভালো। পর্যটনদূত হওয়ার পর বছরে অন্তত একবার পরিবারসহ সৌদি আরবে বেড়াতে যাচ্ছেন মেসি। শুধু পর্যটনদূত হিসেবে বেড়ানোই নয়, মেসি দুই বছর ধরে সৌদি আরবে যাচ্ছেন ফুটবল খেলতেও। গত বছর পিএসজির হয়ে প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলেন। আল হিলাল ও আল নাসরের মিলিত একাদশের বিপক্ষে পিএসজির ৫-৪ ব্যবধানের জয়ে একটি গোলও করেছিলেন। তারও আগে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে সৌদি আরবের বিপক্ষে খেলেছিল মেসির আর্জেন্টিনা। গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে আর্জেন্টিনা হেরে গিয়েছিল ২-১ গোলে। এবার আবার মেসি সৌদি আরবে গেছেন আল হিলাল ও আল নাসরের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলতে। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দল আল নাসরের কাছে অবশ্য ৬-০ গোলে উড়ে গেছে মেসির ইন্টার মায়ামি। চোটের কারণে এই ম্যাচে আল নাসরের হয়ে খেলতে পারেননি রোনাল্ডো। মেসিও শেষ দিকে বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছেন। তিনি মাঠে নামার আগেই ৬-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। ভিআইপি গ্যালারিতে বসে আল নাসরের কাছে মেসির

মায়ামির বিধ্বস্ত হওয়াটা উপভোগ করেছেন তাঁর এক সময়ের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডো। মেসিদের এভাবে উড়ে যাওয়া ম্যাচের পর তাঁকে ও তাঁর দল মায়ামিকে নিয়ে মজা করেছেন সৌদি আরবের বিনোদন বিভাগের চেয়ারম্যান তুর্কি আলালশিখ। এসএসসি টেলিভিশনের এক লাইভ প্রোগ্রামে তিনি মেসিকে একটি খোঁচাও দিয়েছেন। সৌদি আরবে ফুটবলে মেসির অম্লমধুর অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে তুর্কি আলালশিখ বলেছেন, ''দেখে মনে হচ্ছে, সে (মেসি) জানত ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর চোট আছে। সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল, আল নাসর তাদের উড়িয়ে দেবে। তাই ক্রিস্টিয়ানোবিহীন আল নাসরের কাছে হার এড়াতে চেয়েছে সে। মেসির জন্য সৌদি আরব অভিশাপ হয়ে উঠছে।'' এবারের সৌদি আরব সফরে মেসির ইন্টার মায়ামি এর আগে আল হিলালের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৪-৩ গোলে। যুক্তরাষ্ট্রে মেজর লিগ সকারের পরের মরসুম শুরু এ মাসের শেষ দিকে। সর্বশেষ মরসুমে ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৫ দলের মধ্যে ১৪তম হয়েছিল মায়ামি।

বাবার বিয়ে নিয়ে মানসিক চাপে সানিয়ার ছেলের, স্কুলেও হেনস্থা

হায়দরাবাদ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ বিচ্ছেদ সহজ নয়! বিশেষত মা-বাবার। কোনও বাচ্চাই মা-বাবার বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারে না। পারেনি সানিয়া-শোয়েবের ছেলে ইজহানও। সম্প্রতি ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সঙ্গে পাক ক্রিকেটার শোয়েব মল্লিকের বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের খবর সামনে আসে

যখন শোয়েব সোশ্যাল মিডিয়ায় পাক অভিনেত্রী সানার সঙ্গে নিজের বিয়ের ছবি পোস্ট করেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই মা-বাবার বিচ্ছেদে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে ইজহান। সেলিব্রিটি মা-বাবার বিচ্ছেদের খবর চাপা থাকেনি ইজহানের স্কুলেও। ফলে তাকে স্কুলেও বেশ হেনস্থা হতে হচ্ছে বলে দাবি সূত্রের। ছয় বছরের ছেলেটিকে এতটাই মানসিক চাপ দেওয়া হচ্ছে, যে সে আর স্কুলে যেতে চাইছে না। বেশ কিছুদিন সম্পর্কে থাকার পর ২০১০-এ বিয়ে করেন সানিয়া-শোয়েব। ২০২১৮-এ জন্ম হয় ইজহানের। কিন্তু তার ৬ বছর কাটতে না কাটতেই মা-বাবা আলাদা হয়ে গেল। এই ঘটনা মেনে নিতে পারছে না ছোট্ট ইজহান। সানিয়া মির্জা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁকে দুটি বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে থাকতে। তাদের মধ্যে একজন ইজহান। এখন ছেলের মানসিক চাপ কমানোই মূল লক্ষ্য টেনিস তারকার।

হোসেলুর জোড়া গোলে শীর্ষে ফিরল রিয়াল

জিরোনা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ স্প্যানিশ লা লিগার শিরোপা লড়াইটা এই মুহূর্তে চলছে দুটি দলের মধ্যে। সেই দুই দলের একটি রিয়াল মাদ্রিদ হলেও অন্যটি বার্সেলোনা বা আতলেতিকো মাদ্রিদ নয়। লড়াইটি মূলত রিয়াল ও জিরোনার। হেতাফের মাঠে ২-০ গোলের জয়ে লড়াইয়ে এগিয়ে গেল রিয়াল। পাশাপাশি এ জয় রিয়ালকে ফিরিয়েছে শীর্ষে। ম্যাচে রিয়ালের হয়ে জোড়া গোল করেছেন হোসেলু। ২২ ম্যাচ শেষে রিয়ালের পয়েন্ট এখন ৫৭, সমান ম্যাচে জিরোনার পয়েন্ট ৫৫। অন্য দিকে তিনে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৪৭। চারে থাকা বার্সার পয়েন্টও ৪৭। তবে গোল গড়ে পিছিয়ে আছে বার্সা। প্রতিপক্ষের মাঠে এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল রিয়াল। এ সময় আয়োজকদের কোনও সুযোগ না দিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নেয় তারা। ফলে এগিয়ে যেতে রিয়ালকে ১৪ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। কাছাকাছি জায়গা থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন হোসেলু। এগিয়ে গিয়ে রিয়াল আক্রমণের ধার আরও বাড়ায়। চেষ্টা করে দ্রুত ব্যবধান বাড়িয়ে ম্যাচ নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার। যদিও হেতাফের রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না তারা। ২৭ মিনিটে কাছাকাছি গিয়েও গোল পাওয়া হয়নি রিয়ালের। ৩২ মিনিটে ফেদেরিকো ভালভের্দের শট চলে যায় বারের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত আর কোনও গোল ছাড়া শেষ হয় প্রথমার্ধ। বিরতির পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল রিয়ালের কাছে। তবে এ সময় হেতাফেও চেষ্টা করে রিয়ালকে চাপে ফেলার। ৫৩ মিনিটে ম্যাসন গ্রিনউডের প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখেনি। ২ মিনিট পর আরও একবার কাছাকাছি যায় তারা, যদিও এবারও গোল যেন দূরের বাতিঘর। তবে হেতাফে গোল না পেলেও ভুল করেনি রিয়াল। ৫৬ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল আদায় করেন হোসেলু। ম্যাচের ৬২ মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। অবশ্য রিয়ালের গোলবঞ্চিত হওয়ার জন্য দারুণ কৃতিত্ব ছিল হেতাফে গোলরক্ষকের। ৬৬ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমানোর সুযোগ এসেছিল নেমানিয়া মাকসিমোভিচের সামনে। কিন্তু গোলটি করতে ব্যর্থ হন তিনি। এরপর অবশ্য দুই দলই সুযোগ পেয়েছিল গোল করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কোনও দলই গোলের দেখা পায়নি। ২-০ গোলের দারুণ এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল।

আইএসএল ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল কোচের নজরে 'আট' পয়েন্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সদ্য কলিঙ্গ সুপার কাপ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে এক্সট্রা টাইমে রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নিয়েছে লাল-হলুদ। এ বার আইএসএলে ফোকাস ঘোরাতে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই কলকাতা ডার্বি। এ মরসুমে এখনও অবধি তিন বার মুখোমুখি হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। এর মধ্যে দু-বার জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান দেখলে যা বিরল। শনিবাসরীয় ডার্বির আগে নিজের এবং টিমের লক্ষ্যের কথা খোলসা করলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ডার্বি হোক বা অন্য কোনও ম্যাচ। জিতলে তিন পয়েন্টই আসবে। তা হলে কার্লেস কুয়াদ্রাতের আট পয়েন্ট কেন! ডার্বির আগে সতর্ক ইস্টবেঙ্গল কোচ। তারও কারণ রয়েছে। ডার্বি প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত বলছেন, ''কোনও বড় ব্যবধানে কিংবা ট্রফি জয়ের পর অনেক ক্ষেত্রেই মনোসংযোগে বাধা আসে। এর আগে আমি বেঙ্গালুরুর কোচ থাকাকালীনই হয়েছে। আমরা সদ্য সুপার কাপ জিতেছি। মনোসংযোগে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, সেটা নিয়েই কাজ করছি। তবে আমার প্লেয়ারদের প্রেরণার অভাব নেই এটুকু বলতে পারি। আরও একটা বড় ম্যাচ খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ওরা।''

৭ গোলের 'থ্রিলার' জিতল ইউনাইটেড

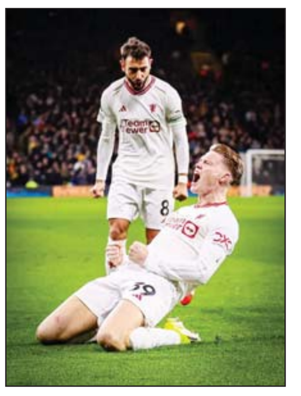

ওল্ড ট্রাফোর্ড, ২ ফেব্রুয়ারিঃ নির্ধারিত সময়ের পর যোগ করা সময়ের খেলা চলছিল তখন। ইংলিশ প্রিমিয়র লিগে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে তাদের মাঠে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এগিয়ে ৩-২ গোলে। ইউনাইটেডের চোখ তখন পূর্ণ তিন পয়েন্টে। কিন্তু এরপরই যোগ করা সময়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডের দলটিকে স্তব্ধ করে ম্যাচে সমতা ফেরায় উলভস। এই গোল ইউনাইটেড খেলোয়াড়দের যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তবে হাল ছেড়ে না দিয়ে লড়াইটা চালিয়ে যায় তারা। শেষ পর্যন্ত যা ফলও এনে দিয়েছে। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচটা ইউনাইটেড জিতেছে ৪-৩ গোলে। এ দিন ম্যাচে ৩-৩ সমতা আসার দুই মিনিট পরই ইউনাইটেডকে ভার মুক্ত করেন কোবি মাইনো। প্রায় একক প্রচেষ্টার অসাধারণ এক গোলে ফের লিড এনে দেন ইউনাইটেডকে। এই গোলের পর টেলিভিশন ক্যামেরা খুঁজে নেয় স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের হাসি মুখ। হয়তো 'ফার্গি টাইম'-এ গোল করায় সেই পুরোনো স্মৃতিতে ফিরেও গিয়েছিলেন ফার্গুসন। মাইনোর গোলটিই শেষ পর্যন্ত জয় এনে দিয়েছে ইউনাইটেডকে। এই ম্যাচের ৭১ মিনিট পর্যন্ত অবশ্য মনেই হয়নি ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে ইউনাইটেড পয়েন্ট হারাতে পারে। প্রতিপক্ষের মাঠে ইউনাইটেডের হয়ে ৫ মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ড এবং ২২ মিনিটে রাসমুস হয়লুন্দ গোল করেন। তবে এ দিন বেশি চোখ ছিল রাশফোর্ডের ওপর। সাম্প্রতিক সময়ে নেতিবাচক কারণে বেশ আলোচনায় ছিলেন তিনি। ম্যাচের ৭১ মিনিটে এক গোল করে ব্যবধান কমায় উলভস। এরপর ৭৫ মিনিটে ইউনাইটেডের হয়ে স্কট ম্যাকটমিনে গোল করলে ব্যবধান হয় ৩-১। নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে ব্যবধান ৩-২ করেন কিলম্যান। তখনও মনে হচ্ছিল ম্যাচটা ইউনাইটেডের দখলেই আছে। কিন্তু যোগ করা সময়ে রোমাঞ্চকর এক লড়াইয়ে রূপ নেয় এ ম্যাচ। তবে শেষ পর্যন্ত হাসিটা ইউনাইটেডের মুখেই ফুটেছে। দুর্দান্ত এ থ্রিলার জিতে পয়েন্ট তালিকার ৭ নম্বরে থাকল ইউনাইটেড। ২২ ম্যাচে 'রেড ডেভিল'দের পয়েন্ট ৩৫। আর ১১ নম্বরে থাকা উলভসের পয়েন্ট ২৯।

বিশাখাপত্তনমে কেন ভারতের একাদশে নেই সরফরাজ? ক্ষেপে লাল নেটিজেনরা

বিশাখাপত্তনম, ২ ফেব্রুয়ারিঃ সবুরে মেওয়া ফলে এই প্রবাদ কমবেশি সকলেই জানেন। কিন্তু মুম্বইয়ের ছেলে সরফরাজ খানের জন্য তা কখন ফলবে? দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ভারতীয় টিমের নেটে নামার সুযোগ হয়েছে সরফরাজের। কিন্তু বিশাখাপত্তনম টেস্টে ভারতের একাদশে সুযোগ পেলেন না তিনি। রঞ্জি ট্রফিতে ধারাবাহিক ভাবে ভালো পারফর্ম করে অবশেষে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন সরফরাজ। তারপর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি ট্রেন্ডিংয়ে ছিলেন। আজ, শুক্রবার বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে অভিষেক হয়েছে রজত পাতিদারের। তার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের ট্রেন্ডিংয়ে সরফরাজ খান। কেন তিনি নেই ভারতের একাদশে? জবাব চাইছেন নেটিজেনরা। সরফরাজ খান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে সুযোগ না পাওয়ায় তাঁর অনুরাগীরা এ বার প্রতিবাদে মুখর। নেটিজনরা পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর। তাঁকে নিয়ে একের পর এক বার্তা ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স এ। একজন লিখেছেন, 'সরফরাজ খানের সঙ্গে অবিচার হল।' মুম্বইকর সরফরাজের সঙ্গে চরম অবিচার হচ্ছে। এমনটাই দাবি করছেন তাঁর অনুরাগীরা। এক এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'সরফরাজ নেই..?? কী..??? দয়া করে কেউ একটু বিষয়টার বিশ্লেষণ করবেন। এটা অবিশ্বাস্য।' বিশাখাপত্তনমে টেস্ট ডেবিউ হওয়ার দৌড়ে সরফরাজ খানের সঙ্গে ছিলেন রজত পাতিদার। একদিকে রজতকে যখন একদল নেটিজেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আর এক দল নেটিজেন সরফরাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এখনও অবশ্য ৩টে টেস্ট ম্যাচ বাকি রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। এখন যেন সরফরাজ খান মনে মনে বলছেন, 'বেটার লাক নেক্সট টাইম'। বাকি থাকা ৩ টেস্টে সরফরাজ খানের শিঁকে ছেঁড়ে কিনা এ বার সেদিকেই নজর থাকবে তাঁর অনুরাগীদের।

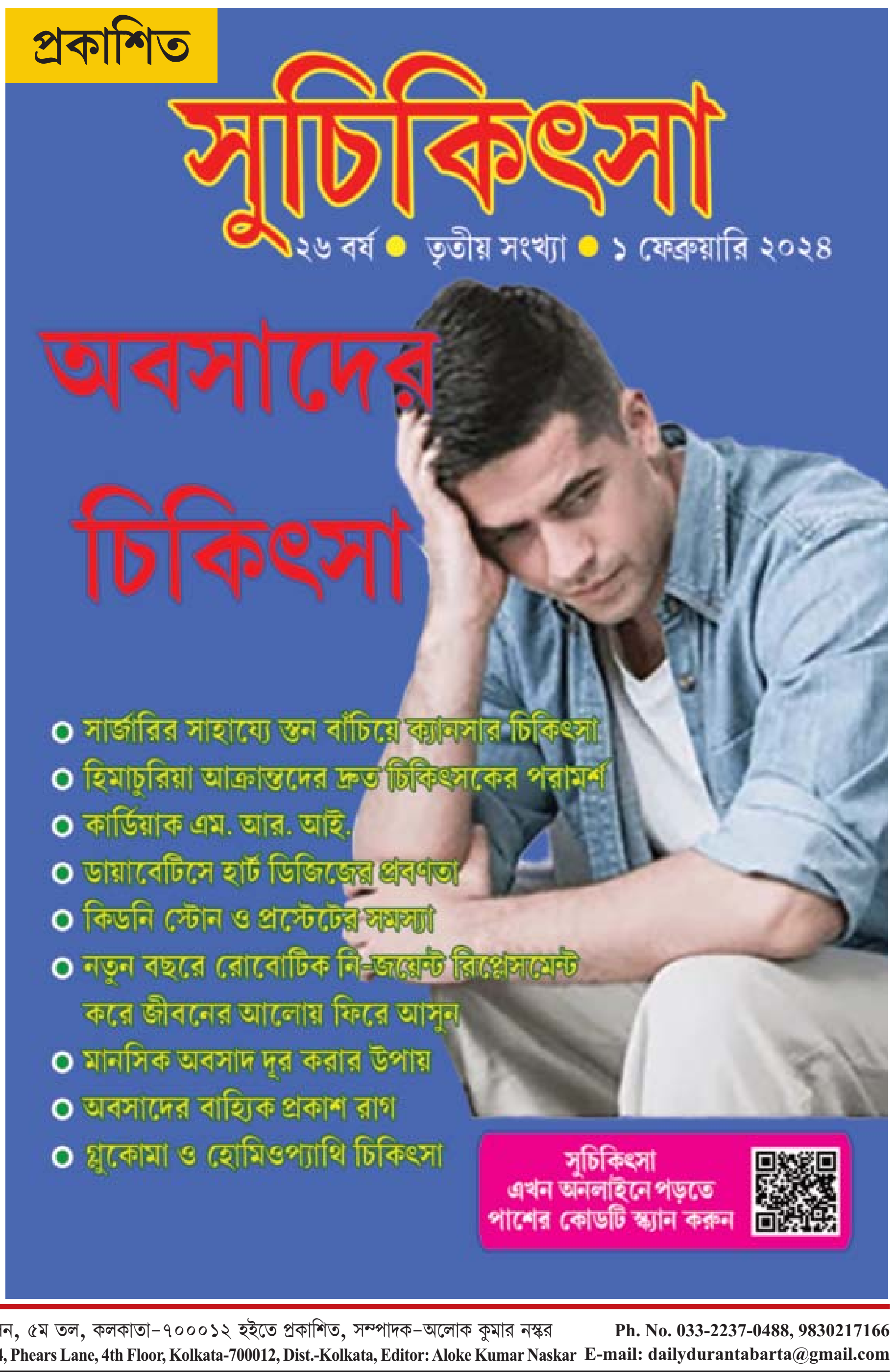

মেসি নামার আগেই মায়ামিকে ৬ গোল রোনাল্ডোবিহীন আল নাসরের

রিয়াধ, ২ ফেব্রুয়ারিঃ চোটের কারণে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো না থাকায় এই ম্যাচ আবেদন হারিয়েছিল আগেই। কেবল লিওনেল মেসির দিকেই চোখ ছিল সবার। কিন্তু সেই মেসিও ছিলেন না একাদশে। মেসি-রোনাল্ডো না থাকলেও আল নাসর-ইন্টার মায়ামির ম্যাচে গোলের কোনও অভাব ছিল না। যদিও সব গোলই ছিল একপাক্ষিক। মায়ামির জালে একে একে ছয় গোল দিয়েছে আল নাসর। এরপর ম্যাচের ৮৩ মিনিটে মেসি নামলেন বটে, ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। আধ ডজন গোল হজম করে ম্যাচ থেকে অনেক দূরে ছিটকে গেছে মেসি-সুয়ারেজদের মায়ামি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ হেরেছে ৬-০ ব্যবধানে। কদিন আগেই সৌদি লিগকে ফরাসি লিগের চেয়ে এগিয়ে রেখে বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন রোনাল্ডো। অনেকেই তখন বলেছিলেন, মেসি খেলে গেছেন বলেই রোনাল্ডো এমন কথা বলেছেন। তাই আজ মেসিদের সামনে সুযোগ ছিল অন্য ভাবে রোনাল্ডোর এই দাবির জবাব দেওয়ার এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার। তবে মাঠের লড়াইয়ে আল নাসরের সামনে দাঁড়াতেই পারল না মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দলটি। এমন নয় যে ম্যাচে বল দখলে দুই দলের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য ছিল। আল নাসরের ৫৩ শতাংশের বিপরীতে মায়ামির দখলে বল ছিল ৪৭ শতাংশ। তবে আল নাসর বড় পার্থক্য গড়েছে সুযোগ

তৈরিতে। ২১টি শট নিয়ে ১৪টি লক্ষ্যে রাখে তারা। অন্য দিকে ইন্টার মায়ামি ১২ শটের মাত্র ৩টিই রাখে লক্ষ্যে। আক্রমণের এই দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। রিয়াধের কিংডম অ্যারেনায় রোনাল্ডো না থাকলেও ম্যাচের মাত্র ৩ মিনিটে 'সিআর সেভেন'র পর্তুগিজ সতীর্থ ওতাবিওর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। এরপর ১২ মিনিটের মধ্যে সেই লিডকে ৩-০ করে রিয়াধের ক্লাবটি। ১০ মিনিটে তালিসকা এবং ১২ মিনিটে গোল করেন আইমেরিক লাপোর্তা। অর্থাৎ ম্যাচের সময় ১৫ মিনিট পেরোনোর আগেই ইন্টার মায়ামি পৌঁছে যায় খাদের কিনারে। যদিও প্রথমার্ধে লিডটাকে আর বাড়তে দেয়নি তারা। কিন্তু বিরতির পর ফের দেখা মেলে আল নাসরের রুদ্রমূর্তির। ৫১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চর্তুথ গোলটি করেন তালিসকা। পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন এই ব্রাজিলিয়ান। ৬৮ মিনিটে মহম্মদ মারানও গোল করলে ব্যবধান হয়ে যায় ৫-০। আর ৭৩ মিনিটে আধ ডজনের শেষ গোলটি আসে তালিসকার কাছ থেকে। আর এই গোলের মধ্য দিয়ে নিজের হ্যাটট্রিকও পূরণ করেন তালিসকা। আল নাসরের গোলবন্যার সঙ্গে এদিন দেখা মিলেছে উত্তাপের। ট্যাকেল করা নিয়ে দুদল ম্যাচের একপর্যায়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। যা প্রীতি ম্যাচকে বেশ অপ্রীতিকরও করে তুলেছিল। সব মিলিয়ে ইন্টার মায়ামি একের পর এক ভুলে যাওয়ার মতোই প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে। যেখানে এখন পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে ৩টিতেই হেরেছে এবং অন্যটিতে ড্র করেছে। প্রথম ম্যাচে এল সালভাদরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে তারা। এরপর এফসি ডালাসের কাছে হারে ১-০ গোলে। সৌদি আরবে এসে আল হিলালের বিপক্ষে মেসিরা হারেন ৪-৩ গোলে। আর আল নাসর তো আজ উড়িয়েই দিল মায়ামিকে। মেসিরা হংকংয়ে গিয়ে হংকং একাদশের বিপক্ষে পরের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ৪ ফেব্রুয়ারি। বিপরীতে মেসিদের হারানোর সুখস্মৃতি নিয়ে আল নাসর শীতকালীন বিরতির পর সৌদি প্রো লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলবে শীর্ষে থাকা আল হিলালের বিপক্ষে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com